উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা

উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র

উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

Upazila Integrated Capacity Development Project

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

মুজিব শতবর্ষে জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

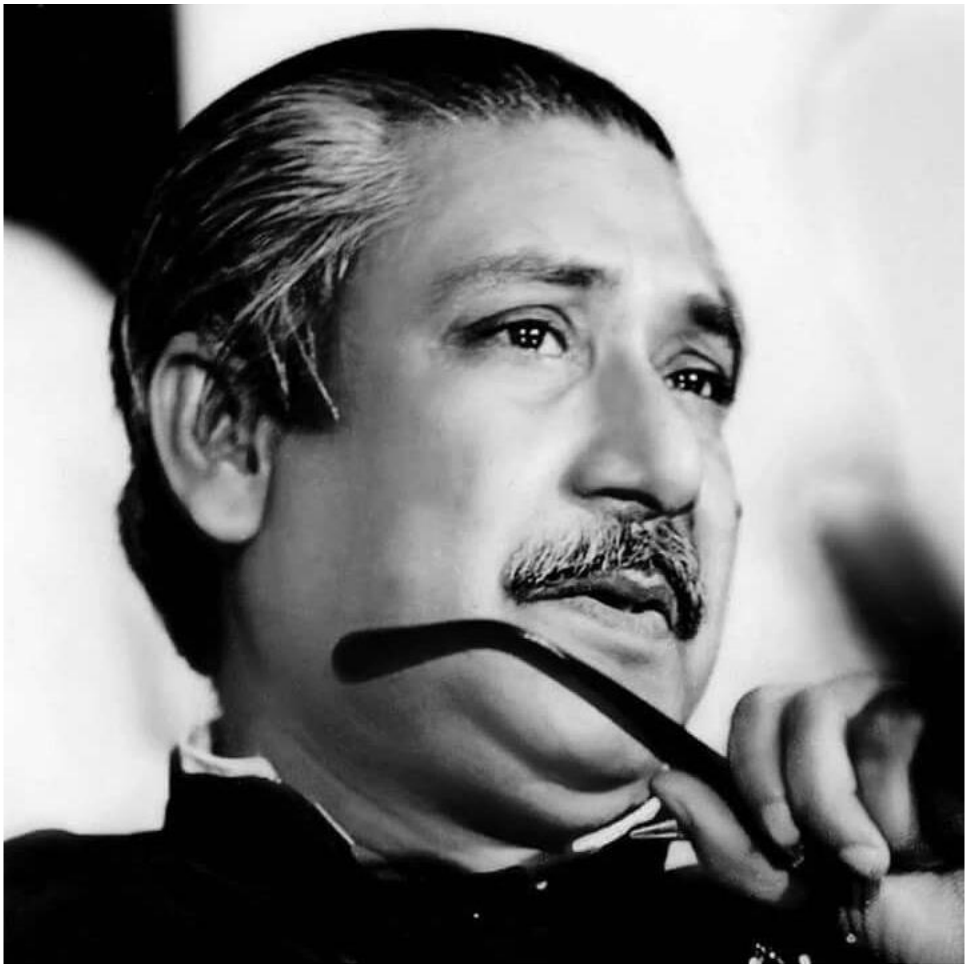

একটি সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থা
বা অন্যান্য সংস্কৃতির যেমন উন্নয়ন প্রয়োজন,
তেমনি প্রয়োজন চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে
বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা।

- জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
[বাংলা একাডেমিতে দেওয়া ভাষণ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪]

সূচিপত্র

উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র..................১-৩০

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা ৩১-৭৬

উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ৭৭-১৩২

সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলারসমূহ...১৩৩-২১৯

Minister
Ministry of Local Government,
Rural Development and Cooperatives

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার দেখানো পথ ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। এ উন্নয়ন পথ নকশায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অপরিহার্য। বৈষম্যহীন অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ভাবনাকে বিবেচনায় রেখেই বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারে পল্লী অঞ্চলে নগরের সুবিধাদি সম্প্রসারণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) হাতে নিয়েছে। উপজেলা পরিষদের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পে উপজেলা পরিষদের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যা উপজেলার গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়নে মৌলিক ও নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

জাইকার অর্থ সহায়তায় Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র, উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা এবং উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যা উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বনির্ভর ও স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ, বর্তমান সরকারের দিন বদলের সনদ বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই Document-সমূহ অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।

(মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি)

Senior Secretary
Ministry of Local Government,
Rural Development and Cooperatives

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অপরিসীম। এই বাস্তবতায়, বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সরকারের বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আইন ও বিধিমালা এবং জারিকৃত পরিপত্র ও নির্দেশনার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় এই গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ *উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র, উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা এবং উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা* প্রণয়ন করেছে।

কৌশলপত্রটি উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার বিষয়ে মৌলিক ও নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত, যার মেয়াদকাল জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০৪১ পর্যন্ত। এখানে উপজেলা পরিষদের আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ এবং এই ধরনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। *উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা'*তে বাংলাদেশে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত ধারণাসমূহ, এদের আন্তঃসম্পর্ক, এই পরিকল্পনাগুলি প্রণয়নের মূল ধাপসমূহ ও সময়সূচি এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদান করা হয়েছে। *উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা'*টি উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত। ফলে এটি সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জাইকার আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) এর মাধ্যমে উপজেলা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মতামতের উপর ভিত্তি করে এই Document-সমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি Document-এ উক্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং বাস্তবায়নকালীন অভিজ্ঞতা বা পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরিখে ডকুমেন্টগুলোকে হালনাগাদ করারও সুযোগ রাখা হয়েছে।

পরিশেষে, আমি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং এই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং যারা এই প্রকল্পের বিভিন্ন আউটপুটগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে মতামত প্রদান করেছেন এবং শ্রম দিয়েছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(হেলালুদ্দিন আহমদ)

Additional Secretary (Administration)
Local Government Division &
National Project Director, UICDP

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং
জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, UICDP

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান, এসডিজি, পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, স্থানীয় সরকার আইন প্রভৃতির আলোকে। উপজেলা পরিষদ আইন প্রথম প্রণীত হয় ১৯৯৮ সালে এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সালে এতে ব্যাপক সংশোধন আনা হয়। এই আইনের আলোকে ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মধ্য-স্তরের একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সাম্প্রতিককালে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কারণে সরকার *উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের* জন্য Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) হাতে নিয়েছে যা উপজেলা পরিষদের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি প্রকল্প যা JICA'র অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে *উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র, উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা এবং উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা* প্রণয়ন করা হয়েছে। ৮টি বিভাগের ৮টি জেলার ৮টি উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলাকে পাইলট উপজেলা হিসাবে নির্বাচন করে এই ডকুমেন্টগুলো মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। ডকুমেন্টগুলো চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়ায় মাঠ পর্যায়ের এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজনের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদের কৌশলপত্র, পরিকল্পনা প্রণয়ন নির্দেশিকা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য প্রণীত এই সকল ডকুমেন্ট প্রণয়নের জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ যারা সময়ে সময়ে দিক-নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

(দীপক চক্রবর্তী)

Joint Secretary Local Government Division & Project Director, UICDP		যুগ্মসচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং প্রকল্প পরিচালক, UICDP

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইন অনুসারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিধি ব্যপক। এই সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসাবে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার Japan International Cooperation Agency (JICA)র কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) গ্রহণ করেছে।

এই প্রকল্পের তিনটি আউটপুটের প্রথমটি '*উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র*'। কৌশলপত্রটি উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার বিষয়ে মৌলিক ও নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত। অতি দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যে রূপকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে, উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ব্যাবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে তা অর্জনে কৌশলপত্রটি অবদান রাখবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

এই প্রকল্পের দ্বিতীয় আউটপুট হচ্ছে *উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা*। আইনি বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপজেলা পরিষদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৌশলপত্রে নির্ধারিত সাতটি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে- সকল উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই বিবেচনায় নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই নির্দেশিকাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্র, ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়নের ধাপসমূহ এবং বার্ষিক পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়নের ধাপসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের তৃতীয় আউটপুট হচ্ছে *উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা*। এটি উপজেলা অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত। সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনগণ তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবেন। এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাটি প্রাথমিকভাবে উপজেলা অংশীজনদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে চিহ্নিত করেছে। এ সকল কোর্সসমূহে উপজেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, ইউএনও এবং উপজেলার হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ, এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং ইউএনও'র সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটরগণ অংশগ্রহণ করবেন। তাছাড়া, এর আওতায় প্রতিটি জেলায় ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স টিম (DRT) গঠন করা হবে এবং প্রথমে NILG থেকে DRT-র সদস্যগণ প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। তারপর প্রশিক্ষক হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাধীন উপজেলার অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

আমি Japan International Cooperation Agency (JICA)র এবং Upazila Integrated Capacity Development Project সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের প্রচেষ্টা এবং শ্রমের মাধ্যমে প্রণীত এই ডকুমেন্টগুলো উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

(সায়লা ফারজানা)

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং ৪৬.০৪৫.০১৫.০০.০০.০২.২০১৮-৪৫৯

তারিখ: ০১ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৬ আগষ্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র, উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা এবং উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা সম্বলিত ম্যানুয়েল প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য JICA এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ বিষয়টি অনস্বীকার্য যে, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সংবিধানেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মধ্য স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসকল প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের সহায়তায় উপজেলা পরিষদের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিতের লক্ষ্যে তিনটি ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে যাচাই বাছাইঅন্তে ও সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত বিবেচনা করে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। ডকুমেন্টসমূহ হচ্ছে-

- উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র,
- উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকা এবং
- উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

২। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে-

২.১. উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্রটি মূলতঃ উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা বিষয়ে মৌলিক ও নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত যেখানে উপজেলা পরিষদের আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ এবং এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাপতিত্বে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক এই কৌশলপত্রের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। অতঃপর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ও অধিদপ্তরের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক কৌশলপত্রটিকে চূড়ান্ত করা হয়।

২.২. উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক নির্দেশিকাতে বাংলাদেশে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত ধারণাসমূহ, এদের আন্তঃসম্পর্ক, এই পরিকল্পনাগুলি

প্রণয়নের মূল ধাপসমূহ ও সময়সূচি এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে বিশদ নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশিকাটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পরামর্শ কর্মশালাগুলোতে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে প্রাপ্ত মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের পাইলট উপজেলাসমূহ পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

২.৩. উপজেলা পরিষদ অংশীজনদের জন্য মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা'টি উপজেলা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত। এনআইএলজি'র পরিচালক প্রশিক্ষণ এর সভাপতিত্বে গঠিত একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের দ্বারা এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনাটিকে চূড়ান্ত করা হয়।

৩। এই ডকুমেন্টসমূহ উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি ডকুমেন্টেই বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং বাস্তবায়নকালীন অভিজ্ঞতা বা পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরিখে ডকুমেন্টগুলো পর্যায়ক্রমে হালনাগাদ করারও সুযোগ রয়েছে।

৪। উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের সুবিধার্থে এতদসঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সময়ে সময়ে জারীকৃত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার, আদেশ ইত্যাদি ম্যানুয়েলের শেষ অংশে সন্নিবেশ করা হলো।

৫। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ডকুমেন্ট তিনটি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো এবং এ সকল ডকুমেন্টে বর্ণিত বিষয় ও নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সকল উপজেলা পরিষদসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৬। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(মোহাম্মদ সামছুল হক)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

বিতরণ:

১. সিনিয়র সচিব/সচিব (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ), ...
২. মহাপরিচালক, এনআইএলজি, আগারগাঁও, ঢাকা
৩. বিভাগীয় কমিশনার (সকল), ... বিভাগ
৪. প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (NILG) ভবন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), ... বিভাগ
৬. জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা
৭. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), ... জেলা
৮. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা, ... জেলা
৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... উপজেলা, ... জেলা

অনুলিপি:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (উপজেলা অধিশাখা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত

সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলারসমূহ

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

১. রাজস্ব তহবিলের অর্থ দ্বারা যানবাহন মেরামতের ব্যয় বহনের জন্য প্রশাসনের পূর্ব অনুমতি ১

২. সরকারি ভবনাদি/ আসবাবপত্র/ অন্যান্য মালামাল পরিত্যাক্ত ঘোষণাকারী জেলা কনডেমনেশন কমিটি ২

৩. স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন দপ্তর/ সংস্থাসমূহের যানবাহন অকেজো ঘোষণার নিমিত্তে মাঠ পর্যায়ে উপ-কমিটি গঠন............... ৩

৪. উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও মালিকানাধীন বিভিন্ন ধরনের গাছ বিক্রয় সম্পর্কিত... ৪

৫. যানবাহন অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ৫

৬. উপজেলা পরিষদের গাড়ি ব্যবহার ও জ্বালানী সরবরাহ... ৬

৭. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণের সুযোগ-সুবিধা.. ৭

৮. আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২% অর্থ উপজেলা পরিষদের তহবিলে হস্তান্তর.. ৮

৯. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অথবা শিক্ষক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলে তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বহাল রাখা.. ৯

১০. স্থানীয় সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জীপগাড়ী জেলার বাইরে গমনাগমনের অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ...১০

১১. উপজেলা পরিষদের সভার নোটিশ এবং উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত সকল চিঠি উপজেলা পরিষদের নামে দেয়া ১২

১২. বহিঃবাংলাদেশ ছুটির প্রস্তাব সম্বলিত আবেদনের সাথে বিগত ১ (এক) বছরে ভোগকৃত বহিঃবাংলাদেশ ছুটির তথ্য প্রেরণ ১৩

১৩. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারী বা অন্য কোন সদস্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলে তাহাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বহাল রাখা..১৪

১৪. উপজেলা পরিষদের অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণ..১৫

১৫. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ ভাইস-চেয়ারম্যানগণের ভ্রমণ ভাতা এবং দৈনিক ভাতা ১৬

১৬. উপজেলা পরিষদের গাড়ি ব্যবহার ও জ্বালানী সরবরাহ সংক্রান্ত পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ব্যর্থতায় ব্যবস্থা গ্রহণ.....১৮

১৭. উপজেলা পরিষদে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ বিষয়ক সুপারিশ (প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক জারীকৃত)............১৯

১৮. উপজেলা পরিষদে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ বিষয়ক সুপারিশ (স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত)...........২১

১৯. উপজেলা পরিষদের ভবন, মূল্যবান সরঞ্জাম, দলিলপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী রাতের বেলায় নিরাপদে রাখা............................২২

২০. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা..২৩

২১. উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা...৩১

২২. উপজেলা পরিষদের বাৎসরিক বাজেটের ৩% পর্যন্ত নারী উন্নয়ন ফোরাম এর জন্য বরাদ্দ প্রদান এবং ২৫% প্রকল্প নারী সদস্যদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ৪৪

২৩. জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির দ্বাদশ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (আইসিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শিক্ষার জন্য রিসোর্স সেন্টার সম্পর্কিত মনিটরিং কমিটি গঠন).. ৪৫

২৪. উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশিকা- ২০১৬ ....৪৬

২৫. বিভাগ/ জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় মাসিক সভার তারিখ সুনির্দিষ্টকরণ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত)...................৪৯

২৬. উপজেলা পরিষদে অনুষ্ঠেয় মাসিক সভা সুনির্দিষ্টকরণ (স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত) ৫০

২৭. উপজেলা পরিষদসমূহকে 'ক', 'খ', ও 'গ' শ্রেণির ক্যাটাগরিতে শ্রেণিবিন্যাসকরণ..........৫১
২৮. উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি প্রদান..........৫২
২৯. উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের আওতা বহির্ভূত উপজেলা ও ইউনিয়ন এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার ইমারাত/ স্থাপনার নকশা অনুমোদন এবং ভবনের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ.......... ৫৩
৩০. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০ এর অধিকতর সংশোধন ৫৫
৩১. সরকারি হাট-বাজার সমূহের ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি মূল্য পুনঃনির্ধারণ..........৫৬
৩২. উপজেলা পরিষদের হালনাগাদ অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো.......... ৫৭
৩৩. উপজেলা পরিষদের প্রস্তাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন সহজীকরণ..........৫৯
৩৪. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ এর আলোকে উপজেলা পরিষদ আইনের চতুর্থ তফসিল সংশোধন: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভূমি হস্তান্তর করের ছাড়..........৬১
৩৫. উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষক প্রশিক্ষণ ভবন (৩য় পর্যায়) নির্মাণের অনুমোদন..........৬২
৩৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অর্থায়নে উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৪ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের প্রকল্প প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন.......... ৬৩
৩৭. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটির আবেদন প্রেরণ..........৬৪
৩৮. জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ এর গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন..........৬৫
৩৯. উপজেলা পরিষদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিধিমালা অনুসরণ..........৬৬
৪০. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০..........৬৭
৪১. উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল (জিপিএফ) হিসাব খোলা/ গঠন সংক্রান্ত..........৭১
৪২. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধে অপ্রত্যাশিত খাত ব্যবহার..........৭২
৪৩. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধে রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশনা, ২০২০ এর অপ্রত্যাশিত খাত ব্যবহার.......... ৭৩
৪৪. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সমাপ্ত অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রেরণ.......... ৭৪
৪৫. উপজেলা পরিষদের রাজস্ব খাতে নিয়োজিত গাড়িচালকগণের বদলী.......... ৭৭
৪৬. উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল (জিপিএফ) হিসাব খোলা/ গঠন সংক্রান্ত.......... ৭৮
৪৭. উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে..........৭৯
৪৮. আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত.......... ৮০
৪৯. অফিস আদেশঃ উপজেলা পরিষদে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরির হার সম্পর্কিত..........৮১
৫০. উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের বাসভবন ও শারীরিক নিরাপত্তায় আনসার সদস্যদের আবাসন ভবন নির্মাণ.......... ৮২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপ-১)

স্মারক নং-স্থাসবি/উপ-১/গাড়ী-(২)-২/৯৯/৯৩(৪৭২) তারিখঃ ২৪/০৪/২০০৫

বিষয়: উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থ দ্বারা যানবাহন মেরামত ব্যয় নির্বাহের প্রশাসনিক পূর্বানুমতি গ্রহণ।

উপজেলা পরিষদের যানবাহন ও নৌযানসমূহ দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় এসবের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত জরুরি হয়ে পড়ে। এসব যানবাহন মেরামতের নিমিত্তে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে প্রতি অর্থ বছরে ৩০,০০০/- টাকা ব্যয় করার নির্দেশনা এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উল্লিখিত অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণের নিকট হতে সময়ে সময়ে প্রস্তাব পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্বানুমতি গ্রহণের প্রস্তাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র না থাকায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব হয়। তাই পূর্বানুমতি গ্রহণের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বব্যাখ্যাত প্রস্তাব প্রেরণের লক্ষ্যে উপজেলা কর্তৃপক্ষকে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১। যানবাহন মেরামতের জন্য রাজস্ব তহবিলে অর্থ ব্যয়ের অনুমতির স্বব্যাখ্যাত প্রস্তাবের সংগে যানবাহন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অর্থাৎ যানবাহনের প্রকৃতি, প্রকৃত অর্থে মেরামত বাবদ কত টাকা প্রয়োজন, বিআরটিএ এর প্রত্যয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন/ কাগজপত্রের মূলকপি প্রেরণ করতে হবে।

২। এছাড়াও যে সকল তথ্য ও প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে নিম্নে তা উল্লেখ করা হলোঃ

ক) যানবাহনের রকম/মডেল নং:
খ) প্রস্তুতকাল ও সংগ্রহের তারিখ:
গ) রেজিস্ট্রেশন নম্বর:
ঘ) আবেদনের তারিখ পর্যন্ত কত কিলোমিটার চলাচল করেছে:
ঙ) বর্তমান অর্থ বছরে যানবাহন মেরামত বাবদ কত টাকা প্রয়োজন:
চ) বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরেরর বছর ভিত্তিক ব্যয় বিবরণী:
ছ) গাড়ী মেরামতের জন্য উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্তের কপি:
জ) আঞ্চলিক মটরযান পরিদর্শক কর্তৃক যানটি পরিদর্শন করিয়ে পরিদর্শনের প্রতিবেদন:
ঝ) মটরযান পরিদর্শকের প্রতিবেদনের আলোকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাজারদর যাচাইয়ান্তে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন:
ঞ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কপি:
ট) সর্বনিম্ন দরপত্র বিষয়ে বিআরটিএ এর প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্রের কপি:
ঠ) প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের কপি (কমপক্ষে তিনটি):
ড) দরপত্রসূমহের তুলনামূলক বিবরণী:
ঢ) উপজেলা দরপত্র কমিটির সভার সিদ্ধান্তের কপি ও সর্বনিম্ন দরদাতা চিহ্নিতকরণ:

৩। মেরামতের পর গাড়ীটি মোটরযান পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন করিয়ে একটি প্রত্যয়ন পত্র মন্ত্রণালয়ে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রেরণ।

৪। অত্র বিভাগ হতে যানবাহন মেরামতের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়ার পরে অনুমোদিত অর্থের মধ্যে প্রচলিত সকল বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক যানবাহন মেরামত কাজ সম্পন্ন করে অত্র বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

৫। এতদসংগে অত্র বিভাগের ১/৮/২০০০ তারিখের স্থাসবি/উজে-১/গাড়ী-(২)-২/৯৯/১৬৩(৪৬৩) নং স্মারকটি বাতিল করা হলো।

মাহবুবা ফারজানা
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
......................................উপজেলা,
জেলা..।

জ্ঞাতার্থে:
১। বিভাগীয় কমিশনার, ...(সকল)।
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপ-২ শাখা

স্মারক নং-উপ-২/৩পি-৪৬/২০০২/৩৪২(৪৮১) তারিখ: ০৭-০৮-২০০৬ইং

পরিপত্র

বিষয়: সরকারি ভবনাদি/আসবাবপত্র/অন্যান্য মালামাল পরিত্যাক্ত ঘোষণাকারী জেলা কনডেমনেশন কমিটি।

উপজেলা পরিষদের মালিকানাধীন ব্যবহারের অনুপোযোগী সরকারি ভবনাদি/আসবাবপত্র/অন্যান্য মালামাল কনডেমড (Condemned) ঘোষণার নিমিত্তে জেলা পর্যয়ে নিম্নরূপ কনডেমনেশন কমিটি গঠন করা হলোঃ

ক) জেলা প্রশাসক	- আহ্বায়ক
খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ (সংশ্লিষ্ট জেলার)	- সদস্য
গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	- সদস্য
ঘ) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার	- সদস্য
ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি (সংশ্লিষ্ট জেলার)	- সদস্য-সচিব

২. সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রকৌশলীর সহযোগিতায় ব্যবহারের অনুপোযোগী সরকারি ভবনাদি/আসবাবপত্র/অন্যান্য মালামাল কনডেমড্ ঘোষণা/নিলামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রাক্কলন প্রস্তুত করবেন। প্রস্তুতকৃত প্রাকলন উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় অনুমোদনের পর তিনি উপরে বর্ণিত জেলা কনডেমনেশন কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা কনডেমনেশন কমিটি প্রাক্কলনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ভবনাদি/আসবাবপত্র/অন্যান্য মালামাল সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব যথাযথ বিবেচিত হলে তা কনডেমড্ ঘোষণা করবেন। জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি এবং কনডেমড্ ঘোষণা সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৩. এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(এস এম জহরুল ইসলাম)
সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

বিতরণ:
১. বিভগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
২. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. জেলা প্রশাসক, ...জেলা (সকল)।
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ/এলজিইডি, ...জেলা।
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...উপজেলা, ...জেলা।
৬. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ...জেলা।
৭. সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নং- স্থাসবি/প্রশাসন-১/সি-২/২০০৬/১২৪৫ তারিখ: ৩১ মে, ২০০৭

পরিপত্র

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের যানবাহন অকেজো ঘোষণার নিমিত্তে মাঠ পর্যায়ে নিম্নরূপ উপ-কমিটি গঠন করা হলো:

১) জেলা প্রশাসক - সভাপতি
২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ - সদস্য
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা - সদস্য
৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর - সদস্য
৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর - সদস্য
৬) মোটরযান পরিদর্শক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নৌযান পরিদর্শক) - সদস্য
৭) উপ-পরিচালক (স্থানীয় সরকার), জেলা প্রশাসকের কার্যালয় - সদস্য-সচিব

২। কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ - এর মালিকানাধীন যানবাহন অকেজোর জন্য যথাসময়ে আহ্বান করবে।

৩। যানবাহন অকেজো ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে যথাযথ সুপারিশ/মতামতসহ প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে দাখিল করবে।

৪। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৬-০৯-১৯৮৪ ইং তারিখের এম ই (টিআর) আইপি-৭/৮৪ (পিটি)-৫৯০ (১০০) নং স্মারক মোতাবেক দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে Standing Committee-র সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

৫। জেলা কমিটির সুপারিশ ব্যতিত কোন প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হলে তা বিবেচনাযোগ্য হবে না।

(সালেহ আহমদ মোজাফফর)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৬৯১৭৯

স্থাসবি/প্রশাসন-১/সি-২/২০০৬/১২৪৫ তারিখ: ৩১ মে, ২০০৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো:

১। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি/ডিপিএইচই, ঢাকা। তাঁর অধীন দপ্তরসমূহকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল), ...
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (জেপ্র/পৌর-১/২), স্থানীয় সরকার বিভাগ। তার অধীন জেলা পরিষদ/সিটি কর্পোরেশন পৌরসভাসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
৫। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ...।

(সালেহ আহমদ মোজাফফর)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপ-২ শাখা

স্মারক নং-উপ-২/৪পি-১২৪/২০০৫/৩৮৪ তারিখ: ১৫/০৮/২০০৭ খ্রিঃ

<u>পরিপত্র</u>

বিষয়: উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন/মালিকানাধীন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মরা, ঝড়ে উপড়ে পড়া এবং বিনষ্টযোগ্য বিভিন্ন ধরনের গাছ বিক্রয় প্রসঙ্গে।

উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন/মালিকানাধীন মরা, ঝড়ে উপড়ে পড়া এবং বিনষ্টযোগ্য বিভিন্ন ধরনের গাছ বিক্রয় করা যাবে। উক্ত প্রকৃতির কোন গাছ নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের প্রয়োজন হলে কর্তনযোগ্য কাঠের পরিমাণ ও সরকারি নিয়মে কাঠের সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হলো:

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার - সভাপতি
২। জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি - সদস্য
৩। বন বিভাগের প্রতিনিধি - সদস্য
৪। ইউনিয়ন পরিষদের একজন চেয়ারম্যান - সদস্য
(উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি কর্তৃক মনোনীত)
৫। উপজেলা প্রকৌশলী - সদস্য-সচিব

২. কমিটির সুপারিশ উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। উপজেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির অনুমোদনের পর গাছ কর্তন ও নিলামে বিক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করতে হবে। জেলা প্রশাসকের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর কমিটি সংশ্লিষ্ট গাছ বিধি মোতাবেক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ উপজেলা রাজস্ব তহবিলে জমা হবে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন জীবিত গাছ কর্তনের প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্ব-অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৭৩০৫৮

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
.... উপজেলা
.... জেলা।

অনুলিপি:
১। বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
২। জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

স্মারক নং-স্থাসবি/প্রশাসন-১/সি-২/২০০৬/১৮৮৪ তারিখ: ২৮/০৮/২০০৭

পরিপত্র

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মালিকানাধীন যানবাহন অকেজো ঘোষণার বিষয়ে এ বিভাগ হতে ইতোপূর্বে জারীকৃত ৩১/০৫/২০০৭ তারিখের স্থাসবি/প্রশাসন-১/সি-২/২০০৬/১২৪৫ নং পরিপত্রের অনুবৃক্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, দপ্তর/সংস্থাসমূহের যানবাহন অকেজো ঘোষণার নিমিত্তে প্রস্তাবের সাথে নিমোক্ত কাগজপত্রাদি সংযুক্ত থাকতে হবে:

(ক) জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের যানবাহনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিষদের সিদ্ধান্তসহ কার্যবিবরণীর সত্যায়িত কপি,
(খ) সকল দপ্তর/সংস্থার যানবাহনের মালিকানার প্রমাণস্বরূপ গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি।

(সালেহ আহমদ মোজাফফর)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৬৯১৭৯

নং-স্থাসবি/প্রশাসন-১/সি-২/২০০৬/১৮৮৪/১(৭২) তারিখ: ২৮/০৮/২০০৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি দেয়া হলো:

১। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/বিআরটিসি, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি/ডিপিএইচই, ঢাকা | তার অধীন সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল) ....
৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (জেপ্র/উপজেলা-২/পৌর-১/২), স্থানীয় সরকার বিভাগ। তার শাখার অধীন জেলা পরিষদ/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলাসমূকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(সালেহ আহমদ মোজাফফর)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-স্থাসবি/উপ-২/এম-২৬/২০০৭/৪০৪ তারিখ ঃ ২৮/০৮/২০০৭

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসন-১ শাখার চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অবহিত করা জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৭৩০৫৮

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
.... উপজেলা
.... জেলা।

অনুলিপি:
১। জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সকল)।
২। সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-১, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

নং-স্থাসবি/উপ-১/যানবাহন-১/২০০৯/০৪ তারিখ: ০৫/০১/২০১০ খ্রিঃ।

পরিপত্র

বিষয়: উপজেলা পরিষদের গাড়ী ব্যবহার ও জ্বালানী সরবরাহ।

উপজেলা পরিষদসমূহে জীপগাড়ী নিয়মসম্মতভাবে ব্যবহার ও জ্বালানী ব্যয় যুক্তিসংগত পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা জারি করা হলো:

(ক) উপজেলা পরিষদের জন্য বরাদ্দকৃত জীপগাড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অফিসে আসা-যাওয়া, অন্যান্য প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনের জন্য ব্যবহার করবেন। তবে উপজেলা পরিষদের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কাজে প্রয়োজন হলে হস্তান্তরিত বিষয়ের অপরাপর কর্মকর্তাগণ এবং পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ উক্ত গাড়ী ব্যবহার করতে পারবেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/সদস্যের চাহিদাপত্র (Requisition) সাধারণভাবে গ্রহণীয় হবে এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান তা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

(খ) অফিসে আসা-যাওয়া এবং প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ দেখাশুনার জন্য উপজেলা পরিষদের জীপগাড়ীতে প্রতিদিন ০৭ (সাত) লিটার হিসেবে জ্বালানী গ্রহণ করা যাবে।

(গ) উপজেলা পরিষদের সিএনজি চালিত কার্বুরেটর গাড়ীর জন্য প্রতিদিন ১০ ঘঃ মিঃ গ্যাস এবং গাড়ী স্টার্ট দেয়ার জন্য প্রতিমাসে ১৩.৫০ (তের দশমিক পাঁচ শুন্য) লিটার পেট্রোল/অকটেন জ্বালানী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

(ঘ) গাড়ীর জন্য লগ বই সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত লগ বইয়ে ব্যবহারকারীর নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও তারিখ উল্লেখপূর্বক প্রতিদিন গাড়ী ভ্রমণের স্থান, দূরত্ব (মাইল/কিলোমিটার) ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(ঙ) সাধারণভাবে উপজেলা এলাকার বাইরে গাড়ী ব্যবহার করা যাবে না। তবে সরকারি কাজে জেলা সদরে কিংবা জেলার এলাকার মধ্যে গাড়ী ব্যবহার করা যাবে। যদি কোন বিশেষ কারণে জেলার বাইরে গাড়ী নেয়ার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(চ) উপজেলা পরিষদের জীপগাড়ী কোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

(ছ) যে সব উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত গাড়ী আছে, উক্ত গাড়ী অফিসের কাজে ব্যবহার করতে চাইলে তিনি তা উপজেলা পরিষদ ও সরকারকে অবহিত করবেন। অফিসের কাজে তার ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহারের জন্য তিনি (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিতমতে জ্বালানী প্রাপ্য হবেন। তবে এর জন্যও (ঘ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিয়ম অনুযায়ী লগ বই সংরক্ষণ করতে হবে। শর্ত থাকে যে, উপজেলা পরিষদের নিজস্ব গাড়ী থাকলে পরিষদের কাজে ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন জ্বালানী প্রাপ্য হবেন না।

(জ) উপজেলা পরিষদের গাড়ীর ব্যবহার ও জ্বালানী ব্যয় যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটে এ খাতের জন্য বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

(ঝ) নিয়োজিত চালক ব্যতীত পরিষদের গাড়ী অন্য কেউ চালাতে পারবে না।

(ঞ) অফিস সময়ের পর নির্ধারিত গ্যারেজ/স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও গাড়ী রাখা যাবে না। নির্ধারিত গ্যারেজ/স্থান ব্যতীত অন্যত্র রাখার ফলে গাড়ীর কোন ক্ষতি/চুরি হলে যিনি রাখলেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন এবং তার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

(ট) স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৪/০৪/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের স্থাসবি/উপ-১/গাড়ী/(২)-২/৯৯/৯৩(৪৭২) নং স্মারক অনুসরণপূর্বক উপজেলা পরিষদ যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য রাজস্ব তহবিল হতে বছরে সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ব্যয় করা যাবে। এর অধিক খরচ হলে স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমতি নিতে হবে।

(ঠ) উপজেলা পরিষদের জীপগাড়ীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্লেটের পরিমাপ হবে দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৬.৫ ইঞ্চি। কালো প্লেটের উপর সাদা অক্ষরে লিখতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে বিআরটিএ এর বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে।

(ড) এই পরিপত্রের যে কোন বিধান লংঘনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে।

(মোহাম্মদ হাবিবুল কবির চৌধুরী)
উপ-সচিব (উপজেলা)
ফোন: ৭১৬১৪৮৯

নং-স্থাসবি/উপ-১/যানবাহন-১/২০০৯/০৪ তারিখ: ০৫/০১/২০১০ খ্রিঃ।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সচিব, ..., ঢাকা।
৪। কমিশনার (সকল), ...বিভাগ ....
৫। পরিবহন কমিশনার, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ (বরাদ্দকৃত গাড়ীর রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ), এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৭। জেলা প্রশাসক (সকল), ...
৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ৮৩/বি, মৌচাক টাওয়ার (১১ তলা), নিউসার্কুলার রোড, মালিবাগ, ঢাকা
৯। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল), ...উপজেলা, ...জেলা।
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ...উপজেলা, ...জেলা।
১১। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(তাসলিমা কানিজ নাহিদা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৭১৫৫৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

স্মারক নং-স্থাসবি/উপ-১/সি-৪/২০০৯/৪৪৭ তারিখ: ১১/১১/২০১০ খ্রিঃ

বিষয়: উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান।

উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিষয়ে কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরামর্শ প্রদান ও নির্দেশনা জারির উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ নিম্নবর্ণিত সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

ক. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ আবাসিক টেলিফোনের বিল বাবদ সর্বোচ্চ মাসিক ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা প্রাপ্য হবেন। ব্যয়কৃত অর্থ উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা হবে। যদি নির্ধারিত বিলের অতিরিক্ত ব্যয় হয় তবে চেয়ারম্যানকে ব্যক্তিগতভাবে তা পরিশোধ করতে হবে;

খ. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাসিক ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হারে বাড়ী ভাড়া পাবেন যা উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা হবে এবং সমুদয় (বিদুৎ ও গ্যাস) বিল চেয়ারম্যান নিজে নির্বাহ করবেন।

২। এ আদেশ ০১-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে। ইতোপূর্বে জারিকৃত এ সংক্রান্ত সকল আদেশ/নির্দেশনা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-ফ্যাক্স: ৭১৭১৫৫৩।

বিতরণ:
১। চেয়ারম্যান, ... উপজেলা পরিষদ .... জেলা।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... উপজেলা .... জেলা।

অনুলিপিঃ
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। সচিব, ... বিভাগ/মন্ত্রণালয়।
৩। কমিশনার, ... বিভাগ/মন্ত্রণালয়।
৪। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক, ... জেলা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৩

স্মারক নং-ভুঃমঃ/শা-৩/কর-১/২০১০-১৪৭ তারিখ: ২১/০৩/২০১১ খ্রিঃ।

পরিপত্র

বিষয়: আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২% অর্থ উপজেলা পরিষদের তহবিলে হস্তান্তর।

২০০৯ সনের ২৭ নং আইন দ্বারা উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) পুনঃপ্রচলন করা হয়েছে। উক্ত আইনের চতুর্থ তফসিলের ৮নং ক্রমিক "উপজেলা এলাকাভুক্ত আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২% অংশ" উপজেলা পরিষদের রাজস্ব আয় হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। উপজেলা পরিষদের প্রাপ্য আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২% অংশ উপজেলা পরিষদ তহবিলে হস্তান্তরের জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(ক) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) "উপজেলা পরিষদের প্রাপ্য আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২% অংশ" শিরোনামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলবেন। উক্ত ব্যাংক হিসাবে উপজেলা এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ প্রতিবারে আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২% অর্থ নিয়মিত জমা প্রদান করবেন এবং অবশিষ্ট ৯৮% অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারের নির্ধারিত কোডে যথারীতি জমা প্রদান করবেন। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ এভাবে ভূমি উন্নয়ন করের ২% বাবদ জমাকৃত অর্থের মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট দাখিল করবেন।

(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে উপজেলাধীন সকল ভূমি অফিসের আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২% বাবদ ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ ক্রসড চেকের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তহবিলে হস্তান্তর করে জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করবেন।

(মোঃ মোখলেছুর রহমান)
সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

নং-৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০৪.২০০৯ (অংশ-১)- ২১৩ তারিখ: ১০/০৪/২০১১ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুলিপি প্রেরণ করা হল।

(ডাঃ মোঃ সারোয়ার বারী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৭১৫৫৩

প্রাপক:
০১. চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ
.... জেলা।
০২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার
.... উপজেলা
.... জেলা।

অনুলিপি:
১. জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩. ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ/মহিলা), উপজেলা পরিষদ, ... সকল।
৪. জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল) ....।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.০১.০০১.২০১১-২৩০৯ তারিখ: ১৫.০৬.২০১১ খ্রিঃ।

বিষয়: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অথবা শিক্ষক উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলে তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী বহাল রাখা সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সময় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হতে পদত্যাগ করার বিধান থাকলেও বর্তমানে বলবত উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত)- অনুসারে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে আইনগত কোন বাধা নেই। যারা ইতোমধ্যে পদত্যাগ করেছেন তাদেরও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনে আইনগত বাধা নেই। তবে এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৫-০১-১৯৮৬ খ্রিঃ তারিখের শা-৮/১সি-৩/৮৫/২০(৪৬০) নং স্মারকে জারিকৃত সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। নির্দেশনাটি নিম্নরূপ:

"বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অথবা অন্য কোন শিক্ষক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে পদত্যাগ না করিয়া সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের নিকট থেকে বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকিতে পারিবেন।"

২। এ নির্দেশনাটি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(ডাঃ মোঃ সারোয়ার বারী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-ফ্যাক্স: ৭১৭৩০৫৮

বিতরণ:

(১) ভাইস চেয়ারম্যান (সকল)
.... উপজেলা পরিষদ
.... জেলা।

(২) ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) (সকল)
.... উপজেলা পরিষদ
.... জেলা।

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.০১.০০১.২০১১-২৩০৯ তারিখ: ১৫.০৬.২০১১ খ্রিঃ।

সদয় জ্ঞাতার্থে:

(১) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২) কমিশনার (সকল) .... বিভাগ।
(৩) জেলা প্রশাসক (সকল) .... জেলা।
(৪) চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
(৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... উপজেলা, ... জেলা।

(ডাঃ মোঃ সারোয়ার বারী)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০০১.২০০৯-৪০৫ তারিখ: ২০ জুলাই, ২০১১

বিষয়: স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জীপগাড়ী জেলার বাইরে গমনাগমনের অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ০৫/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্থাসবি/উপ-১/যানবাহন-১/২০০৯/০৪ নং স্মারকে জারিকৃত **উপজেলা পরিষদের গাড়ী ব্যবহার ও জ্বালানী সংক্রান্ত** পরিপত্রে উপজেলার বাইরে গাড়ী গমনাগমনের বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা রয়েছে:

'অনুঃ -ঙ: সাধারণভাবে উপজেলার এলাকার বাইরে গাড়ী ব্যবহার করা যাবে না। তবে সরকারি কাজে জেলা সদরে কিংবা জেলার এলাকার মধ্যে গাড়ী ব্যবহার করা যাবে। যদি কোন বিশেষ কারণে জেলার বাইরে গাড়ী নেয়ার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।'

উল্লিখিত নির্দেশনামতে উপজেলা পরিষদের জীপ গাড়ী জেলার বাইরে গমনাগমনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত নির্ধারিত ছকে তথ্য প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে উক্ত ছক অত্রসাথে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত ছকটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটেও (www.lgd.gov.bd) পাওয়া যাবে।

সংযুক্ত: ১ (এক) ফর্দ (অপর পৃষ্ঠায়)।

(খালিদ পারভেজ খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৭১৫৫৩

বিতরণ:

কার্যার্থে:
চেয়ারম্যান
.... উপজেলা পরিষদ (সকল)
উপজেলা .... জেলা ....

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জীপগাড়ী জেলার বাইরে গমনাগমনের অনুমতি প্রাপ্তির আবেদন:

ক্রমিক	বিষয়		তথ্যাদি
১.	উপজেলা পরিষদের নাম	:	
২.	জেলার নাম	:	
৩.	গাড়ী ব্যবহারকারীর নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নম্বর (অফিস/বাসা/মোবাইল)	:	
৪.	গাড়ীর পূর্ণাঙ্গ রেজিস্ট্রেশন নম্বর	:	
৫.	জীপ গাড়ী চালকের নাম (চালকের লাইসেন্স-এর ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে)	:	
৬.	প্রস্তাবিত ভ্রমণের তারিখ	:	
৭.	গাড়ীটি জেলার বাইরে নেয়ার যৌক্তিকতা (দাপ্তরিক/ব্যক্তিগত)	:	ক) খ) গ) ঘ)
৮.	ক) সর্বশেষ কত তারিখে এবং কি প্রয়োজনে গাড়িটি জেলার বাইরে নেয়া হয়েছে	:	
	খ) গাড়ীটি মেরামত/সার্ভিসিং এর ক্ষেত্রে সর্বশেষ কবে এবং কোথায় (জেলার বাইরে) নেয়া হয়েছে	:	
৯.	জেলার বাইরে নেয়ার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছিল কি-না	:	
১০.	এ সংক্রান্ত ব্যয়ভার কোন খাত হতে মিটানো হবে	:	
১১.	গাড়ী নিয়ে জেলার বাইরে অবস্থানকারীর নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে)	:	

আবেদনকারীর নাম
পদবী, স্বাক্ষর ও সীল

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত তথ্যাদি যথাযথভাবে উল্লেখপূর্বক আবেদনটি ফরওয়ার্ডিংযোগে প্রার্থিত তারিখের কমপক্ষে ১০দিন পূর্বে স্থানীয় সরকার বিভাগ (উপজেলা ১ শাখা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকায় প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২২.০৯.০৭.০০৭.২০১১-৪২৯ তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

বিষয়: উপজেলা পরিষদের সভার নোটিশ এবং উপজেলা পরিষদ সংক্রান্ত সকল চিঠি উপজেলা পরিষদের নামে দেয়া প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে এ বিভাগ অবহিত হয়েছে যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ পরিষদের সভার নোটিশ ইস্যুসহ বিভিন্ন পত্রের শিরোনামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় লিখে থাকেন যা উপজেলা পরিষদের (কার্যক্রম বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০-এর ২০ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম এবং পরিষদ সংক্রান্ত সকল পত্রাদির শিরোনামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় না লিখে উপজেলা পরিষদের নামে লিখার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ আকরাম-আল-হোসেন)
উপসচিব (উপজেলা)
ফোন: ৭১৬১৪৮৯

বিতরণ: কার্যার্থে-
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
.... উপজেলা, ...জেলা

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২২.০৯.০৭.০০৭.২০১১-৪২৯ তারিখ: ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. কমিশনার (সকল), ... বিভাগ
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৩. জেলা প্রশাসক (সকল) ....জেলা
৪. চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা
৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৬. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৭. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো)

(মোঃ আকরাম-আল-হোসেন)
উপসচিব (উপজেলা)

<u>অতীব জরুরি</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০২৫.০০.০০.০০৬.২০১০-১০০ তারিখ: ৫ মার্চ, ২০১২

<u>পরিপত্র</u>

বিষয়: বহিঃবাংলাদেশ ছুটির প্রস্তাব সম্বলিত আবেদনের সাথে বিগত ১ (এক) বছরে ভোগকৃত বহিঃবাংলাদেশ ছুটির তথ্য প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা পরিষদ (চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য ও মহিলা সদস্যগণের ছুটি) বিধিমালা, ২০১০ এর বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন প্রকার ছুটি ভোগের প্রাপ্যতা ও তা ভোগ করার বিধান বিধৃত রয়েছে। বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ভোগের লক্ষ্যে এতদ্‌সম্পর্কিত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকালে নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক চাহিত তথ্য প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত ফরমের ৯ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত '**চলতি পঞ্জিকা বর্ষে বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ**' বাক্যটির স্থলে '**বিগত ১ (এক) বছরের বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ**' বাক্যটি প্রতিস্থাপিত হবে। নির্ধারিত ছকের অন্যান্য ক্রমিক, উপ-ক্রমিক ও তৎসংশিষ্ট বিষয়াদি অপরিবর্তিত থাকবে।

এমতাবস্থায়, উপরোল্লিখিত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে বিদেশ ভ্রমণের লক্ষ্যে বহিঃবাংলাদেশ ছুটির আবেদন অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণকালে বিষয়টি যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যসহ কাগজপত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো

(খালিদ পারভেজ খান)
উপসচিব
ফোন: ৭১৭১৫৫৩

বিতরণ: তারিখ: ৫ মার্চ, ২০১২

কার্যার্থে-

১. চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ
উপজেলা .... জেলা ....

২. ভাইস চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা

<u>অনুলিপি: (অবগতির জন্য)</u>

১. জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা

২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... উপজেলা, ... জেলা

৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা

স্মারক নং: ৪৬.০৪৫.০২২.০৯.০২.০০২.২০১১-৮৫৭ তারিখ: ০৪ জুলাই ২০১২

বিষয়: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা অন্য কোন সদস্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলে তাহাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাকুরী বহাল রাখা।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা কোন সদস্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাকুরী হইতে পদত্যাগ না করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্যদের নিকট হতে বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকিতে পারিবেন। তবে যে প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সম্পৃক্ত আছেন (বিনা বেতনে) সে প্রতিষ্ঠান উপজেলা পরিষদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন কার্যক্রমের সহিত জড়িত হবে না।

এম কাজী এমদাদুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ৪ ৭১৭৩০৫৮

বিতরণ: কার্যার্থে-
চেয়ারম্যান (সকল),
.... উপজেলা পরিষদ
.... জেলা

স্মারক নং: ৪৬.০৪৫.০২২.০৯.০২.০০২.২০১১-৮৫৭ তারিখ: ০৪ জুলাই ২০১২

সদয় জ্ঞাতার্থে:
(১) কমিশনার (সকল), ... বিভাগ।
(২) জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
(৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... উপজেলা, ... জেলা।
(৪) ভাইস চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।

এম কাজী এমদাদুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০০১.০৮.০২.০০২.২০১২-১০২০ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২

বিষয়: উপজেলা পরিষদের অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানান যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপর বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৮-৯৯ এবং সৃষ্টিকাল হতে হালনাগাদ অগ্রিম অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে এ বিভাগের অডিট-১ শাখা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ২টি পৃথক ছক প্রণয়ন করা হয়েছে:

ছক-১
(উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরের সৃষ্টিকাল হতে হালনাগাদ অনিস্পন্ন অগ্রিম অডিট আপত্তি সম্পর্কিত)

আপত্তির সাল	অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	আপত্তির ধরন (সাধারণ/অগ্রিম/খসড়া)	সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তর
১	২	৩	৪	৫

ছক-২
(১৯৯৮-৯৯ প্রতিবেদনে উল্লিখিত অডিট আপত্তির জবাব/কার্যপত্র)

আপত্তির সাল	অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম ও বিস্তারিত বিবরণ	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জবাব	মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ/মতামত
১	২	৩	৪	৫

এমতাবস্থায়, এ মন্ত্রণালয়ের উপর বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে তথ্যাদি ২নং ছকে এবং সৃষ্টিকাল হতে হালনাগাদ অগ্রিম অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে জবাব/কার্যপত্র ১নং ছকে স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব (অডিট) বরাবর জরুরিভিত্তিতে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ আলী আকবর
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৭৩০৫৮)

বিতরণ: কার্যার্থে-

১. চেয়ারম্যান (সকল)
 উপজেলা পরিষদ, ...
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
 উপজেলা ...., জেলা ....

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০০১.০৮.০২.০০২.২০১২-১০২০ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):
১. জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
২. সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩. যুগ্মসচিৰ (অডিট) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

(মোঃ আলী আকবর)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

নং- ৪৬.০৪৬.০২২.০০.০০.০০২.২০১২-৬৯২ তারিখ: ০৯ ডিসেম্বর, ২০১২

অফিস আদেশ

আদিষ্ট হয়ে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের ভ্রমনভাতা ও দৈনিক ভাতার হার এবং এর অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ০৯.১০.২০১১ তারিখের ৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০৪.২০০৯-৫৩৫ নং অফিস আদেশের অনুবৃত্তিক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের ২১.১১.২০১২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২৯.০০.০২৬.১২-৯৯ নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক নিম্নোক্তভাবে আদেশ পুনঃজারী করা হলো:

(ক) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানগণের জন্য নিম্নোক্তভাবে দৈনিক ভাতা ও ভ্রমন ভাতা নির্ধারণ করা হলো:

ক্রমিক	**ভাতার নাম**		**অর্থ বিভাগের সুপারিশকৃত হার**		**মন্তব্য**
			চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	
১	দৈনিক ভাতা (Daily Allowance)		৬২৫/- টাকা	৫০০/-টাকা	ব্যয় বহুল স্থানের জন্য (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট শহরের জন্য) এ ভাতা ৩৩% অধিক হারে প্রাপ্য হবেন
২	ভ্রমন ভাতা (Travel Allowance)	(ক) সড়ক পথে	প্রতি কিলোমিটার ১.২৫ টাকা। এ হার সমগ্র সড়ক পথে প্রযোজ্য হবে।	প্রতি কিলোমিটার ১.২৫ টাকা। এ হার সমগ্র সড়ক পথে প্রযোজ্য হবে।	
		(খ) ট্রেন/স্টীমার/ জাহাজে	**শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী (এসি) প্রাপ্য হবেন।** এ ক্ষেত্রে পথভাড়া ভাতা প্রকৃত ভাড়ার ১.৫ হারে হবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর ভ্রমন ব্যতীত অন্য শ্রেণীর ভ্রমনের ক্ষেত্রে পথভাড়া ভাতা প্রকৃত ভাড়ার ১.৮ হারে হবে।	**নন-এসি প্রাপ্য হবেন।** এ ক্ষেত্রে পথভাড়া ভাতা প্রকৃত ভাড়ার ১.৮ হারে হবে	
		(গ) বিমানে ভ্রমন (দেশের অভ্যন্তরে)	Economy Class প্রাপ্য হবেন। এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত বিমান ভাড়ার সাথে ২০% আনুষংগিক খরচ প্রাপ্য হবেন।	প্রাপ্য হবেন না	

তবে শর্ত থাকে যে,
* উক্ত ভ্রমন ভাতা/দৈনিক ভাতা শুধুমাত্র সরকারি ও জনস্বার্থে ভ্রমণের জন্য প্রযোজ্য হবে;
* সরকারি যানবাহন ব্যবহার করা হলে ভ্রমন ভাতা প্রাপ্য হবেন না। তবে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন;
* উক্ত ভ্রমন ভাতা/দৈনিক ভাতা উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করতে হবে। এতে সরকারের কোন আর্থিক সংশ্লেষ থাকবে না; এবং
* সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই এমন সব ক্ষেত্রে ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা সংক্রান্ত সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য বিধি/বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(খ) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ এ সম্পর্কিত বিল উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(এনামুল হাবীব)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭

নং- ৪৬.০৪৬.০২২.০০.০০.০০২.২০১২-৬৯২ তারিখ: ০৯ ডিসেম্বর, ২০১২

অনুলিপি (কার্যার্থে):

১. চেয়ারম্যান (সকল)
   .... উপজেলা পরিষদ
   .... জেলা
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার
   .... উপজেলা পরিষদ
   .... জেলা
৩. ভাইস চেয়ারম্যান (সকল)
   .... উপজেলা পরিষদ
   .... জেলা
৪. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)
   .... জেলা
৫. উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সকল)
   উপজেলা ...., জেলা ....

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে):

১. সচিব
   অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
   বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
   (দৃঃ আঃ- সিঃ সহঃ সচিব, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান শাখা-১)
২. কমিশনার (সকল)
   .... বিভাগ
৩. জেলা প্রশাসক
   .... (সকল)
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মৌচাক টাওয়ার (১১ তলা), ৮৩/বি, নিউ সার্কুলার রোড, মালিবাগ, ঢাকা।

(এনামুল হাবীব)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার **অতীব জরুরি**
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০০৪.২০১১-২৩৯ তারিখ: ০৩ মার্চ, ২০১৩

বিষয়: উপজেলা পরিষদের গাড়ি ব্যবহার ও জ্বালানী সরবরাহ সংক্রান্ত পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ব্যর্থতায় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।

সূত্র: ১-স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং- স্থাসবি/উপ-১/যানবাহন-১/২০০৯/০৪; তারিখ- ০৫ জানুয়ারি, ২০১০।
২. স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং- স্থাসবি/উজে-১/যানবাহন-১/২০০৯/২৬০; তারিখ- ০২ মে, ২০১১।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলা পরিষদসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ/সরবরাহকৃত গাড়ি ব্যবহার ও জ্বালানী সরবরাহ সংক্রান্ত বিদ্যমান পরিপত্রের অনুচ্ছেদ (ঙ, চ, ঞ ও ড)-তে নিমরূপ উল্লেখ রয়েছে:

'অনুঃ-ঙ: সাধারণভাবে উপজেলা এলাকার বাহিরে গাড়ী ব্যবহার করা যাবেনা। তবে সরকারি কাজে জেলা সদরে কিংবা জেলার এলাকার মধ্যে গাড়ী ব্যবহার করা যাবে। যদি কোন বিশেষ কারণে জেলার বাহিরে গাড়ী নেয়ার প্রয়োজন পড়ে সেক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।'
'অনুঃ-চ: উপজেলা পরিষদের জীপগাড়ী কোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না।'
'অনুঃ-ঞ: অফিস সময়ের পর নির্ধারিত গ্যারেজ/স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও গাড়ী রাখা যাবে না। নির্ধারিত গ্যারেজ/স্থান ব্যতীত অন্যত্র রাখার ফলে গাড়ীর কোন ক্ষতি/চুরি হলে যিনি রাখলেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন এবং তার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।'
'অনুঃ-ড: এই পরিপত্রের যে কোন বিধান লংঘনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হবে।'

০২. ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করে উপজেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জীপগাড়ি বিদ্যমান পরিপত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা উপেক্ষা করে জেলার বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন এবং অবস্থান করছেন। ইতোপূর্বে সূত্রস্থ স্মারকের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কোন উন্নতি হচ্ছে না। যা অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্খিত এবং বিদ্যমান পরিপত্রের পরিপন্থী।
০৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে জারীকৃত বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমতি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জীপগাড়ি জেলার বাইরে নেয়া হলে এবং বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগের দৃষ্টিগোচর হলে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
০৪. এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে জারীকৃত বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমতি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জীপগাড়ি জেলার বাইরে না নেয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় পরিপত্র লংঘন করে গাড়ি ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৫. বিষয়টি অতীব জরুরি।

(মোঃ সবুর হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০০৪.২০১১-২৩৯ তারিখ: ০৩ মার্চ, ২০১৩

অনুলিপি:
১. মহা পুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
২. কমিশনার (সকল), ... বিভাগ।
৩. পুলিশ কমিশনার (সকল), ... বিভাগ।
৪. জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা (তার অধিক্ষেত্রভুক্ত উপজেলা পরিষদসমূহের জীপগাড়ি অননুমোদিতভাবে জেলার বাইরে নেয়া হলে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫. পুলিশ সুপার (সকল), ... জেলা।
৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... উপজেলা, ... জেলা ।
৭. ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ/মহিলা), সকল .... উপজেলা .... জেলা।
৮. জেলা/উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সকল), ... উপজেলা, ... জেলা।

(মোঃ সবুর হোসেন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ০৩.০৯২.০০২.০০.০০.০৩৭.২০১৩-৩১১ তারিখ: ১৩/১২/২০১৩

বিষয়: "উপজেলা পরিষদে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ" বিষয়ে Governance Innovation Unit (GIU) এর সুপারিশ।

আধুনিক জনপ্রশাসন নাগরিক কেন্দ্রিক (Citizen centric), দ্রুততম সময়ে এবং স্বল্প খরচে কাংখিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। মানবসম্পদ উন্নয়নে পাবলিক সেক্টরে innovation culture সৃষ্টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সম্প্রতি GIU এর উদ্যোগে Innovation Concept & Practice of Government Officials শীর্ষক একটি কোর্সের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের দলগত আলোচনা পর্বে বিভিন্ন দল কর্তৃক বিভিন্ন সমস্যা ও এর সমাধানকল্পে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। ২৯/১০/২০১৩ তারিখের প্রশিক্ষণে একটি দল উপজেলা পরিষদের অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জনিত সমস্যা নিরসনে সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপন করে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তী GIU কর্তৃক আরও পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে এর ফলাফল ও সমাধানকল্পে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ চিহ্নিত করা হয়:

"উপজেলা পরিষদের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ"

ক) <u>উপজেলা পরিষদের অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণসমূহ:</u>

১। উপজেলা পরিষদে প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প সংখ্যক নৈশ প্রহরী;
২। শুন্য পদ;
৩। নৈশপ্রহরীকে দপ্তরের অন্য কাজে নিয়োজিত করা;
৪। নৈশপ্রহরীগণের দায়িত্বে সমন্বয়হীনতা;
৫। মনিটরিং এর অভাব;
৬। অনেক উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর না থাকা;
৭। রাত্রিকালীন সময়ে উপজেলা পরিষদে জনগণের অবাধ চলাচল;

খ) <u>বর্ণিত কারণে উদ্ভুত সমস্যাসমুহ:</u>

১। স্বল্প সংখ্যক প্রহরীর কারণে সেবার মান যথাযথ না হওয়া;
২। পরিষদে চুরি ডাকাতি ও নাশকতামূলক ঘটনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি;
৩। সরকারি সম্পদের নিরাপত্তাহীনতা;

গ) <u>"উপজেলা পরিষদে অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা" সমাধান কল্পে প্রশিক্ষণকালে প্রাপ্ত GIU কতৃক সুপারিশকৃত প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:</u>

১। উপজেলা পরিষদের প্রতিটি কার্যালয় নিয়োগপ্রাপ্ত নৈশপ্রহরীদের সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করে তাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন;
২। দায়িত্ব পালনকারী নৈশপ্রহরীগণকে নিয়মিতভাবে তাদের করণীয় সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান;
৩। নৈশপ্রহরীগণের কাজের মনিটরিং। এ ক্ষেত্রে উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।
৪। স্থানীয় থানার সাথে রাত্রিকালীন ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য একটি নির্দিষ্ট টেলিফোন/মোবাইল নাম্বার ব্যবহার;
৫। পাহারায় নিয়োজিত প্রহরীগণের মনোবল ও সাহস বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় থানায় টহল দল তাদের নিয়মিত টহলের অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদে রাত্রিকালীন সময় ১/২ বার টহল দেয়া;
৬। নৈশপ্রহরিগণকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, টহলে দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ও আনসার ভিডিপি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের জন্য তাদের নাম্বার জানিয়ে রাখা;

ঘ) <u>উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রাপ্ত সুবিধাদি:</u>

১। উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরের নৈশ প্রহরীদের নিয়ে সমন্বিত তালিকামতে দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করলে নৈশ প্রহরীর স্বল্পতা দূর হবে। সেবার মান ও কাজে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে এবং সেবার মানে সন্তুষ্টি নিশ্চিত হবে;
২। সরকারি কার্যালয়ের সম্পদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে ও নিশ্চিত হবে;
৩। সরকারি সম্পদ ক্ষতি ও নাশকতা হতে রক্ষা পাবে;
৪। সকল পর্যায়ে নৈশ প্রহরীদের কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরি হবে।

উপরে বর্ণিত প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ/আউট সোর্সিং এর জন্য কোন অর্থ ব্যয় হবেনা। কিন্তু প্রতিটি উপজেলা পরিষদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে প্রস্তাবটি স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য। বর্তমানে বিদ্যমান উপজেলা পরিষদ কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন কার্যালয়ে যে কজন নৈশপ্রহরী কর্মরত আছে, এদের সকলকে নিয়ে একটি সমন্বিত দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, উপজেলা পরিষদের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ সম্ভব হবে বলে GUI দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

এমতাবস্থায় প্রস্তাবটির গুরুত্ব বিবেচনান্তে, এটি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ, যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক এ কার্যালয়কে অবহিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে সানুগ্রহ অনুরোধ করা হলো।

মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ
পরিচালক
গভর্ণেন্স ইনোভেশন ইউনিট
ফোন: ৯১৩১৮৫৪, ফ্যাক্স: ৯১৩১১৮৬৯
e-mail: innovation@pmo.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

<u>অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, CSCMP বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৫। মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৬। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৭। জনাব পানোস লিভারেকস, প্রজেক্ট ম্যানেজার, সিএসসিএমপি, ৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৯। উপ-পরিচালক (সকল), জিআইইউ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
১০। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মহাপরিচালক গভর্ণেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
১১। অফিস কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০১৫.০০.০০.০০৪.২০১২-৯৮ তারিখ: ২৬ জানুয়ারী, ২০১৪

বিষয়ঃ উপজেলা পরিষদে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা বাবস্থা জোরদারকরণ বিষয়ে Governance Innovation Unit (GIU) এর সুপারিশ।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়- এর স্মারক নং- ০৩. ০৯২. ০০২. ০০. ০০. ০৩৭. ০২১৩-৩১১; তারিখঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি (সংলগ্নীসহ) এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। পত্রে বর্ণিত উপজেলা পরিষদে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ সম্পর্কিত সুপারিশ প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁর জেলার সকল উপজেলা পরিষদসমূহকে সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ সবুর হোসেন
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭

জেলা প্রশাসক (সকল)
............জেলা

অনুলিপি:
১। পরিচালক, Governance Innovation Unit, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল)............উপজেলা.........জেলা।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল).........উপজেলা.........জেলা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০১৫.০০.০০.০০৪.২০১২-১৫৮ তারিখঃ ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

বিষয়: উপজেলা পরিষদের ভবন, মূল্যবান সরঞ্জাম, দলিলপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী রাতের বেলা নিরাপদে রাখা।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সকল উপজেলা পরিষদের ভবন, মূল্যবান সরঞ্জাম, দলিলপত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী রাতের বেলা নিরাপদে রাখার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস এবং উপজেলা প্রকৌশল অফিসের নৈশ প্রহরী/গার্ডসহ হস্তান্তরিত বিভাগ/দপ্তরের নৈশপ্রহরী/গার্ডদের (যদি থাকে) নিয়ে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে রোস্টার তৈরীর মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদানের জন্য নির্দেশ ক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ সবুর হোসেন)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭

১. চেয়ারম্যান (সকল)
.... উপজেলা পরিষদ
.... জেলা।
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
.... উপজেলা, ... জেলা।

অনুলিপিঃ
১. জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

<u>অতীব জরুরি</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
<u>উপজেলা-১ শাখা</u>

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২ -১০৫৭ তারিখ: ০২ নভেম্বর, ২০১৪

বিষয়: "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা" প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা" এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। নির্দেশিকা অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী ৩১ মার্চ ২০১৫ এর মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা" ১৪ পাতা।

(মো: সবুর হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭

১. চেয়ারম্যান (সকল)
.... উপজেলা পরিষদ
.... জেলা।
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
.... উপজেলা......................... জেলা।

অনুলিপি:
১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২. কমিশনার (সকল), ...বিভাগ।
৩. পরিচালক (সকল) স্থানীয় সরকার, ... বিভাগ।
৪. জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
৫. উপ-পরিচালক (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ .... জেলা।
৬. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা

১. সীমিত সম্পদের সুষম ও দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রকৃষ্ট পথ হচ্ছে একটি ফলপ্রসূ পরিকল্পনা। উপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পর থেকেই অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত হয়। বিশেষত স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনা করা হয়।

বর্তমানে দেশে নতুনভাবে দীর্ঘমেয়াদী "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা" (২০১০-১১ থেকে ২০২০-২১) এবং মধ্যমেয়াদী "৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা" (২০১০-২০১৫) প্রণীত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, দেশে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্ববর্তী এক দশকের বেশি সময় ধরে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে উন্নয়ন কর্মকান্ড ছিল দিক-নির্দেশনাবিহীন। ২০১০ সালে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হবার পর জাতীয় উন্নয়নের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী দিগ্‌দর্শন একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ও কাঠামো লাভ করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে (২০২১) মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার লক্ষ্যে সামষ্টিক প্রবৃদ্ধির হার ৮-১০ শতাংশে নিয়ে যাবার স্বপ্ন নিয়ে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে তার বিভিন্ন সুফল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘ-ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্তর্ভুক্ত আটটি মূল লক্ষ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য ও অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য।

২. দেশের সুষম ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শুধু কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়। স্বাধীনভাবে সাংবিধানিক নির্দেশনার আলোকে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে "সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। সরকার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজে কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে জেলা পরিষদ আইন ২০০০, উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (২০১১ পর্যন্ত সংশোধিত), স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০১০, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯-এর আওতায় প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত ক্ষমতা এবং পরিকল্পনাসমূহকে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৩. কৌশলসমূহকে আত্মস্থ করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে মধ্য ও স্বল্পমেয়াদী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সকল উন্নয়নকাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এ দুটি পরিকল্পনার ভিতরে একটি সংযোগ স্থাপন করে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম, স্কিম বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. জাতীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল বরাদ্দ, জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সকল কর, রাজস্ব, ফি-সহ সেবা ও সরবরাহ থেকে সংগৃহীত সম্পদ এবং প্রতিটি সরকারি দপ্তরের বরাদ্দসমূহের যথাযথ পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের আইন ও বিধি এবং সরকারের অর্থ ও হিসাব নীতিমালা অনুসরণ করে সকলের কাজ ও বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বাধিক এবং সর্বোত্তম সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নকর্ম সমাধা করতে হবে। তবে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে তার পরিকল্পনায় নিজস্ব অর্থের সংস্থান বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট নীতিগ্রহণ এবং প্রতিবছর ক্রমাগতভাবে তা বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত স্থাপনে আন্তরিক হতে হবে। এ বিষয়ে পরিষদ আইনের ধারা ৪৪ ও চতুর্থ তফসিল অনুসরণ করা যেতে পারে।

৫. প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি সামগ্রিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি, উন্নয়ন লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার থাকতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারকে খাতওয়ারিভাবে পৃথকভাবেও নির্ণয় করতে হবে। যথা অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, দারিদ্র্য, মহিলা ও শিশু, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, বন ও পরিবেশ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ইত্যাদির খাতভিত্তিক দৃষ্টি, লক্ষ্য ও কার্যক্রমের বিস্তারিত কর্মসূচিকে বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় এনে তাদের বিন্যস্তকরণ ও অগ্রাধিকার নির্ণয় করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬. বর্তমান সময়ে বিশেষত জেলা পরিষদ পুরোপরি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়েই সরকারি সকল সেবা ও সরবরাহ ব্যবস্থা সমন্বিত হবে এবং উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিগণিত হবে। উপজেলায় কর্মরত সকল সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ পরিষদকে সংশ্লিষ্ট খাতের তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবেন।

৭. সিটি কর্পোরেশন, জেলাসদরের পৌরসভা ও জেলা পরিষদ তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প পারস্পরিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করবে। গ্রামীণ ও নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ) সরকারের বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহকে যৌথভাবে প্রকল্পে অর্থায়ন ও তার বাস্তবায়নে বিশেষভাবে উৎসাহিত করবে।

৮. উপজেলা পরিষদ উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত ১৭টি সরকারি দপ্তর যাদের কার্যক্রম ও জনবল পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে, তারা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যমেয়াদি সমন্বিত পরিকল্পনার অধীনে তাদের স্ব- স্ব বিভাগীয় উন্নয়নকার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। জেলা পর্যায় থেকে স্ব-স্ব বিভাগ/দপ্তরের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি পরিবীক্ষণ করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আইনানুগভাবে জেলা পরিষদে এবং উপজেলা পরিষদের আওতাধীন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ উপজেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত বলে গণ্য হবেন। সমতলভূমির ক্ষেত্রে একই নিয়মেই জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তর উপজেলায় স্ব-স্ব দপ্তরের প্রশাসন নির্বাহ করবে। তবে জেলা পরিষদ অবশ্যই মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অধীনে সকল সামগ্রিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

৯. উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী গঠিত খাতভিত্তিক ১৭টি কমিটির মাধ্যমে প্রতিটি খাতের ভিত্তিতথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করবে এবং খাতভিত্তিক তথ্য সমন্বয় করে প্রতিটি উপজেলার নিজস্ব তথ্যবই তৈরি হবে, প্রতিবছর তা হালনাগাদ করা হবে। উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব খাতের তথ্য সংগ্রহে পরিষদকে সর্বাত্মক সহায়তা দেবে এবং উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এ বিষয়ে পরিষদকে বিশেষায়িত সহায়তা প্রদান করবেন।

১০. বিভাগীয় ও খাতভিত্তিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে মধ্যমেয়াদী একটি পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে খাতভিত্তিক তথ্যবিশ্লেষণ, তথ্যসমন্বয় ও পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে খাতভিত্তিক ভিশন, পরিকল্পনা কাঠামো এবং প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে:

ক্রমিক নং	খাত বা সেক্টর	দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি বিভাগ	ইউনিয়ন/উপজেলা আইন অনুযায়ী গঠিত পরিষদ কমিটি	ভিশন, পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়াদি
১	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	• এলজিইডি • ডিপিএইচই • ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	• যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	• জিআইএস ব্যবহার করে ভৌত অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন • এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত থানা প্ল্যান বুক পুনঃপ্রচলন ও হালনাগাদকরণ • টিআর, জিআর, কাবিখা, কাবিটা ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের সমন্বয় • এডিবি-র বরাদ্দ, অন্য যে কোনো বিশেষ বরাদ্দ, বিভাগীয় এবং প্রকল্প, জাতীয় প্রকল্পের বিভাজ্য অংশের সঙ্গে সমন্বয়সাধন।
২	কৃষি ও সেচ	• কৃষি ও সেচ অধিদপ্তর • বিএডিসি • বিআরডিবি • এলজিইডি	• কৃষি ও সেচ	• ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন পরিকল্পনা নবায়ন • শস্য বিন্যাস, শস্য বহুমুখীকরণ, কৃষির আধুনিকায়ন • সেচব্যবস্থার যৌক্তিক সম্প্রসারণ রক্ষণাবেক্ষণ • কৃষিপ্রযুক্তি হস্তান্তর
৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	• প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ গণশিক্ষা	• প্রাথমিক ও গণশিক্ষা	• বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদের “শিক্ষাবিষয়ক স্থায়ী কমিটি'র সঙ্গে সমন্বয় করে বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ • শিক্ষাবিষয়ক এমডিজি অর্জনে বিশেষ মনোযোগ দান • শিক্ষা কার্যক্রমে সংযুক্ত ব্যক্তি-উদ্যোগ ও এনজিও কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয়সাধন
৪	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	• মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	• মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	• প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা তথা সামগ্রিক শিক্ষাখাত বিষয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি • বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের সঙ্গে সমন্বয় করে বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ
৫	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	• স্বাস্থ্য বিভাগ • পরিবার কল্যাণ বিভাগ	• স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	• উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা তৈরি। • হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর সেবাব্যবস্থা উন্নয়নে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ • সরকারি বরাদ্দের সঙ্গে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের অর্থসম্পদ সংযুক্ত করা • ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের স্থায়ী কমিটিসমূহের যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ
৬	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	• মৎস্য বিভাগ • প্রাণিসম্পদ বিভাগ • সমবায় • বিআরডিবি	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কমিটি	• মৎস্য চাষ ও প্রাকৃতিক জলাধার উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ • হাস-মুরগি, গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের খামার উন্নয়ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন • এনজিও এবং সমবায়ের সম্পৃক্ততা
৭	সামাজিক নিরাপত্তা,	• সমাজসেবা অধিদপ্তর • যুব অধিদপ্তর	• সমাজকল্যাণ	• উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক সকল সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা নজরদারি ও স্বচ্ছ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ

	খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ	• মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর		• উপজেলাভিত্তিক দারিদ্র্য চিহ্নিত করে ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয়ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা স্থানীয়ভাবে অর্জনের সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ • খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত সকল কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিতকরণ
৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	• সমবায় বিভাগ • বিআরডিবি	• পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	• উপজেলা সমবায় ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করে সমবায়ের নবজাগরণের উদ্যোগ • সমবায়কে উন্নয়নের সোপান হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপজেলা পরিষদের অন্যান্য বিভাগের কার্যক্রমের সঙ্গে সংযোগ সাধন • পল্লী কর্মসৃজনে পল্লী উন্নয়ন বিভাগের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন • উপজেলাভিত্তিক দারিদ্র্য চিহ্নিত করে দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদ (resource) ব্যবহারের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন • “একটি বাড়ি একটি খামার” প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ (resource)-এর যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক দারিদ্র্যবিমোচনে সহায়তাকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ • প্রতিটি সমবায় সমিতির নির্বাচন, এজিএম ও অডিট ব্যবস্থা জোরদারকরণ
৯	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন	• মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা • স্বাস্থ্য কর্মকর্তা • পরিবার কল্যাণ • সমাজ সেবা	• মহিলা ও শিশু উন্নয়ন	• উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা ও বাজেটে মহিলা ও শিশু উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রকল্প গ্রহণ • নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতায়নের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও নাগরিক কার্যক্রমের ভিতরে সমন্বয় সাধন • শিশুশ্রম, শিশুশিক্ষা ও শিশুপুষ্টির যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ নারী ও শিশু বিষয়ক এমডিজি-তে অবস্থান পর্যালোচনা করে উপজেলায় ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ
১০	যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	• যুব অধিদপ্তর • শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ	• যুব ও ক্রীড়া • সংস্কৃতি	• যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, যুব সংগঠন সৃষ্টি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন • খেলার মাঠ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বা সংগঠনসমূহের উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন
১১	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	• জনস্বাস্থ্য • এলজিইডি	• জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ	• ২০১৫ সালের মধ্যে ১০০% স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভিশন তৈরি, পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন • নিয়মিত আর্সেনিকের অবস্থা নির্ণয় • আর্সেনিকপ্রবণ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Surface Water ব্যবহারের জন্য উৎস চিহ্নিতকরণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন • বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার তৈরি ও সংরক্ষণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে জলাধার তৈরির স্কিম প্রণয়ন এবং বিদ্যমান সরকারি ভবনসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন • উপজেলাব্যাপী উপযুক্ত পাবলিক টয়লেট স্থাপন এবং উন্মুক্ত টয়লেট উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ

১২	পরিবেশ ও বন	• বন বিভাগ • কৃষি বিভাগ • যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর • এলজিইডি	• পরিবেশ ও বন	• জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় কার্যক্রমের আলোকে স্থানীয় উদ্যোগের সমন্বয় সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ গ্রহণ • সামাজিক বনায়ন যে কোনো ভৌত অবকাঠামো প্রকল্পে পরিবেশ সম্ভাব্যতা যাচাই নিশ্চিতকরণ • উপজেলাব্যাপী পানিসম্পদ, বন্য প্রাণী ও পাখি সংরক্ষণে উদ্যোগী হওয়ার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ • জাতীয় পরিবেশ নীতির আলোকে বায়ু, মাটি, পানি দূষণের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
১৩	তথ্য ও প্রযুক্তিসহ সকল	• শিক্ষা • এলজিইডি • কৃষি	• বিশেষ কমিটি করতে হবে	• উপজেলা পরিষদের অধীনে সকল দপ্তর ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক

এসব তালিকার বাইরে অন্য যে কোনো বিষয় যা ইউনিয়ন এবং উপজেলার উন্নয়নে পরিষদ উপযুক্ত মনে করবে সেসব বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করে যথানিয়মে অর্থ বরাদ্দ করে তা বাস্তবায়ন করতে পারবে। এসব বিষয়ে যে কোনো সরকারি দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি উদ্যোক্তার সম্পৃক্ততায় কোনো বাধা থাকবে না।

উপজেলা ও ইউনিয়নের দীর্ঘমেয়াদী পর্যায়ের ভিশন, প্ল্যান ও প্রকল্পসমূহ অবশ্যই স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মানুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবার পর তা বাস্তবায়নযোগ্য হবে।

১১. প্রতিটি কমিটি ও বিভাগ সম্মিলিতভাবে প্রতিটি খাতের সমস্যা বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার জন্য খাত ভিত্তিক “ভিশন-২০২১” রচনা করবে। এ ভিশনের আলোকে মধ্যমেয়াদে ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে প্রতিটি খাতের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপজেলাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য একটি ছক পরিশিষ্ট (পরিশিষ্ট-১) সংযুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া এ মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনাকে বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভক্ত করে পরিশিষ্টে সংযুক্ত ছকে (পরিশিষ্ট-২) প্রকল্প রচনা করে তা উপজেলা পরিষদে অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

১২. উপজেলা পরিষদ “ভিশন-২০২১" রচনাকালীন জনঅংশগ্রহণ ও ব্যাপক নাগরিক সংলাপের আয়োজন করবে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় এনজিও, নাগরিক সংগঠন, সমবায় সংগঠন, পেশাজীবী সম্প্রদায় এবং সাধারণ নাগরিকদের এ সংলাপে সংযুক্ত করা হবে। প্রতি খাতে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলের মতামত লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে। তা ছাড়া সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরবর্তী সময় অর্থাৎ ২০১৫-পরবর্তী সময়ের জন্য সরকারের গৃহীত নীতিমালার আলোকে প্রতিটি উপজেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ শুরু করতে হবে।

১৩. পরিকল্পনার অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ বিশেষত খাদ্য, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগ ইতোমধ্যে তাদের স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর থেকে যেসব প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র এবং নির্দেশিকা জারি করেছে, স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনসমূহের আলোকে সেসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা, জেলা সর্বত্র সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রাখার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

১৪. জাতীয়ভাবে গৃহীত চলতি প্রকল্পসমূহের বিভাজ্য অংশ স্থানীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট পরিষদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ভবিষ্যতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয়ভাবে যে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ প্রচলিত স্থানীয় সরকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করবে এবং পরিকল্পনা কমিশন বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১৫. পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি ও পরিসংখ্যান বিভাগ উপজেলা পর্যায়ের তথ্যবই, পরিকল্পনা বই এবং জাতীয় তথ্য পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়টি তদারক করবে। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ একটি তথ্যবই প্রকাশ করবে। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে তথ্যবই হালনাগাদ করা হবে। বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাজেট ইত্যাদি সমন্বয় করে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। এ তথ্যবই সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ প্রতিটি জেলার ওয়েব পোর্টালে এবং এলজিইডি-র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

১৬. জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলের প্রতিফলন ঘটিয়ে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনগুলোর পরিকল্পনায় যাতে যথাযথভাবে নিশ্চিত হয়, সে বিষয়ে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের একটি প্রশাসনিক আয়োজন সম্পন্ন করবে।

১৭. স্থানীয়ভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা ও প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারবে।

১৮. ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন স্থানীয়ভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ/দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখবে।

সংযোজনী: ১

সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের সঙ্গে ইউনিয়ন/উপজেলাভিত্তিক অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয় করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

লক্ষ্যমাত্রা-১: অতিদারিদ্র্য নিরসন ও ক্ষুধামুক্তি
(Eradicate Extreme Poverty and Hunger)

জাতীয়ভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা					ইউনিয়ন/উপজেলাভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা		
		১৯৯১	২০০৮	২০১৫	২০১১	২০১৩	২০১৫
১. আয় দারিদ্র্য (মাথাপিছু আয় ও ডলারের নিচে)	জাতীয় গ্রামীণ নগর	৫৬.০% ৫৮.৭% ৪২.৭%	৩৮.৭% ৪২.৩% ২৭.৬%	২৯.৪% ৩০.৬% ২২.৫%			
২. পাঁচ বছরের কম বয়সী নির্ধারিত মাত্রার কম ওজন বিশিষ্ট		৬৬.০%	৪৫.০%	৩৩.০%			

লক্ষ্যমাত্রা -২: সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা
(Achieve Universal Primary Education)

জাতীয়ভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা				ইউনিয়ন/উপজেলাভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা			
	১৯৯০-৯১	২০০৮	২০১৫	১৯৯০	২০১১	২০১৩	২০১৫
১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি	৬০.৫%	৯১.৯%	১০০%				
২. পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি	৪৩%	৫৪.৯%	১০০%				
৩. সাক্ষরতার হার পনের বছর ও তার উপরে	৩৬.৯%	৫৮.৩% (২০০৭)	১০০%				

লক্ষ্যমাত্রা-৩: নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন
(Promote Gender Equality and Empower Women)

জাতীয়ভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা				উপজেলাভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা		
	১৯৯১	২০০৮	২০১৫	১৯৯১	২০১১	২০১৫
১. প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের বৈষম্যের অনুপাত	০.৮৩%	১.০১%	১			
২. মাধ্যমিক স্তরে ছেলেমেয়ের বৈষম্যের অনুপাত	০.৫২%	১.২%	১			
৩. উচ্চশিক্ষা স্তরে ছেলেমেয়ের বৈষম্যের অনুপাত	০.৩৭%	০.৩২ % (২০০৬)	১			
৪. অকৃষি খাতে নারীর মজুরি শ্রমের হার	১৯%	২৪.৬%	৫০			

লক্ষ্যমাত্রা-৪: শিশুমৃত্যু হ্রাস
(Reduce Child Mortality)

জাতীয়ভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা				উপজেলাভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা		
	১৯৯১	২০০৮	২০১৫	১৯৯১	২০১২	২০১৫
১. পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু (প্রতি ১০০০ জন)	১৪৬%	৫৩.৮%	৪৮%			
২. শিশু মৃত্যুর হার	৯২%	৪১.৩%	৩১%			
৩. তিন বছর বয়সী শিশুর হামের টিকা গ্রহণ	৫৪%	৮২.৮% (২০০৯)	১০০%			

লক্ষ্যমাত্রা-৫: মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি
(Improve Maternal Health)

জাতীয়ভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা				উপজেলাভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা			
	১৯৯০	২০০৮	২০১৫	১৯৯০	২০১১	২০১৩	২০১৫
১. মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০)	৫৭৪	৩৪৮ (২০০১-৩২০)	১৪৩				
২. প্রশিক্ষিত দাইয়ের মাধ্যমে শিশুজন্মের হার	৫%	২৪% (২০০৯)	৫০%				
৩. জন্মনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণের হার	৪০ (১৯৯১)	৬০ (২০০৮)	১০০				
৪. ১৮ বছরের কম বয়সী মায়েদের শিশু প্রসবের হার	৭৭	৬০ (২০০৭)	-				
৫. অ্যান্টিনেটাল কেয়ার অন্তর্ভুক্তি (একবারে পরীক্ষা)	২৮%	৬০% (২০০৭)	১০০%				
৬. অ্যান্টিনেটাল কেয়ার অন্তর্ভুক্তি (চার অথবা তার বেশি পরীক্ষা)	৬% (১৯৯৩-৯৪)	২১% (২০০৭)	১০০%				
৭. নবদম্পতিদের জন্ম নিরোধক সেবা প্রদানে ঘাটতি	১৯ (১৯৯৩- ৯৪)	১৭ (২০০৭)	৭.৬০				

লক্ষ্যমাত্রা-৬: এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ
(Combat HIV/HIV, Malaria & Other Diseases)

	জাতীয়ভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা	উপজেলাভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা
১. এইচআইভি-র প্রকোপ (১৫-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে)	বাংলাদেশে সাধারণভাবে এইচআইভি-র প্রকোপ ০.১%-এর নিচে। কিন্তু কিছু বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২০০৭-এর জরিপে তা ৭% ও ১১% দেখা গেছে। বিশেষত যৌনকর্মী ও অন্যান্য বিশেষ পেশার কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি দ্রুত সম্প্রসারণশীল।	- প্রতি উপজেলায় এ বিষয়ে সচেতনতার কার্যক্রম গ্রহণ। - অন্যান্য কিছু রোগ ও জন্মনিরোধক কার্যক্রমের - সঙ্গে এ সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া যায়।
২, কনডমের ব্যবহার	৪৪-৬৭ বছর বয়সীদের (২০০৭) ঝুঁকিপূর্ণ যৌন জীবনে কনডমের ব্যবহার বাংলাদেশে নিম্ন পর্যায়ের	- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এ ক্ষেত্রে সচেতনতা এবং সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থার তথ্যায়ন আগে করে নিতে হবে।
৩. ১৫-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে এইচআইভি-র ধারণা	১৫.৮ (২০০৮)	
৪. ম্যালেরিয়া (প্রতি ১ লাখ জনসংখ্যায়)	৭৭৬.৯ (২০০৮) ৫৮৬.০ (২০০৯) ৩১০.৮ (২০১৫)	
৫. ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু (প্রতি লাখে)	১.৪ (২০০৮) ০.৪ (২০০৯) ০.৬ (২০১৫)	
৬. যক্ষায় আক্রান্ত (প্রতি লাখে)	৬৩৯ (১৯৯০) ৪১২ (২০০৯) ৩২০ (২০১৫)	

লক্ষ্যমাত্রা-৭: পরিবেশগত উন্নয়নের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণ
(Ensure Environmental Sustainability)

জাতীয়ভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা	উপজেলাভিত্তিক অবস্থা এবং লক্ষ্যমাত্রা
বনভূমির আনুপাতিক আয়তন ১৯.২% (বৃক্ষের ঘনত্ব ১০%) লক্ষ্যমাত্রা- ২০% (বৃক্ষ-ঘনত্ব ৭০%)	
নিরাপদ মৎস্য প্রজনন ও মৎস্য বিচরণ-ক্ষেত্রের অনুপাত সামুদ্রিক মৎস্য ১৬%, মিঠাপানি ৫৪%	
নিরাপদ পানি: ৮৬ % নিরাপদ পানি ব্যবহার করে থাকে। লক্ষ্যমাত্রা- ১০০%	
জীববৈচিত্র্য/সংরক্ষণ (বিলুপ্তির হুমকিতে- Inland 20, Marin 18, Vascular Plants 106)	
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা/পয়ঃনিষ্কাশন ৮৯% (২০০৮) ১০০% (২০১৫)	

সংযোজনী:২

ইউনিয়ন/উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রকল্প ছক

১. প্রকল্পের শিরোনাম:

২. প্রকল্প কোন সেক্টর বা খাতের অন্তর্ভুক্ত?

৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

৪. গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা:

৫। প্রত্যক্ষ উপকার ও উপকারভোগীর বর্ণনা:

৬. পরোক্ষ উপকার ও উপকারভোগীর বর্ণনা:

৭. প্রকল্পের অর্থায়ন পদ্ধতি একক ☐ দ্বিপাক্ষিক ☐ বহুপাক্ষিক ☐

৮. প্রকল্পের পক্ষসমূহ ও অর্থের পরিমাণ:

ইউনিয়ন পরিষদ	উপজেলা পরিষদ	সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর	অন্যান্য এনজিও/ব্যক্তি	

৯. প্রকল্প শুরুর সম্ভাব্য সময়:

১০. প্রকল্প সমাপ্তির সময়:

১১. বিভিন্ন সমজাতীয় কাজ ও সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি:

১২. মূল কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি বিভাগ:

১৩. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

ঠিকাদার/সরবরাহকারী ☐ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ☐ এনজিও ☐ সরাসরি সরকারি দপ্তর ☐ অন্যান্য ☐

১৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে ভৌত উপকরণের (সিমেন্ট, বালি, মাটি, রড, ভূমি) পরিমাণ ও পরিমাপ:

১৫. পরিবেশের উপর প্রভাব:

১৬. প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের মালিকানা, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ:

১৭. প্রকল্প কার্যক্রমে গুণমান রক্ষার উপায়সমূহ:

১৮. প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ এবং ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য বিকল্প কার্যক্রম:

১৯. প্রকল্পের ধারণা ও চাহিদা কীভাবে পাওয়া গেল?

২০. প্রকল্প ধারণাটি নিয়ে বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে তারা কারা এবং মতামতের প্রতিফল কি?

২১. প্রকল্পটি গ্রহণের পক্ষে অন্তত তিনটি প্রধান যুক্তি

২২. ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত

২৩. সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ/বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বক্তব্য

২৪. অন্যান্য বিশেষ বক্তব্য

- খাতসমূহ: ভৌত অবকাঠামো (সড়ক, পানিসম্পদ, ইমারত ইত্যাদি), মাধ্যমিক শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ, সমাজকল্যাণ, দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা, সমবায়, পল্লী উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বন ও পরিবেশ, আইনশৃঙ্খলা, জনসংগঠন ও জন উদ্যোগ, নারী উন্নয়ন, শিশু উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, গৃহায়ন। বিভিন্ন খাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি (স্থায়ী) এবং ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সরকারি দপ্তর এমনকি কোনো ব্যক্তি-নাগরিক ও বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে প্রকল্প বা স্কিম প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা

স্মারক নং: ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৮ তারিখ: ১০ নভেম্বর, ২০১৪

প্রেরক: মনজুর হোসেন
সিনিয়র সচিব

প্রাপক: চেয়ারম্যান
.... উপজেলা পরিষদ
জেলা ....।

বিষয়: <u>উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা।</u>

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্য হলো জনগণের কাছে বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পৌছে দেয়া, স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সরকারি অনুদান ও স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে স্থানীয় দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি। এ লক্ষ্য পূরণে উপজেলাসমূহের অনুকূলে প্রতি বছর উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। উপজেলা পরিষদসমূহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে এ বরাদ্দ দ্বারা জনকল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

২. রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুসমন্বিতভাবে স্থানীয় ও সরকারি সম্পদ এবং দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। ১৯৮৩ সাল হতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা জারী থাকলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা সহজতর ও যুগোপযোগী আকারে সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

৩. বাংলাদেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলে ইতোমধ্যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এ অভিজ্ঞতাকে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করা গেলে সফল কল্প বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রাখা যাবে। তাই এ নির্দেশিকা জারি হবার পর ইতোপূর্বে এ সংক্রান্ত উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারের জন্য জারিকৃত সকল আদেশ, নির্দেশ, নির্দেশিকা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এ নির্দেশিকা অনুসারে উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা বাবদ প্রদত্ত বরাদ্দের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। সরকার আশা প্রকাশ করে যে, উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এ নির্দেশিকার সঠিক প্রয়োগ সরকারি সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করবে।

৪. পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ এ নির্দেশিকা'র অনুসরণে উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার যৌথভাবে এডিপি অর্থ ব্যয়ের আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. এ নির্দেশিকা জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মনজুর হোসেন)
সিনিয়র সচিব

স্মারক নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৮ তারিখ: ১০ নভেম্বর, ২০১৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:

১. বিভাগীয় কমিশনার (সকল), ... বিভাগ।
২. পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), ... বিভাগ।
৩. জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
৪. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), ... জেলা।
৫. উপজেলা নিবহী অফিসার(সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ...জেলা।

(মোঃ সবুর হোসেন)
উপসচিব
ফোন-ফ্যাক্স: ৯৫৬২২৪৭

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে দেশের বিশাল গ্রামীণ এলাকাকে নিয়ে মোট ৪৮৭টি উপজেলা গঠন করা হয়েছে। জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা, অবকাঠামোগত সুযোগ, প্রশাসনিক সুবিধা, ইত্যাদির নিরিখে এসব উপজেলা সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো জনগণের কাছে বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পৌঁছে দেয়া, স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সরকারি অনুদান ও স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে স্থানীয় দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি। উপজেলাসমূহের অনুকুলে প্রতি বছর উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। উপজেলা পরিষদসমূহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে এ বরাদ দ্বারা জনকল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম ১৯৮৩ সালে একটি অনুসরণীয় নির্দেশমালা জারি করা হয়। বাস্তব সমস্যার আলোকে এ নির্দেশিকা ১৯৮৫ ও ১৯৮৮ সালে অধিকতর সংশোধনক্রমে জারি করা হয়। ১৯৯১ সালে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্তির পর এ তহবিল ব্যবহারের জন্য আরেকটি অনুসরণীয় নির্দেশিকা জারি করা হয় ০৩ আগষ্ট ১৯৯৪ তারিখে। বস্তুতঃ নির্দেশিকাটি জারি করা হয়েছিল উপজেলাসমূহের অনুকূলে শুধুমাত্র ১৯৯৪-১৯৯৫ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত এডিপি থোক বরাদ্দ ব্যবহারের জন্য। অতঃপর ১০ আগষ্ট, ২০০৪ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের এডিপি থোক বরাদ্দ ব্যবহারের একটি পুর্নাঙ্গ নির্দেশিকা জারি করা হয়। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এর নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রাপ্ত এডিপি বরাদ্দ ব্যবহারে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সুসমন্বিত নির্দেশনামালা প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ নির্দেশনামালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে:

ক) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর উন্নয়নমুখী ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা;
খ) অপ্রতুল সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত ও স্থানীয় সম্পদ সমাবেশকে উৎসাহিত করা;
গ) স্থানীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্জিত অভিজ্ঞতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতাকে কাজে লাগানো;
ঘ) প্রশাসন ও উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
ঙ) জন চাহিদার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২. উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নীতি:

সাধারণতঃ উপজেলা পরিষদ জাতীয় পরিকল্পনার পরিপূরক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। তবে এক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদা, সম্পদ ও কারিগরি দক্ষতাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং সমগ্র উপজেলাটিকে একক হিসেবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। এ নির্দেশিকা উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ২৩ ধারা ও আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উপজেলাসমূহে গুরুতুপূর্ণ অবদান রাখবে এটাই বাঞ্চনীয়। উপজেলাসমূহ যে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত রাখবে নিচে সংক্ষেপে তা সন্নিবেশিত করা হল:

ক) উপজেলাসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে যে সব প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং যে সকল প্রকৃতির প্রকল্প বিষয়ে গণচাহিদা রয়েছে সে সব প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে অর্থাৎ অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় চাহিদাই হবে উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থার যে সকল কর্মসূচি উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে এবং সময়ে সময়ে হস্তান্তর করা হবে সে সব কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান উপজেলা পরিষদ করবে। উপজেলা পরিষদ এ জাতীয় প্রকল্প/কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন, নক্সা তৈরী ও বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। এ সব কর্মসূচির উদাহরণ হল: কাবিখা, নিবিড় চাষ কর্মসূচি, মৎস্য ও হাঁস মুরগীর চাষ/উন্নয়ন, টিকাদান কর্মসূচি, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি।

খ) জাতীয় সরকার ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। উপজেলা পরিষদ এ সব প্রকল্প বা প্রকল্পের অংশসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যৌথ অংশীদার হতে পারবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের জন্য বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে। উপজেলা পরিষদ এ সব প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচলিত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত নির্দেশনা অনুসরণ করবে। এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের পরিচালকগণসহ জাতীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

গ) সাধারণতঃ উপজেলা পরিষদ স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে আন্তঃইউনিয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করবে। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত। এসব প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রশাসনিক সহযোগিতা দেবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করবে। প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্পদ সমাবেশের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছর ইউনিয়ন ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করবে।

ঘ) উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের অর্থে নিচের যে কোন একটি পদ্ধতির অনুসরণে বা উভয় পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাতসমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তবতাই হবে মূল নির্ধারক। এতে উপজেলা পরিষদ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে যেমন স্বাধীনতা ভোগ করবে, তেমনি দূরদর্শী ও স্বল্প-মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর সামর্থ্য অর্জন করবে। কর্মসূচিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নকে সরকার যে কোন উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবেও প্রয়োগ করতে পারে-

১. স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদ কর্মসূচিভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে। উদাহারণস্বরূপঃ কোন বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দে পাকা ল্যাট্রিন স্থাপন, কোন বছরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কোন বছরে স্কুল গৃহনির্মাণ করার প্রকল্প নিতে পারে অর্থাৎ কোন বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের সমুদয় বা ক্ষেত্র বিশেষে অধিকাংশ অর্থ যে কোন একটি খাতের নির্দিষ্ট কর্মসূচিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় করা যাবে। লক্ষ্য রাখতে হবে এরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে যেন কোন গুরুতৃপূর্ণ ও অপরিহার্য প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত না হয়। এ পদ্ধতি অনুসরণ করা গেলে সমগ্র উপজেলা এলাকায় একক কর্মসূচির আওতায় সমধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এতে সম্পদের অপচয় কমবে, দৃশ্যমান ও বস্তুগত উন্নয়ন বাড়বে, কাজের গুণগত মান বজায় রাখা সম্ভব হবে এবং আর্থ-সামাজিক ও জীবন মান উন্নয়ন বহলভাবে প্রভাবিত হবে। ক্রমে উপজেলাগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এককে পরিণত হবে।

২. একইসঙ্গে উপজেলাসমূহ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাতওয়ারী বিভাজনের মাধ্যমেও প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে। খাতওয়ারী বিভাজনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌলিক নীতি হবে চাহিদার নিরিখে জনগুরুত্পূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে উপজেলা এলাকার ব্যাপক জনগোষ্ঠির প্রয়োজনকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য অগ্রাধিকার প্রকল্পের অনুমোদিত তালিকার প্রকল্প ক্রমানুযায়ী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঙ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক যে কোন প্রকল্প বাছাই, গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। পরিবেশ দূষণ করে এরূপ কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন উপজেলাসমূহ পরিহার করবে।

চ) বিদেশী সাহায্য:

১. উপজেলা পরিষদ বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন হয় এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে না এবং কোন বিদেশী সাহায্যদাতা সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে না;

২. যদি কোন বিশেষ ধরনের উন্নয়ন তৎপরতার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন অনুভূত হয় সেক্ষেত্রে উপজেলাসমূহ এ প্রকারের প্রকল্পসমূহ বিবেচনা ও সাহায্য প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যৌক্তিকতাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি পরীক্ষা করে যথোপযুক্ত বিবেচনা করলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অনুসৃত রীতি অনুসারে তা অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবে। তবে এ প্রকল্পের বিভাজ্য অংশসমূহ একটি সার্বিক নীতিমালার অধীনে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এর বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট রিপোর্ট পেশ করবে।

ছ) ম্যাচিং ফান্ড:

উপজেলা পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক কোন জাতীয় প্রকল্পের কার্যক্রম বা অন্য কোন সংস্থা বা সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বলে বাস্তবায়িত প্রকল্পের জন্য ম্যাচিং ফান্ডের প্রয়োজন হলে তা সাধারণতঃ নিজস্ব সম্পদ বা রাজস্ব তহবিলের অর্থে সংস্থান করবে। কোন ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সম্পদের অপ্রতুলতা বা অপ্রাপ্যতার কারণে প্রয়োজনীয় ম্যাচিং ফান্ডের সংস্থান করতে ব্যর্থ হলে উপজেলা উন্নয়ন থোক বরাদ্দের নিজস্ব হিস্যার অর্থ দ্বারা তা সম্পন্ন করতে পারবে। তবে এর পরিমাণ কোনভাবেই এ ইউনিয়নের আনুপাতিক হিস্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হবে না।

৩. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত]-এর ৩৫ ধারায় উপজেলা পরিষদ তহবিল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এ তহবিল উপজেলা পরিষদ তহবিল নামে অভিহিত হবে। এর দুটি অংশ থাকবে:

ক) উপজেলা পরিষদ রাজস্ব জমা;
খ) উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন জমা।

নিচে তহবিলদ্বয়ের বর্ণনা দেয়া হলো-

ক) উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল

উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে গঠিত হবে। এর উৎস হবে উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ি হতে প্রাপ্ত আয়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন,২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ৪র্থ তফসিলে বর্ণিত পরিষদ আরোপিত বিভিন্ন কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, হাট বাজার ইজারা লব্দ অর্থ (অবশিষ্ট ৪১%), ভূমি হস্তান্তর করের ১%, ভূমি উন্নয়ন করের ২%, পরিষদে ন্যস্ত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা, পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য কোন অর্থ, সরকারের নির্দেশে পরিষদে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।

প্রতি বছর রাজস্ব তহবিলের প্রাপ্ত আয় হতে সংশ্লিষ্ট নির্দেশমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত অর্থ বছর শেষে পরবর্তী বছরের উন্নয়ন তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হবে। উল্লেখ্য, উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার ও যোগান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় সম্পদের যোগান বাড়াতে উপজেলা পরিষদ শুধু রাজস্ব তহবিলের অর্থ উন্নয়ন জমার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে না, একই ভাবে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করবে।

খ) উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল

সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড গতিশীল করা, স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এছাড়াও দেশের অগ্রসর ও অনগ্রসর এলাকার মধ্যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন জরুরি।

এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা রেখেছে। সরকারি মঞ্জুরী ও নিজস্ব রাজস্ব উদ্বৃত্ত এবং অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অনুদান উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হবে। সাধারণতঃ তহবিলের উৎস হবে-

১) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্দ;
২) রাজস্ব উদ্বৃত্ত;
৩) স্থানীয় অনুদান;
৪) এডিপিভুক্ত বা জাতীয় প্রকল্পের অংশ ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত অর্থ;
৫) কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বলে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাপ্ত অর্থ।

৪. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্দের বন্টন:

স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত উন্নয়ন থোক বরাদ্দ নিম্নরূপে বিভাজন ও উপজেলাসমূহের মধ্যে নির্ণায়ক অনুযায়ী বন্টন নিশ্চিত করবে-

বিভাজন

স্থানীয় সরকার বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ নিম্নরূপ হারে বিভাজন করবে-

ক) কমপ্লেক্স ভবনাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	- ১৫%
খ) সাধারণ	- ৫০%
গ) দেশ/বিদেশে প্রশিক্ষণমূলক পরিদর্শন	- ৩%
ঘ) অপ্রত্যাশিত খাত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ)	- ২%
ঙ) অনগ্রসর উপজেলার জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ (মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী)	- ২৫%
চ) চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ (মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী)	- ৫%

তবে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিভাজন হার পরিবর্তন করতে পারবে।

ক) ভবনাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

দেশের অধিকাংশ উপজেলা পরিষদ ভবনসহ হস্তান্তরিত দপ্তরের ভবনসমূহ অতি পুরাতন, জরাজীর্ন এবং কোন কোনটি ব্যবহার অনুপযোগী। এসব দালান কোঠার জরুরি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত একটি চলমান প্রক্রিয়া। রাজস্ব তহবিলের অর্থ ব্যয়ে এ প্রয়োজন পূরণ করা খুবই দুরূহ কাজ। ফলে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের অনধিক ১৫% অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ সংরক্ষিত রেখে প্রয়োজনের নিরিখে পৃথকভাবে বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে। উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক এসব ভবনাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হবে। উক্ত ভবনাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের ০২-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্থাসবি/উপ-২/এম-৫/২০০৮/২১৮৫ নং পরিপত্র অনুসরণে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কারিগরি প্রতিবেদন গ্রহণ করে উপজেলা পরিষদ সভায় অনুমোদন গ্রহণপূর্বক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে ৩০ নভেম্বর তারিখের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

১. প্রস্তাব প্রাপ্তির পর নিম্মবর্ণিত কমিটি প্রয়োজন অনুসারে সভা করে উপজেলাওয়ারী অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ চূড়ান্ত করবে-

১) অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ - আহ্বায়ক
২) যুগ্মসচিব/উপসচিব (উপজেলা) - সদস্য
৩) গণপূর্ত অধিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলীর নিচে নয়) - সদস্য
৪) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলীর নিচে নয়) - সদস্য
৫) সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য-সচিব

২. এ খাতে কোন একটি উপজেলায় এক বছরে অনধিক ৪০.০০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ করা যাবে এবং ০৭ (সাত) লক্ষ টাকার নিচের কোন প্রাক্কলন বিবেচিত হবে না। কোন অর্থ বছরের বরাদ্দ অবশ্যই ৩১ মার্চের মধ্যে ছাড় নিশ্চিত করতে হবে;

৩. কোন উপজেলার কমপ্লেক্স ভবনাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর কোন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হলে তা এডিপি উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দের আওতায় বিবেচনা করা যাবে না।

খ) সাধারণ -

স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পরিষদসমূহের অনুকূলে উপরোক্ত বিভাজন অনুযায়ী সাধারণ ও অন্যান্য খাতের ৫০% ভাগ অর্থ নিম্মরূপে বন্টন করবে-

১) জনসংখ্যা -৩৫%
২) আয়তন -৩৫%
৩) সাধারণ -৩০%

গ) দেশ/বিদেশে প্রশিক্ষণমূলক পরিদর্শন খাত:

দেশ/বিদেশে প্রশিক্ষণমূলক পরিদর্শণের লক্ষ্যে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ হতে ৩% স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বন্টন করা হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এ খাতের অর্থে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীগণকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এর পরও অর্থ অবশিষ্ট থাকলে বছরের শেষ প্রান্তিকে ৪(খ) অনুচ্ছেদের নির্ণায়ক অনুযায়ী উপজেলাসমূহের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা যাবে।

ঘ) অপ্রত্যাশিত খাত:

সহায়তা থোক বরাদ্দ হতে ২% অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ পৃথক করে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলাসমূহের মধ্যে বন্টন করবে। অপ্রত্যাশিত খাতে এ অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন না হলে বছরের শেষ প্রান্তিকে ৪(খ) অনুচ্ছেদের নির্ণায়ক অনুযায়ী উপজেলাসমূহের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা যাবে।

ঙ) অনগ্রসর উপজেলার জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ:

যেসকল উপজেলা এলাকা দরিদ্রপীড়িত ও অনগ্রসর এবং যেসকল উপজেলা পরিষদের রাজস্ব আয় কম সেসকল উপজেলা পরিষদের অনুকূলে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ হতে ২৫% অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বন্টন করা যাবে। বরাদ্দকৃত অর্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। অনগ্রসর উপজেলার জন্য বিশেষ থোক খাতে এ অর্থ বরাদের প্রয়োজন না হলে বছরের শেষ প্রান্তিকে ৪(খ) অনুচ্ছেদের নির্ণায়ক অনুযায়ী উপজেলাসমূহের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা যাবে।

চ) চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ থোক বরাদ্দ:

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদের ৫% অর্থ চলমান প্রকল্পে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বন্টন করা হবে। বরাদ্দকৃত অর্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। চলমান প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ থোক খাতে এ অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন না হলে বছরের শেষ প্রান্তিকে ৪(খ) অনুচ্ছেদের নির্ণায়ক অনুযায়ী উপজেলাসমূহের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা যাবে।

৫। উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:

(১) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন,২০১১ দ্বারা সংশোধিতা-এর ৪২ ধারার বিধান অনুযায়ী দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন প্রকল্প তালিকা ও বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পের তালিকা ও পরিকল্পনার একটি অনুলিপি বাস্তবায়নের পূর্বে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ এবং জনসাধারণের অবগতি ও পরামর্শের জন্য পরিষদের বিবেচনায় যথাযথ পদ্ধতিতে প্রকাশ করবে।

(২) সাধারণতঃ উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, নক্সা তৈরি, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান করবে। যে সব প্রকল্পের নক্সা তৈরি ও কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এর জন্য উচ্চতর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সে সব ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর পূর্ণ সহযোগিতা গ্রহণ করবে। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এ জাতীয় বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবেন।

৬। উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজন:

(১) উপজেলা পরিষদসমূহ ২.ঘ অনুচ্ছেদের ১ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ২ উপ-অনুচ্ছেদ মতে খাতভিত্তিক নিম্নরূপ বিভাজন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে পারবেঃ

খাত	বরাদ্দ
১. <u>কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ:</u> **ক) <u>কৃষি ও সেচ:</u>** নিবিড় শস্য কর্মসূচি প্রদর্শনী খামার, বীজ সরবরাহ, পথিপার্শে বৃক্ষরোপনসহ সামাজিক বনায়ন, ফলমূল ও শাক-সবজী চাষ, জলনিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা, ছোট ছোট বন্যা নিরোধক বাধ এবং ক্ষুদ্র সেচ কাঠামো নির্মাণ।	১০%
খ) <u>মৎস্য ও প্রানিসম্পদ:</u> মৎস সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, হাস মুরগী ও গবাদি পশুর উন্নয়ন এবং পুকুর খনন ও মজাপুকুর সংস্কার, গ্রামীণ মৎস্য খামার।	৫%
গ <u>ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প:</u> ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ওয়ার্কশপ কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ, আয়বর্ধক কর্মতৎপরতা ইত্যাদি।	৫%
২. <u>বস্তুগত অবকাঠামো:</u> **ক) পরিবহন ও যোগাযোগ:** রাস্তা নির্মাণ, পল্লীপূর্ত কর্মসূচি, ছোট ছোট সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ ও উন্নয়ন।	১৫%

খ) <u>জনস্বাস্থ্য:</u> পল্লী জনস্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি।	১৫%
৩. <u>আর্থ সামাজিক অবকাঠামো:</u> **ক) <u>শিক্ষার উন্নয়ন:</u>** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, শিক্ষার উপকরণের উন্নয়ন ও সরবরাহ।	১০%
খ) <u>স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ:</u> স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতা, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ইপিআই কর্মসূচি, আর্সেনিক আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা।	১৫%
গ) <u>যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি:</u> যুব কর্মকান্ড, খেলাধুলা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক তৎপরতা, শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন।	১০%
ঘ) <u>মহিলা ও শিশু কল্যাণ:</u> মহিলা কল্যাণসহ সমাজকল্যাণ কর্মকান্ড।	১০%
ঙ) <u>বিবিধ:</u> জন্ম মৃত্যুর রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত কার্য, দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণকার্য (প্রয়োজনবোধে উপজেলা জরিপ ও উন্নয়নমূলক কার্য তদারকি ব্যয় হিসাবে ১% অর্থ এ খাত হতে ব্যবহার করা যাবে)। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা দূরীকরণ ও স্কাউটিং/গার্লস গাইড (অনধিক ১%)।	৫%

৭. প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প বাছাই, প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদন পদ্ধতি:

(১) উপজেলা পরিষদ যে সব প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে সেগুলো অবশ্যই উপজেলা পরিকল্পনার সার্বিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে এবং উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারেও এ নির্দেশমালা অনুসরণ করতে হবে।

(২) উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্প অনুমোদনের সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ প্রচলিত বিধি বিধানের আলোকে পরিষদের বৈঠকে মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত হবে। মতৈক্যের অভাবে সংখ্যাগরিষ্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(৩) উন্নয়ন প্রকল্প যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রত্যেক উপজেলা পরিষদে ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট প্রকল্প বাছাই কমিটি থাকবে। প্রকল্প বাছাই কমিটি হবে নিম্নরূপঃ

১. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, আহবায়ক
২. উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা, সদস্য
৩. ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সদস্য
৪. ভাইস চেয়ারম্যান(মহিলা), উপজেলা পরিষদ সদস্য
৫. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, সদস্য
৬. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, সদস্য
৭. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সদস্য
৮. উপজেলা জনস্বাস্থ্য সহকারী প্রকৌশলী, সদস্য
৯. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সদস্য
১০. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সদস্য
১১. সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য
১২. উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য, সদস্য
১৩. উপজেলা প্রকৌশলী, সদস্য-সচিব

কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

(৪) প্রকল্প প্রণয়ন:

ক) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত মহিলা সদস্যগণ জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ উপজেলা পরিষদে দাখিল করবেন;

খ) উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত বিভাগীয় দপ্তরের বিভাগীয় প্রধানগণ আন্তঃইউনিয়ন প্রকল্পসমূহ এবং বিভাগীয় প্রকল্পসমূহ প্রণয়নপূর্বক উপজেলা পরিষদে পেশ করবেন।

গ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহবান করে তাঁদের উপস্থিতিতে প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পরীক্ষা ও বাছাইপূর্বক উপজেলা পরিষদে পেশ করবেন। কমিটি সকল ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা ও সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য হতে প্রাপ্ত প্রকল্পগুলো বাছাই চূড়ান্ত করবে ও উপজেলা পরিষদ সভায় পেশ করবে। তাছাড়া আন্তঃইউনিয়ন প্রকল্পসমূহ উপজেলা প্রকৌশলী বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান প্রস্তুত ও বাছাইকরতঃ কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। কমিটি যাচাই বাছাইকরতঃ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিষদ সভায় উপস্থাপন করবে।

৫) প্রকল্প বাছাই: উন্নয়ন প্রকল্প বাছাইয়ের জন্য গঠিত কমিটি ৭৪) এর আওতায় প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় যাচাই-বাছাই করতঃ চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে সুপারিশসহ উপজেলা পরিষদে পেশ করবেন। উপজেলা পরিষদ পর্যালোচনান্তে প্রাপ্ত প্রকল্প অনুমোদন করবে।

৬) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কারিগরি বিশ্লেষণের জন্য উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনবোধে উপজেলা পরিষদ সদস্যদের নিয়ে বা সদস্য নন এমন ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে একটি উপকমিটি গঠন করতে পারবে। উপজেলা পরিষদের নির্দেশনানুযায়ী নির্ধারিত ছক অনুসারে প্রকল্প প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী/বিভাগীয় কর্মকর্তা প্রণয়ন করবেন। তিনি উক্ত প্রকল্পসমূহ এ নির্দেশিকা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে প্রকল্প বাছাই কমিটির বিবেচনাকল্পে পেশ করার জন্য দায়ী থাকবেন। সংযোজনী ২-এ প্রকল্প ছকের একটি নমুনা সংযুক্ত করা হলো।

(৭) উপযুক্ত প্রকল্পসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ এবং এর সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ পূর্ব হতেই পূর্ববর্তী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে এ ধরনের প্রকল্পসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করবে।

(৮) পরিবেশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এ ধরনের প্রকল্প যেন গৃহীত না হয় তা বাছাই কমিটি নিশ্চিত করবে।

৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন:

(১ উপজেলা পরিষদ দরপত্র/উন্মুক্ত দরপত্র বা প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।
(২) প্রকল্প নির্বাচন চূড়ান্ত করার পর যথাশীঘ্র সম্ভব উপজেলা পরিষদ কর্তৃক এগুলোর জন্য সংস্থানকৃত অর্থ বিবেচনায় রেখে উপজেলা পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে দরপত্র আহবান, ঠিকাদার নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রদান করে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিলম্ব পরিহারকল্পে প্রয়োজনে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক বাস্তবায়নযোগ্য সকল প্রকল্পের দরপত্র একবারে আহবান করতে পারবে।
(৩) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে বা তৎপর থাকতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুযায়ী প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন প্রতিবছর ৩১ মে তারিখের মধ্যে শেষ করা যায়।
(৪) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সাধারণভাবে চূড়ান্তকৃত প্রাক্কলন সংশোধন করা যাবে না। এরূপ সংশোধন যাতে প্রয়োজন না হয় সে জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুতকারী প্রকৌশলী প্রকল্পের প্রাক্কলন প্রস্তুতের পূর্বে প্রয়োজনীয় জরিপ কাজ সম্পন্ন করবেন এবং প্রাক্কলন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন।
তবে, অনিবার্য ও যুক্তিসংগত কারণে সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১০% এর বেশী হলে এবং সংশোধিত প্রাক্কলন উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে, এ বর্ধিত কাজের জন্য পৃথক দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিবাচনপূর্বক বর্ধিত কাজ সম্পাদন করতে হবে।
(৫) কোন প্রকল্পের নবায়ন ও বিশেষ মেরামতের ক্ষেত্রে ব্যয় সংশ্লিষ্ট খাতওয়ারী বরাদ্দের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(৬) যে সমস্ত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যয় করা যাবে না, তার একটি তালিকা সংযোজনী-১ এ দেয়া হলো।

৯। দরপত্র আহ্বান:

(১) ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মূল্যমানের অধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদ অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী উপজেলা প্রকৌশলী উপজেলা পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা এবং পিপিএ ও পিপিআর অনুসরণে দরপত্র আহবান করবেন। ঠিকাদার নির্বাচনের জন্য তিনি প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তুলনামূলক বিবরণী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভায় পেশ করবেন। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হবে:

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার - আহবায়ক
২. পরিষদ কর্তৃক মনোনীত দুই জন সদস্য - সদস্য
৩. পরিষদ কর্তৃক মনোনীত মহিলা সদস্য - সদস্য
৪. সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান - সদস্য
৫. উপজেলা প্রকৌশলী - সদস্য-সচিব

(২) দরপত্র কমিটি ঠিকাদার নিবাচন করতঃ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট উপস্থাপন করবে। চূড়ান্ত অনুমোদনের পরই উপজেলা প্রকৌশলী নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কার্যাদেশ প্রদান করবেন। ভিন্নরূপে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন। উপজেলা পরিষদ উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করে যে কোন দরপত্র বাতিল করতে পারবে।

(৩) উপজেলা প্রকৌশলী প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিতকরণসহ সুষ্ঠুভাবে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন। প্রকল্পের কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে এবং ঠিকাদার চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার বিহিত করা যদি উপজেলা প্রকৌশলীর আয়ত্তের বাইরে হয়, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি লিখিতভাবে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নজরে আনবেন। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রচলিত বিধান অনুযায়ী যেরূপ নির্দেশনা প্রদান করবেন তিনি সেভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

১০। প্রকল্প কমিটি:

(১) ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের প্রকল্পসমূহ প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে। প্রকল্প কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭-৯ জনের মধ্যে সীমিত থাকবে। প্রতিটি প্রকল্প কমিটির একজন চেয়ারম্যান থাকবেন। উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সংশ্লিষ্ট মহিলা সদস্য, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য, উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, সমাজকর্মী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে অর্তভুক্ত হতে পারবেন।

(২) প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান হবেন স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তবে ১৫৫৫) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিযুক্ত বা মনোনীত কর্মকর্তা কমিটিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি ও হিসাবরক্ষণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবেন।

(৩) উপজেলা পরিষদ প্রতি অর্থ বছরে প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে।

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্পের যাবতীয় ব্যয়ের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে। কোন প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম দেখা দিলে প্রচলিত নিয়মে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উপজেলা প্রকৌশলী পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত/মনোনীত কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সম্পাদিত সকল লেনদেন-এর হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেবেন ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপজেলা পরিষদের নিকট হিসাব বিবরণী পেশ করবেন।

(৫) প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রাক্কলন, নকশা প্রস্তুতে উপজেলা প্রকৌশলী বা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তা সহায়তা প্রদান করবেন।

(৬) সকল প্রকল্প কমিটি উপজেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। একই ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান হতে পারবেন না।

(৭) উপজেলা পরিষদ কোন প্রকল্প কিংবা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি প্রকল্প কমিটি গঠন করতে পারবে। প্রকল্প কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে এবং এ কমিটি উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

(৮) উপজেলা পরিষদ এরূপে নিযুক্ত প্রকল্প কমিটিকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনবোধে আগাম সর্বোচ্চ ২৫% অর্থ প্রদান করতে পারবে। উক্ত আগাম অর্থ হতে প্রকল্প বাস্তবায়নজনিত ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করা যাবে। তবে স্বভাবতঃই এ আগাম প্রদান তহবিল প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল হবে।

১১। বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প গ্রহণ:

(ক) বছরের প্রারম্ভে সম্ভাব্য বরাদ্দের ভিত্তিতে অথবা বরাদ্দকৃত প্রথম কিস্তির উপর ভিত্তি করে দরপত্র আহবান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পর, যদি সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে উক্তরূপ নিরূপিত অর্থ অপেক্ষা কম অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, তাহলে যে পরিমাণ অর্থ কম পাওয়া যাবে সে পরিমাণ অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে না। তবে উক্ত প্রকল্প পরবর্তী অর্থ বছরের বরাদ্দের অর্থে বাস্তবায়ন করা যাবে। কোন অবস্থাতেই এক অর্থ বছরের বরাদ্দ অন্য অর্থ বছরে সমন্বয়/ব্যয় করা যাবে না।

(খ) কোন অর্থ বছরের প্রারম্ভে সম্ভাব্য বরাদ্দের যে পরিমাণ অবহিত করা হবে কিংবা প্রথম কিস্তিতে প্রাপ্ত অর্থের উপর ভিত্তি করে যে অংক নিরূপিত হবে, তার চেয়ে অতিরিক্ত অর্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহবান করা যাবে না।

১২। কর্মপন্থা নির্ধারক নির্দেশমালা:

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, নক্সা তৈরি, বাস্তবায়ন ও তত্বাবধানে নিম্মলিখিত নির্দেশমালা অনুসরণ করবেঃ

ক. উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল:

১) এ নির্দেশিকার পঞ্চম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং একটি পরিকল্পনা বই হাল অবস্থায় সংরক্ষণ করবে। এছাড়া প্রতি অর্থ বছরের জন্য একটি বার্ষিক উপজেলা উন্নয়ন কর্মসূচিও প্রণয়ন করতে হবে (এডিপি)। অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন প্রকল্প তালিকা এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২) উপজেলা পর্যায়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে উপজেলা পরিষদসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অনুচ্ছেদ-৬ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সীমিত থাকবে।

৩) উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিফলিত জাতীয় সরকারের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখতে হবে।

৪) জাতীয় সরকার ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ কর্তৃক এলাকাটিতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ বিবেচনায় রেখে অনুরুপ প্রকল্প/কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি পরিহার করে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে।

৫) সাধারণতঃ উপজেলা পরিষদ কেবলমাত্র সে সকল প্রকল্পই গ্রহণ করবে যার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব এবং যে সকল প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু এ কর্মসূচির পরিপূরক তেমন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যাপারে উপজেলার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যথাঃ স্কাউটস, গার্লস গাইড ইত্যাদির উন্নয়ন, পাঠাগার স্থাপন,

শিশু কল্যাণ, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, খেলাধুলার প্রসার প্রভৃতি সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্যক বিবেচনায় রাখতে হবে।

৬) উপজেলাসমূহ এলাকার স্বার্থে এমন প্রকল্প গ্রহণ করবে যা দ্রুত ফল প্রদানে সক্ষম, মুদ্রাস্ফীতিরোধক এবং স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য। কোন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল দু'বছর এর বেশী হবে না।

৭) দুষ্প্রাপ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ বড় আকারের প্রকল্প গ্রহণ যথাসম্ভব পরিহার করবে। সাধারণতঃ সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের কল্যাণ সাধনে সক্ষম এরূপ উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উপজেলা পরিষদ প্রকল্প নির্বাচনে নিম্মোক্ত শর্তসমূহ পালন করবেঃ

ক. কেবলমাত্র সে সকল প্রকল্প গ্রহণ করবে যা দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব;

খ. উপজেলা পরিষদ পৌর এলাকায় অতি জরুরি প্রয়োজন না হলে কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করবে না;

গ. স্থানীয় কাঁচামাল ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার বা এর বাজারজাতকরণ সুবিধা নিশ্চিত করার উপযোগী প্রকল্প গ্রহণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৮) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনগণের স্বকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক তৎপরতাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করবে।

৯) উপজেলা পর্যায়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাস্তবতার নিরিখে উপজেলা পরিষদ যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। দ্বৈততা (Repeatation) ও অতিক্রমন (Overlapping) পরিহারের জন্য প্রকল্প প্রণয়নকালে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করবে।

১০) একইভাবে নলকুপ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ-এর সাথে সমন্বয় করবে।

১১) উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী রাস্তা উন্নয়ন এবং ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণে গুরুত্ব দিবে।

১২) কেবলমাত্র ইউনিয়ন পরিষদসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী পূর্ত কর্মসূচি এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ব্যতীত উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দ্বারা কোনরূপ মাটির কাজ করবে না। স্থানীয় বা ভৌগলিক কারণে কোন ব্যতিক্রমের প্রয়োজন হলে এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে করা সম্ভব না হলে তা করতে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মতি নিতে হবে।

১৩) উপজেলা পরিষদ জাতীয় সরকারের উন্নয়ন নীতির সম্পূরক কিংবা পরিপূরক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করবে। এরূপ পদক্ষেপ দ্রুততর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জনে জাতীয় প্রচেষ্টার সহায়ক হবে।

১৪) প্রকল্প বাস্তায়নে বিদ্যমান জনশক্তির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মৎস্য চাষের জন্য মজাপুকুর খনন, উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণ ইত্যাদি ধরনের যে সমস্ত প্রকল্প উপজেলা পরিষদ বাস্তবায়ন করা উপযুক্ত বিবেচনা করবে তা সাধারণতঃ সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

১৫) উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন জমার অনধিক ০.৫% (শূন্য দশমিক পাচ ভাগ) অর্থ এ উপজেলায় সকল উন্নয়ন প্রকল্পের তত্ত্বাবধানের জন্য চলতি আনুষাংগিক প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে।

১৬) গ্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তায়নকালে বাৎসরিক পরিচালনা ব্যয় প্রকল্প ব্যয়ের অংশরূপে গণ্য হবে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পর রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্চনীয়। বস্তুতঃ একটি প্রকল্প সমাপ্তির পর এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যতিরেকে কোন প্রকল্প গ্রহণ বরা যুক্তিযুক্ত হবে না।

১৭) উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে:

ক. পল্লী সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;

খ. সাধারণতঃ পল্লী সড়কে পুল/কালভার্ট নির্মাণের প্রয়োজন হলে উপজেলা পরিষদ এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ হতে বিরত থাকবে তবে পুল/কালভার্ট নির্মাণ ব্যয় ৭ (সাত) লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত থাকলে এবং একটি বা দুটি পুল/কালভার্ট নির্মাণ করলে যদি সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় তবে, এরূপ প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে;

গ. মাটির কাজ প্রয়োজন এমন প্রকল্প গ্রহণ হতে বিরত থাকতে হবে;

ঘ. উপজেলা পরিষদ পল্লী সড়ক নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পে সড়কের উভয় পার্শ্বে অবশ্যই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করবে। বৃক্ষরোপণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বৃক্ষ সম্পদ বিক্রয় ও বন্টনে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সমন্বিত নির্দেশনামালা অনুসরণ করবে।

ঙ. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৬৩ ধারার অধীনে সরকার পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কোন বিধিমালা জারি করলে, উক্ত ক্ষেত্রে উক্ত বিধিমালায় সন্নিবেশিত প্রকল্প সংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

১৮) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে কো-ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

খ. সেচ প্রকল্প গ্রহণ:

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কৃষি উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে সেচ প্রকল্পের অধীনে পানি পরিবহন করার জন্য সেচ নালা নির্মাণ করার প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে শুধু সীমিত ব্যক্তিবর্গ নয় বরং সার্বিকভাবে সকলের উপকারের জন্য সেচ নালা নির্মাণ করা যাবে। কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে স্ব স্ব জমিতে সেচের পানি পরিবহণ করার জন্য ফিল্ড চ্যানেল নির্মাণের দায়িত্ব জমির মালিকের থাকবে। পাকা সেচ নালা উপজেলা সেচ ম্যানুয়েল অনুযায়ী অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন করা উচিত হবে। পাকা সেচ নালার জন্য কম খরচে এবং স্থানীয় প্রযুক্তির আলোকে পোড়া মাটির টালি, বিটুমিন শোধিত পাটের ছালা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ. জাতীয় প্রকল্প:

জাতীয় ভিত্তিতে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রম উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কোন প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমের উন্নয়নে যাতে যুগপৎ জাতীয় সরকার এবং উপজেলা পরিষদ হতে অর্থ বিনিয়োগ না হয়, উপজেলা পরিষদ তার নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ নীতি অনুসরণের জন্য উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যাচাই করতে পারে।

ঘ. মোটর যানবাহন ক্রয়:

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী দ্বারা কোন মোটরযান (কার, জীপ, মাইক্রোবাস, বাস কিংবা মোটর লঞ্চ প্রভৃতি) ক্রয় করা যাবে না।

১৩. জরিপ:

১) যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা পরিষদ নিজ এলাকার আর্থ-সামাজিক জরীপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করবে। সাধারণতঃ এ কাজ উপজেলা পরিষদ স্থানীয় বিভাগীয় কর্মচারীবৃন্দের মাধ্যমে সম্পাদন করবে। এরূপ কাজের জন্য উপদেষ্টা/কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা যাবে না।

২) উপজেলা পরিষদ আর্থ-সামাজিক জরীপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য পুস্তিকা আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে।

৩) স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে কেয়ার বাংলাদেশ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদে আর্থ-সামাজিক জরীপ ও সামাজিক পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া ইউএনডিপি সিরাজগঞ্জ জেলায় ও বার্ড কুমিল্লা এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে যথাক্রমে অংশীদারিত্বমূলক পরিকল্পনা ও সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। উপজেলা পরিষদ কেয়ার বাংলাদেশ ও অন্যান্য সংস্থার এসব পরীক্ষামূলক কর্মসূচিকে সমন্বিত করে আর্থ-সামাজিক জরীপ ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সার্বিক গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিতে পারে।

১৪. গবেষণামূলক কাজ:

উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর অর্থে কোন গবেষণামূলক কাজ, সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষাসহ কোন একাডেমিক সমীক্ষা বাবদ ব্যয় করা যাবে না। তবে কোন প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই বা সমীক্ষা অত্যাবশ্যক হলে কেবল তখনই এ প্রকার সমীক্ষার জন্য পরিষদ নিম্নবর্ণিত সীমার মধ্যে অর্থ ব্যয় করতে পারবে:

(ক) কোন অর্থ বছরে এ প্রকার সম্ভাব্যতা যাচাই/সমীক্ষার সংখ্যা তিনের অধিক হবে না;

(খ) কোন একটি স্কীমের জন্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না।

১৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান ও পর্যালোচনা:

১) প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজসমূহ নিবিড় তদারকির জন্য উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন, বাস্তবায়ন কিংবা বাস্তবায়নোত্তর যে কোন পর্যায়ে পরিদর্শন করতে পারবেন। কোন অনিয়মের ক্ষেত্রে তারা তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা নেবেন।

৩) অনুরূপভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারও পরিদর্শন করতে পারবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিবেন। তিনি পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে অবহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিষদের সভায় তা উপস্থাপন করবেন।

৪) উপজেলা প্রকৌশলী/বিভাগীয় কর্মকর্তা সকল প্রকল্প গ্রহণ, সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ নকশা প্রণয়ন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

৫) কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে নিযুক্ত বা মনোনীত করবে।

৬) উপজেলা পরিষদ প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকীর জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নের ক্ষেত্রে একটি প্রকল্প তদারকী কমিটি গঠন করবে। কমিটি সময়ে সময়ে উপজেলা পরিষদের নিকট রিপোর্ট করবে। পরিষদ প্রাপ্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প তদারকী কমিটির চেয়ারম্যান একই ব্যক্তি হতে পারবে না। সাধারণতঃ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট মহিলা ওয়ার্ড সদস্য প্রকল্প তদারকী কমিটির চেয়ারম্যান হবেন। ভিন্নরূপ বিবেচিত হলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা এ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৭) উপজেলা পরিষদ মাসে অন্ততঃ একবার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সতর্কভাবে পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ব্যক্তি বা প্রকল্প কমিটির গাফেলতি পরিলক্ষিত হলে পরিষদ পরবর্তী কিস্তির অর্থ প্রদান স্থগিত করতে পারবে। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে প্রয়োজনে প্রকল্প কমিটি পুনর্গঠন করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮) বিভাগীয় কমিশনার এবং সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তাগণও উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ অন্যান্য তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য উপজেলা সফর করতে পারবেন। তাঁদের প্রাসঙ্গিক সফর প্রতিবেদনসমূহ উপজেলা পরিষদের নিকট এবং উপযুক্ত বিবেচিত হলে অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নিকট প্রেরণ করবেন।

৯) জেলা প্রশাসক তাঁর জেলাধীন যে কোন উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করতে পারবেন এবং তাঁর মন্তব্য, উপদেশ কিংবা কোন সুপারিশ থাকলে তা উল্লেখপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদ, বিভাগীয় কমিশনার ও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করবেন।

১০) পরিচালক, স্থানীয় সরকার তার অধিক্ষেত্রে প্রতিমাসে কমপক্ষে ০৩(তিন)টি উপজেলা পরিষদ এবং উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার তার অধিক্ষেত্রে কমপক্ষে ০২ (দুই) টি উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করবেন। প্রকল্পের ত্রুটি -বিচ্যুতি এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে দাখিল করবেন।

১১) প্রতিটি উপজেলা পরিষদ ৩০ জুন সমাপ্য আর্থিক বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন তৎপরতার প্রকল্পওয়ারী ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ১৫ জুলাই তারিখের মধ্যে প্রণয়ন করবে। উপজেলা পরিষদ এ প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট ৩০ জুলাই এর মধ্যে পৌছানো নিশ্চিত করবে।

১২) স্থানীয় সরকার বিভাগ বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উপজেলাসমূহের কর্মতৎপরতা নির্ধারণ করবে ও ৩০ আগষ্ট এর মধ্যে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা নেবে। কোন উপজেলা বাস্তবায়ন অগ্রগতির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণে ব্যর্থ হলে সে উপজেলার অর্থ ছাড় স্থগিত থাকবে।

১৩) এলাকার সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উপজেলা পরিষদ অগ্রগতি প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদে এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেবে।

১৪) এছাড়া প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন জনগণের অবগতির জন্য ছাপিয়ে প্রকাশ করবে। এতে প্রকল্পের নাম, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকল্প ব্যয়, উপকারভোগীর সংখ্যা, অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা/দক্ষ/অদক্ষ শ্রম জনদিবস সৃষ্টি, কাজের গুণগতমান ইত্যাদি তথ্যের উল্লেখ থাকবে। এর অনুলিপি পরিকল্পনা কমিশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জেলা প্রশাসককে প্রেরণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ সকল উপজেলার তথ্য সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারে।

১৫) প্রকল্প স্থলে কোন দৃষ্টি আর্কষণীয় স্থানে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকল্পের নাম, ব্যয়ের পরিমাণ, প্রকল্প শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত সাইন বোর্ড স্থাপন করতে হবে।

১৬) প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিতকরণ:

উপজেলা পরিষদ -

(১) অর্থ বছরের প্রারম্ভে চূড়ান্তকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদনান্তে প্রস্তুতকৃত বিবরণী প্রতি বছর ৩১ আগস্ট তারিখের মধ্যে;

(২) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থের খরচের শতকরা হার উল্লেখসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ৩১ মার্চ তারিখের মধ্যে এবং

(৩) পূর্ববর্তী অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রতিবছর ৩১ আগস্ট তারিখের মধ্যে উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত] এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী এ নির্দেশনামালা জারি করা হলো। উপযুক্ত বিবেচিত হলে সরকার সময়ে সময়ে এর পরিবর্তন, পরিমার্জন কিংবা সংশোধন করতে পারে।

<u>**সংযোজনী-১**</u>

উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দ্বারা যে ধরনের কাজ করা যাবে নাঃ

১. কাফেটেরিয়া, রেস্তোরা বা বিপণী কেন্দ্র নির্মাণ।

২. সরকারের কোন বিভাগের বকেয়া পরিশোধের জন্য ব্যয়, যেমন বকেয়া বেতন বা অন্য কোন ঘাটতি/পাওনা পরিশোধ করা।

৩. উপজেলা পরিষদ ভবনের ফটক/সীমানা প্রাচীর, শহীদ মিনার, মসজিদ/মন্দির/গীর্জা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ ইত্যাদি।

৪. জেনারেটর ক্রয় করে বৈদ্যুতিকরণ।

৫. নতুন স্কুল/কলেজ/মাদ্রসা স্থাপন।

৬. কোন ক্লাব বা সমিতি ভবন নির্মাণ।

৭. ব্যাংক বা অন্য কোন সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন ইমারত নির্মাণ/মেরামত বা সম্প্রসারণ।

৮. টেনিস খেলার মাঠ নির্মাণ।

৯. কোন ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানকে খণ প্রদান।

১০. জাতীয় সরকারের সংরক্ষিত (Retained) বিষয়ের কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়।

১১. উপজেলা পরিষদের রাজস্ব খাতসমূহে অর্থ ব্যয়।

১২. পুকুর খনন, স্কুল বা খেলার মাঠ, নুতন হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদির জন্য জমি ক্রয়। তবে নিরাপদ/সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পুকুর খনন ও রাস্তা নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়ের প্রয়োজন হলে সতর্কতার সাথে যুক্তিপুর্ণভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১৩. উপজেলা পরিষদে আয়ের জন্য ব্যবসাভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ।

১৪. ব্যয়বহুল সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র বা বিলাস দ্রব্য ক্রয়।

১৫. পৌর-এলাকায় কোন প্রকল্প গ্রহণ তবে জনস্বার্থে অতি জরুরি প্রয়োজন হলে উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে পৌর এলাকায় প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।

১৬. কিন্ডারগার্টেন স্কুল স্থাপন।

১৭. একই প্রকল্পে উপজেলা উন্নয়ন জমার সাথে জাতীয় প্রকল্পের বিভাজ্য অংশের জন্য প্রাপ্ত অর্থ সংমিশ্রণ করে ব্যয়।

১৮. সম্ভাব্যতা, বাস্তবতা, অগ্রাধিকার, স্থানীয় সম্পদ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি যাচাই না করে স্কীম গ্রহণ।

১৯. যে কোন প্রকারের যানবাহন ক্রয়।

২০. টেলিফোন স্থাপন, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা।

২১. কোন কর্মচারী নিয়োগ বা কোন ভাতা পরিশোধ।

২২. দিবস উদযাপন, সপ্তাহ পালন, মেলা বা প্রদর্শনী অনুষ্ঠান।

সংযোজনী-২

উপজেলা প্রকল্প ছক (ইউপিপি)

১) প্রকল্পের নাম:

২) বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

৩) প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য:

৪) গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা:

৫) মোট ব্যয় ও বাৎসরিক ব্যয় বিন্যাস:

৬) অনুমিত ব্যয়সহ খাতভিত্তিক ব্যয়:

(ক) জমি

(খ) শ্রমিক

(গ) সরঞ্জাম-

১)ইট

২) সিমেন্ট

৩) ইস্পাত

৪) অন্যান্য

(ঘ) পরিবহন

(ঙ) ভূমি উন্নয়ন

(চ) অন্যান্য

৭) বাস্তবায়নকাল:

(ক) আরম্ভের তারিখ:

(খ) সমাপ্তির তারিখ:

৮) প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত স্থান:

৯) অর্থ সংস্থানের উৎস:

(ক) সরকার

(খ) স্থানীয় অনুদান

(গ) অন্যান্য

১০) বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ঠিকাদারের মাধ্যমে/প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে

১১) জনশক্তির চাহিদা

(ক) দক্ষ

(খ) অদক্ষ

১২) সমাপ্তির পর প্রকল্প কার্যের মাধ্যমে অর্জিত সুবিধাসমূহ:

১৩) রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা:

(ক) কর্মচারীর বার্ষিক চাহিদা এবং তাদের প্রশিক্ষণ

(খ) রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য যন্ত্রাংশ ও নিঃশেষে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের বার্ষিক চাহিদা

(গ) বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয়

(ঘ) পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও দক্ষতা সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতি

১৪) উপজেলাতে জাতীয় সরকার কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত অনুরূপ প্রকল্প তথ্য যদি থাকে তবে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে)

১৫) প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হতে পূর্ণ সুফল পেতে উপজেলা পরিষদ কিংবা জাতীয় সরকার কর্তৃক অন্য কি ধরনের সম্পূরক বিনিয়োগ প্রয়োজন:

১৬) প্রকল্পটির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে এ জন্য গৃহীত ব্যবস্থা:

১৭) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট অনুমিত/প্রত্যাশিত সুফল:

(ক) অর্থের হিসাবে

(খ) কর্ম সংস্থানের হিসাবে

(গ) আর্থ সামাজিক কল্যাণ

(ঘ) সুফল ও ব্যয়ের অনুমিত অনুপাত

১৮) প্রকল্পটির ধারণা কীভাবে সুচিত হয়েছিল:

১৯) প্রকল্পটি সূচনা করার পূর্বে কোনরূপ জরীপ/সমীক্ষা চালানো হয়েছে কি:

২০) প্রকল্প প্রণয়নে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণের নির্দেশনামালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি:

(উদ্যোগী কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-২ শাখা)
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.৪৫.০২০.০৯.০৬.০০৬.২০১৫-৫৮০ তারিখ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ / ৩১ মে,২০১৫

পরিপত্র

বিষয় : উপজেলা পরিষদের বাৎসরিক বাজেটের ৩% পর্যন্ত 'নারী উন্নয়ন ফোরাম' এর জন্য বরাদ্দ প্রদান এবং পরিষদের ২৫% প্রকল্প নারী সদস্যদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা গভর্নেন্স প্রজেক্ট ও ইউনিয়ন পরিষদ গভর্নেন্স প্রজেক্ট এর আওতায় গঠিত "নারী উন্নয়ন ফোরাম" এর জন্য আগামী অর্থবছর ২০১৫-১৬ হতে উপজেলা পরিষদের বাৎসরিক বাজেটের ৩% পর্যন্ত এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের ২৫% নারী সদস্যদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো। উক্ত অর্থ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত "উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা" এর (৬) অনুচ্ছেদে বর্ণিত "উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের বিধি" হতে নির্বাহ করতে হবে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক "নারী উন্নয়ন ফোরাম" এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে "নারী উন্নয়ন ফোরাম" উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবে:

- **শিক্ষাঃ** স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার রোধ ও মানবসম্পদ শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, মেধাবী ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান, ইত্যাদি।
- **কর্মসংস্থানঃ** বেকার যুব নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপন।
- **সাংস্কৃতিকঃ** মেয়েদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি, খেলাধুলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন, ইত্যাদি।
- **সচেতনতামূলকঃ** জেন্ডার সমতা ও মানবাধিকার বিষয়ক দিবস উদযাপন, নারীর ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে পুরুষদের সম্পৃক্তকরণ, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নির্মূলে কর্মসূচি গ্রহণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সচেতনতা ও ঝুঁকির হ্রাসে কর্মসূচি গ্রহণ, নারী ও শিশু পাচার বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, ইত্যাদি।
- **অন্যান্যঃ** বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, তালাকপ্রাপ্ত ও অসহায় নারীদের উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ, নারী উন্নয়ন ফোরাম এর নিয়মিত সভা আয়োজন ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ, ইত্যাদি।

২। উল্লেখিত বরাদ্দ দ্বারা সংশ্লিষ্ট উপজেলার নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। প্রকল্প প্রস্তাবনা নারী উন্নয়ন ফোরাম এর সভার মাধ্যমে আলোচনাপূর্বক উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে, যা পরবর্তীতে প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় আলোচনাপূর্বক অনুমোদিত করতে হবে। উপজেলা পরিষদের অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় এই প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

লুৎফুন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

স্মারক নং- ৪৬.৪৫.০২০.০৯.০৬.০০৬.২০১৫-৫৮০ তারিখঃ ৩১ মে, ২০১৫ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব/ সচিব... বিভাগ.....................................মন্ত্রণালয়
২। অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পরিষদ গভার্ন্যান্স প্রজেক্ট
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা গভার্ন্যান্স প্রজেক্ট
৪। কমিশন (সকল) .... বিভাগ
৫। পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল)....................... বিভাগ
৬। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭। জেলা প্রশাসক (সকল)............................. জেলা
৮। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল) .... জেলা
৯। সচিব মহাদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল) .... উপজেলা পরিষদ
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)...................... উপজেলা .... জেলা
১২। ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল) .... উপজেলা পরিষদ.............. জেলা
১৩। ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা), উপজেলা পরিষদ (সকল) .... উপজেলা পরিষদ............... জেলা
১৪। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (সকল) .... জেলা
১৫। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (সকল) .... উপজেলা .... জেলা
১৬। ইউপি চেয়ারম্যান (সকল) .... ইউনিয়ন পরিষদ .... উপজেলা

লুৎফুন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-২ শাখা)

স্মারক নং- ৪৬.০৪৫.০১৮.০২.২৪.০২৪.১৫-১১২৫ তারিখঃ ১৯ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ।

বিষয়: **<u>জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির দ্বাদশ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে</u>**

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-১৩৮২, তারিখ-১৬/১১/২০১৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিষয়ে কার্যক্রম পর্যালোচনা, পরামর্শ প্রদান ও নির্দেশনা জারির উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির দ্বাদশ সভার ৪.১ এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

"সিদ্ধান্ত: শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) হিসেবে নির্মিত ভবনসমূহ যাতে অন্য কাজে ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে নির্দেশনা প্রদান এবং এর অনুসরণে মনিটরিং করতে হবে"

এমতাবস্থায়, জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির দ্বাদশ সভার ৪.১ নং সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন হচ্ছে কিনা তা আগামী ৩(তিন) কার্য দিবসের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

(লুৎফুন নাহার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭২৩০
E-mail: lgd.upazila2@gmail.com

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ, সকল।

অনুলিপি কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থেঃ

১. জেলা প্রশাসক, সকল।
২. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্র ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০১৮-০০-০০-০৯৪.২০১৬-৬৩৮ তারিখ: ০৯ মে, ২০১৬।

বিষয়: উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশিকা-২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] অনুযায়ী স্ব স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকদের এই আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা উপজেলা পরিষদের অন্যতম মূল দায়িত্ব। উপজেলা পরিষদের সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) প্রতিষ্ঠা এবং সেবা চুক্তির (সার্ভিস এগ্রিমেন্ট) মাধ্যমে জনগণের চাহিদা মাফিক সেবা প্রদান করাই উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যে। স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা পৌছানো নিশ্চিতকরণ এবং আত্ম-কর্মসংস্থান উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন করা ও কেন্দ্র পরিচালনা বিষয়ক একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশিকা-২০১৬ এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(লুৎফুন নাহার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৬২২৪৭

১। চেয়ারম্যান, ... উপজেলা পরিষদ, ...জেলা (সকল)।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...উপজেলা, ... জেলা (সকল)।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চটটগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ।
৩ যুগ্মসচিব (প্রশাসন/ইপ/উপজেলা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০১৮-০০-০০-০৯৪.২০১৬-৬৩৮ তারিখ: ০৯ মে, ২০১৬।

বিষয়: উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশিকা-২০১৬।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপজেলা পরিষদ দেশের তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের চাহিদা মাফিক সেবা প্রদান করা এখন সময়ের দাবি। স্থানীয় সরকার বিভাগ জনসাধারণকে স্বল্প সময় ও খরচে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি উপজেলা পরিষদে একটি করে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে করেছে। উপজেলা পরিষদের সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) প্রতিষ্ঠা এবং সেবা চুক্তির (সার্ভিস এগ্রিমেন্ট) মাধ্যমে জনগণকে চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন এবং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ ও উদ্যোক্তাদের যৌথ অংশগ্রহণ সেবা প্রত্যাশী জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তি তরান্বিত করবে। এর ফলশ্রুতিতে উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা পৌছানো, স্থানীয় পর্যায়ে ডিজিটাল সেবা প্রদান ও গ্রহণের চর্চা শুরু এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন ও কেন্দ্র পরিচালনা বিষয়ক একটি নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন বিধায় নিম্নরূপ নির্দেশাবলী জারি করা হলো:

১। ইউডিসি উদ্যোক্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

১.ক। প্রতিটি ইউডিসি দু'জন উদ্যোক্তা (একজন পুরুষ ও একজন নারী) কর্তৃক পরিচালিত হবে। তবে কাজের পরিধি বাড়লে এ দু'জন উদ্যোক্তার পাশাপাশি আরো দু'জন উদ্যোক্তা “বিকল্প উদ্যোক্তা” হিসেবে কাজ করতে পারেন। ইউডিসি পরিচালনার জন্য বিকল্প উদ্যোক্তাকে প্রস্তুত করার দায়িত্ব নিয়মিত উদ্যোক্তার। বিকল্প উদ্যোক্তা যাতে দ্রুত দক্ষতা অর্জন করে ইউডিসিতে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ও আয় বাড়াতে ভূমিকা রাখতে পারেন, সে ব্যাপারে নিয়মিত উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। বিকল্প উদ্যোক্তা পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করলে তাকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতে হবে যাতে করে ইউডিসির উপর বিকল্প উদ্যোক্তার দায়িত্ববোধ জন্মায় এবং উপার্জন করার সুযোগ তৈরি হয়।

১.খ। স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাতে অবাধে ইউডিসি থেকে সরকারি-বেসরকারি ই-সেবা পেতে পারে উদ্যোক্তাগণ তার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। নাগরিকের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সেবা ইউডিসিতে না থাকলে, সেসব সেবা নিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১.গ। বিদ্যমান সেবা সম্পর্কে মানুষের কোন অভিযোগ থাকলে, তা সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নজরে আনবেন।

১.ঘ। উদ্যোক্তা কোন বেতনভুক্ত কর্মচারী নন বিধায় ইউডিসিকে সচল রাখা, আয় বৃদ্ধি ও টেকসইকরণের ক্ষেত্রে তিনি সকল প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।

১.ঙ। ইউডিসিতে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়াতে ই-সেবা সম্পর্কে প্রচার প্রচারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উদ্যোক্তাগণ স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি ই-সেবার চাহিদা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করবেন। উদ্যোক্তা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিস, জনসমাগমের স্থান, সিনেমা হলসহ এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে ক্যাম্পেইন/উঠান বৈঠক করবেন। এসব কাজে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন। সমাজে বৈষম্য ও বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে বা উপজেলা পরিষদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে পারে এরূপ যাবতীয় কর্মকান্ড থেকে উদ্যোক্তা বিরত থাকবেন।

১.চ। ইউডিসির ইন্টারনেট, বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য সার্ভিসের মাসিক বিল সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণ নিয়মিত পরিশোধ করবেন।

১.ছ। উদ্যোক্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সরাসরি তত্ত্বাবধান/পরামর্শ মোতাবেক ইউডিসির কার্যক্রমসমুহ পরিচালনা করবেন।

১.জ। ইউডিসি পরিচালনায় কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য প্রাথমিকভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিষয়টির নিষ্পত্তি না হলে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সমাধান করতে হবে। সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ইউডিসি উদ্যোক্তা কর্তৃক কোন বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

১.ঝ। ইউডিসি'র বিভিন্ন উদ্ভাবন ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত ইউডিসি ব্লগে লিখবেন যাতে করে অন্য উদ্যোক্তাগণ এতে অনুপ্রাণিত হন।

১.ঞ। উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের প্রবেশদ্বার পর্যায়ে সুবিধাজনক স্থানে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপিত হবে। এ কেন্দ্র সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রাথমিকভাবে এ কমিটি অনুমোদন দিবেন এবং চূড়ান্ত অনুমোদন দিবেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। উদ্যোক্তা প্রতি মাসে ইউডিসি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ইউডিসি'র অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় উপস্থাপন করবেন।

২। উপজেলা পরিষদের দায়িত্বও কর্তব্য

২.ক। উপজেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ নুন্যতম এইচএসসি পাস, তথ্য-প্রযুক্তিতে আগ্রহী বা দক্ষতা রয়েছে, বিনিয়োগে উৎসাহী এবং নাগরিকদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ই-সেবা প্রদানে সক্ষম নারী ও পুরুষদের উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচন করবে। উক্ত কর্তৃপক্ষ প্রতিটি ইউডিসিতে একজন নারী ও একজন পুরুষ উদ্যোক্তার পাশাপাশি আরো একজন নারী ও একজন পুরুষ বিকল্প উদ্যোক্তা নির্বাচন করে রাখবে যাতে কোন উদ্যোক্তা চলে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিস্থাপন করা যায়।

২.খ। উপজেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ইউডিসির উদ্যোক্তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করবে। এই চুক্তির ফি ও মেয়াদ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ কর্তৃক চড়ান্ত করা হবে। চুক্তির মেয়াদ শেষে উদ্যোক্তা পরবর্তী সময়ের জন্য উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী থাকলে উপজেলা পরিষদ চুক্তি নবায়ন করবে।

২.গ। উপজেলা পরিষদ একজন উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ/মহিলা), একজন শিক্ষক, একজন এনজিও প্রতিনিধি, একজন পেশাজীবী ও একজন ইউডিসি উদ্যোক্তার সমন্বয়ে প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবে। কমিটির সভা প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হবে এবং কমিটির সদস্যরা ইউডিসি'র কার্যক্রম পর্যালোচনা করবেন। এই কমিটির সুপারিশ উপজেলা পরিষদ অনুমোদন করবে। পাশাপাশি ইউডিসি'র প্রচার ও টেকসইকরণে এ কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

২.ঘ। ইউডিসি থেকে প্রদত্ত সেবার মূল্য উপজেলা পরিষদ নির্ধারণ করবে।

২.ঙ। উপজেলা পরিষদ ভবনের প্রবেশদ্বারে সুবিধাজনক স্থানে ইউডিসি স্থাপনের জন্য একটি উপযুক্ত কক্ষ নির্বাচন করবে এবং উপজেলা পরিষদ উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে। শর্ত থাকে যে, সরবরাহকৃত মালামালের মালিকানা উপজেলা পরিষদের থাকবে।

২.চ। উদ্যোক্তা ইউডিসি'র সকল যন্ত্রপাতি ও উপকরণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ উপকরণসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

২.ছ। অর্থের বিনিময়ে কাজ করানোর ক্ষেত্রে ইউডিসি'কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২.জ। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোক্তাদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩. একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩.ক। এটুআই প্রোগ্রাম সঠিক উদ্যোক্তা নির্বাচনে উপজেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবে।

৩.খ। এটুআই প্রোগ্রাম উপজেলা পরিষদের ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

৩.গ। এটুআই প্রোগ্রাম উপজেলা পরিষদে বিদ্যামান সেবাসমূহকে ই-সেবায় রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং ইউডিসি'র জন্য নতুন ই-সেবা প্রস্তুত করবে।

৩.ঘ। এটুআই প্রোগ্রাম উপজেলা পরিষদ ডিজিটাল সেন্টার এবং উপজেলা পরিষদ ই-সেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করবে।

(আবদুল মালেক)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

পরিপত্র

২৪ শ্রাবণ ১৪২৩
স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১৫-৭৩২ তারিখঃ ....
০৮ আগস্ট ২০১৬

বিষয় : বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় মাসিক সভার তারিখ সুনির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত।

সরকারের বিভিন্ন নীতি কর্মপন্থা, বিধি বিধান, নির্দেশনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন/সমন্বয় সাধন/সুপারিশ মালা প্রণয়ন ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সভাপতি ও আহ্বায়ক করে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ তাঁদের সুবিধামত সময়ে এসব সভার আয়োজন করে থাকেন। এ সকল সভায় জনপ্রতিনিধি, বিভাগ, জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যোগদান করে থাকেন। গুচ্ছ আকারে সভাগুলির আয়োজন করা হলে সংশ্লিষ্ট সকলে পূর্ব হতে যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং পরিকল্পনা আনুযায়ী তাঁদের অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্মস্থলে বেশি দিন অবস্থান করার সুযোগ পাবেন। ফলশ্রুতিতে সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে, সভাগুলো অধিকতর ফলপ্রসূ হবে এবং জনগণ অধিকতর সেবা পাবেন।

০২। ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাঠ পর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রশাসনিক বিষয়াবলি ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। অধিকন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় সভার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করার সুবিধার্থে উল্লিখিত পর্যায়ের সভাসমূহের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা আবশ্যক।

০৩। উপর্যুক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে আইনশৃঙ্খলা, উন্নয়ন/সমন্বয়, রাজস্ব ও অন্যান্য এই চারটি গুচ্ছে সকল সভাকে গুচ্ছভুক্ত করে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ তাঁদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সভাসমূহ আয়োজন করতে পারেন।

০৪। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে নিম্নলিখিত গুচ্ছের সভাসমূহের পার্শ্বে উল্লেখিত তারিখ ও সময়ে সভার আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করা হলো:

ক্রম	পর্যায়	আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভাসমূহ	উন্নয়ন/সমন্বয় সভাসমূহ	রাজস্ব বিষয়ক সভাসমূহ	অন্যান্য সভা সমূহ	মন্তব্য
ক)	বিভাগীয় পর্যায়ে	মাসের তৃতীয় সোমবার	মাসের তৃতীয় সোমবার	মাসের তৃতীয় সোমবার	মাসের তৃতীয় সোমবার	বাস্তব অবস্থা অথবা কোন কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী আগে বা পরে যে কোন সভার আয়োজন করা যেতে পারে।
খ)	জেলা পর্যায়ে	মাসের দ্বিতীয় রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	মাসের তৃতীয় রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	মাসের চতুর্থ রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	সুবিধাজনক তারিখে	
গ)	উপজেলা পর্যায়ে	মাসের দ্বিতীয় সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	মাসের চতুর্থ সোমবার সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে	সুবিধাজনক তারিখে	

০৫। অনুসরণীয় বিষয়বলি:

(ক) সভার নির্ধারিত তারিখে সাধারণ/সরকারি ছুটি থাকলে পরবর্তী প্রথম কার্যদিবসে সভার আয়োজন করতে হবে। তবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে সভার তারিখ পরিবর্তন/জরুরি সভা করা যেতে পারে, এবং

(খ) গণশুনানির দিন বুধবার ধার্য থাকায় উক্ত দিবসে কোন সভার আয়োজন করা যাবে না।

০৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের ০৪.৫১৪.০০৬.০৩.০০.০০৯.২০১৩-৫৯ নম্বর স্মারক আংশিক সংশোধনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

০৭। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটোয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফোন: ০২-৯৫৭৩৮৩৩

১। বিভাগীয় কমিশনার............(সকল)
২। জেলা প্রশাসক..................(সকল)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.........(সকল)

অনুলিপি:
১। প্রধানমন্ত্রির মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রির কার্যালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়ির সচিব/সচিব............মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-২ শাখা)
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০৪৫.০২২.১০.৩৫.০৩৫.২০১৬-১০৪৬ তারিখ: ০৪/০৯/২০১৬

বিষয়: উপজেলা পরিষদে অনুষ্ঠেয় মাসিক সভার তারিখ সুনির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: (১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর পরিপত্র নং- ৭৩২; তারিখ: ০৮/০৮/২০১৬।
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর স্মারক নং- ৭৩৫; তারিখ: ০৯/০৮/২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এর সাথে প্রেরণ করা হলো। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলা পরিষদে অনুষ্ঠেয় মাসিক সভার তারিখ সুনির্দিষ্টকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ এ বিভাগকে অবহিত করণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(লুৎফুন নাহার)
সিনিয়র সহকারি সচিব
ফোন: ০৫৭৭২৩০
ই-মেইল: lgd.upazila2@gmail.com

১। চেয়ারম্যান, (সকল) .... উপজেলা পরিষদ
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল) ....।

অনুলিপি:
১। জেলা প্রশাসক, (সকল)................................।
২। সহকারী প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.১০৭.২০১৬-৯৯

১০ মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ...............................
২৩ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয় : উপজেলা পরিষদকে 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণির ক্যাটাগরিতে শ্রেণিবিন্যাসকরণ

দেশের উপজেলা পরিষদসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা ও ইউনিয়নের সংখ্যা উপজেলা ভেদে এক রকম নয়। এর সংখ্যাগত ভিন্নতা বিদ্যমান। এ প্রেক্ষপটে উন্নয়নসহ প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পদের যৌক্তিক বন্টনের সুবিধার্থে উপজেলাসমূহের শ্রেণিকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পরিষদসমূহকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হলো:

০১	১০ টি বা তদূর্দ্ধ ইউনিয়ন ও পৌরসভা (যদি থাকে) সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা	'ক' শ্রেণি
০২	০৭ টি থেকে ০৯ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা (যদি থাকে) সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা	'খ' শ্রেণি
০৩	০৬ টি পর্যন্ত ইউনিয়ন ও পৌরসভা (যদি থাকে) সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা	'গ' শ্রেণি

(অমিতাভ সরকার)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৪০৪৮৯

বিতরণ :

০১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/খুলনা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
০২। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা/খুলনা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
০৩। জেলা প্রশাসক (সকল), ...।
০৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল), ...।
০৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ...।

অনুলিপি :

১। অতিরিক্ত সচিব/ মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন/ পাস/ উন্নয়ন/ নগর উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-৭৭৩ তারিখ: ১৪ জুন, ২০১৭

বিষয় : উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি প্রদান।

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০.৮২২.৯৯.০৩২.১৬.১৭৯; তারিখ: ১০ নভেম্বর, ২০১৪।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিপেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধচার কৌশল বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থ হতে ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো। একই সাথে প্রশিক্ষণ আয়োজন শেষে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(ড. জুলিয়া মঈন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৬২২৪৭

১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল), ...উপজেলা, ...জেলা
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ...উপজেলা, ...জেলা।

অনুলিপি:
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখা)।
২। জেলা প্রশাসক (সকল), ...জেলা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইপ-১ অধিশাখা

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০০৪.১৫-৫৪২

১৮ আষাঢ়, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ....
১০ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের আওতা বহির্ভূত উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এর অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুমোদন এবং ভবনের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ২২ নম্বর ক্রমিকে ইউনিয়নে নতুন বাড়ি, দালান নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ এবং বিপজ্জনক দালান নিয়ন্ত্রণে ইউনিয়ন পরিষদ এর দায়িত্ব রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের আওতা বহির্ভূত উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুমোদন এবং ভবনের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কমিটি গঠন করা হলোঃ

২. উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের আওতা বহির্ভূত উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুমোদন এবং ভবনের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ বিষয়ক কমিটি'র গঠনঃ

১.	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	-	সভাপতি
২.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সদস্য
৩.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	-	সদস্য
৪.	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	-	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	-	সদস্য
৬.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭.	ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮.	ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানারস এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১.	সহকারী প্রকৌশলী/উপসহকারী প্রকৌশলী (সহকারী প্রকৌশলী না থাকলে)	-	সদস্য-সচিব

৩. কমিটির কার্য পরিধিঃ

(ক) উক্ত কমিটি Building Construction Act, 1952 ও Bangladesh National Building Code- 1993 সহ অন্যান্য প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে।

(খ) উক্ত কমিটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের আওতা বহির্ভূত উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় সুউচ্চ নয় এমন ভবনের [৭ তলা বা ৭৫ ফুট পর্যন্ত] নকশা অনুমোদন করবে।

(গ) প্রতি তিন মাসে কমিটির ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হবে এবং কোরাম গঠনের জন্য ৫-৯ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত কারিগরি ব্যক্তিদের ন্যূনতম (০২ দুই) জনের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

(ঙ) কমিটি উহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে, প্রয়োজনে, অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান বা অভিজ্ঞ কোন পেশাজীবী কর্মকর্তা/বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

(চ) ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুমোদন এবং ভবনের গুনগতমান নিশ্চিতকরণ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করতে হবে:

(১) ইমারত নির্মানের জন্য ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর তফসিল-১ উল্লিখিত আবেদন পত্রে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র দাখিলের পর কমিটি সকল কাগজ এবং নকশা প্রণেতার যথাযথ যোগ্যতা সকল কিছু পরীক্ষা করে লে-আউট প্ল্যানের অনুমোদন প্রদান করবে।

(২) আবেদনপত্রের সাথে কমপক্ষে নিম্নলিখিত দলিলাদি সংযুক্ত না থাকলে আবেদন গ্রহণ করা যাবে না।

(ক) BNBC (Bangladesh National Building Code) অনুযায়ী কীপ্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সাইট প্ল্যান, সার্ভিস প্ল্যান, স্পেসিফিকেশন এবং নির্মাণ তদারকি কাজে নিয়োজিত প্রকৌশলীর সম্মতিপত্র।

(খ) সাত ফর্দ নকশা।

(গ) জমির মালিকানা প্রমাণের জন্য দলিল, (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্চা, হালসনের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণপত্র ইত্যাদি।

(ঘ) যোগ্যতা সম্পন্ন প্রকৌশলী কর্তৃক মাটির ভার বহন ক্ষমতার সনদ।

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র।

(৩) ভবন নির্মাণের পূর্বে নির্মাতা প্ল্যান প্রণয়ন ও সুপারভিশন প্রকৌশলী নিয়োগ করবেন এবং Architectural & Structural Design অনুযায়ী নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। নিয়োজিত প্রকৌশলী নির্মাণ কাজ সুপারভিশন করবেন। এ বিষয়ে সকল দায়-দায়িত্ব ভবন নির্মাতা/নিয়োজিত প্রকৌশলীর উপর বর্তাবে মর্মে অঙ্গীকারনামা কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে।

(৪) নকশা প্রণয়নকারীর যথাযথ কারিগরি যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রতিটি নকশায় প্রণেতার স্বাক্ষর, পেশাদার সংগঠনের দেয়া পরিচিতি নম্বর এবং মালিকের স্বাক্ষর থাকতে হবে। নকশা প্রণয়নকারীর যোগাযোগের ঠিকানা থাকতে হবে। কমিটি নকশা প্রণয়নকারীসহ অন্যান্য স্বাক্ষরকারীর সঠিকতা যাচাই করার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৫) প্ল্যান অনুমোদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ কোন অবস্থাতেই প্ল্যান প্রণয়নের সাথে জড়িত থাকতে পারবে না।

(৬) ভবন নির্মাণের অনুমতিপত্র পাওয়ার পর ভবনের লে-আউট প্রদানের সময় ভবনের মালিক সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ারের উপস্থিত থাকা নিশ্চিত করবেন। প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত নির্মাণের পর সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার এবং মালিক যৌথ স্বাক্ষরে নির্ধারিত ফরমে একটি প্রতিবেদন কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে।

(৭) কমিটি প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সরেজমিনে পরিদর্শনে অনুমোদিত প্ল্যানের সাথে কোন প্রকার বিচ্যুতি ধরা পড়লে মালিক ও সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ারকে তা সংশোধন করতে সুনির্দিষ্ট করে লিখিতভাবে জানাবে। ভবন মালিক সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে অবৈধ অংশ অপসারণ কিংবা অনুমতিপত্র বালিত করার আদেশ প্রদান করবে।

(৮) প্রতিটি ফ্লোরের ছাদ ঢালাই করার পর মালিক ও সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ারের যৌথ স্বাক্ষরে একটি করে কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন কমিটির সভাপতি বরাবর দাখিল করতে হবে।

(৯) নির্মাণ চলাকালীন পার্শ্ববর্তী ভবন, অবকাঠামো এবং জনগণের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

(১০) BNBC (Bangladesh National Building Code) এর কোড অনুযায়ী ইমারত সেবা (Building Service) যথা পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, ড্রেনেজ, গ্যাস সরবরাহ, বৈদ্যুতিক স্থাপনা, শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য সকল ইমারত সেবা বাস্তবায়ন করতে হবে।

(১১) সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করতে পারবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ প্যানেল প্রণয়ন (Panel of Experts) করে তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে প্ল্যান অনুমোদন, ভবন নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, অপসারণ ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(১২) ভবনের মালিক/ডেভেলপার Architectural, Structural, Electrical, Plumbing & Fire fitting নকশা বিশেষজ্ঞ স্থপতি, প্রকৌশলী অথবা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদনের মাধ্যমে কমিটির নিকট দাখিল করবেন। কমিটি এতদসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ স্থপতি, প্রকৌশলী অথবা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন যাচাই করবে।

(১৩) ইমারত আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্মাণ সম্পন্ন হবার পর বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে। এজন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে নিম্নলিখিত দলিল এবং নকশাদি সংরক্ষণের জন্য দাখিল করতে হবে। যথাঃ

(ক) সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন;

(খ) কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্থাপত্য নকশার ভিত্তিতে নির্মিত ইমারতের নকশা;

(গ) ইমারত সেবা সংক্রান্ত সকল নকশা; এবং

(ঘ) ইমারতের নির্মাণ সংক্রান্ত Test Report যেমনঃ Cylinder Test Report এবং MS রড Test Report সহ প্রতিবেদন। উল্লেখিত নকশার অপর্যাপ্ততা ও উপযুক্ততার যাবতীয় দায়ভার সংশ্লিষ্ট পেশাজীবিদের (স্থাপত্য প্রকৌশলী) উপর বর্তাবে।

(১৪) নবনির্মিত ভবনটি পরিদর্শন করে কমিটি ভবন ব্যবহারের অনুমতিপত্র প্রদান করবে;

(১৫) যে উদ্দেশ্যে ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

(মোঃ মাহাবুবুর রহমান)
উপসচিব

<u>বিতরণ</u>:

০১। জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।

০২। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল) .... জেলা। তাঁর জেলার সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এর নিকট উক্ত পত্রের ছায়ালিপি প্রেরণের অনুরোধসহ।

০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ...উপজেলা......................জেলা।

০৪। প্রোগামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

<u>অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):</u>

১। সচিব সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। মহাপরিচালক (মইই উইং) / অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। যুগ্ম সচিব (সকল) , স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। সভাপতি, ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ।

৬। সভাপতি, ইনস্টিটিউট অব আর্কেটেক্টস, বাংলাদেশ।

৭। সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, বাংলাদেশ।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, আগস্ট ২৯, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ ভাদ্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৮ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২৭৩-আইন/২০১৭।-উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান (দায়িত্ব, কর্তব্য ও আর্থিক সুবিধা) বিধিমালা, ২০১০ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (অ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(অ) চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের মাসিক সম্মানী ভাতার হার হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

পদের নাম	**সম্মানীর পরিমাণ (অঙ্ক/কথায়)**
চেয়ারম্যান	৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা
ভাইস চেয়ারম্যান	২৭,০০০ (সাতাশ হাজার) টাকা

তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদের রাজস্ব তবিলের অর্থ দ্বারা উহার নির্ধারিত কর্মসম্পাদন ও দায়-দেনা মেটানোর পর পরিষদের রাজস্ব তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে উক্ত ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে;"।

২। ইহা ১লা জুলাই, ২০১৬ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

মোঃ আবদুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd
(৮৯৮৭)
মূল্য: টাকা ৪.০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং- ৪৬.০৪১.০৩০.০১.০০.০০১.২০১৮-৯৩

তারিখ: ০৮ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়: সরকারি হাট-বাজারসমূহের ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি মূল্য পুনঃ নির্ধারণ।

সরকারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং তা হতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা ২০১১ এর ২.৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের গড় মূল্য সরকারি মূল্য হিসেবে নির্ধারিত ছিল।

০২। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে জারিকৃত ১ মার্চ ২০১৬ তারিখের ৪৬.০৪১.০৩০.১৯.০০.০১৯.২০১০(অংশ-১)-৮৮ নং পরিপত্রের মাধ্যমে বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের গড় মূল্যের সাথে পৌর এলাকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২৫% এবং পৌর এলাকার বাইরের ক্ষেত্রে ১০% বৃদ্ধি করে হাট-বাজারের সরকারি মূল্য নির্ধারণ করা হয়। যা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

০৩। এ প্রেক্ষিতে বিগত ৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্যের গড়ের সাথে অতিরিক্ত ৬% বৃদ্ধি করে হাট-বাজারের সরকারি মূল্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এই পরিপত্রটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন
উপ সচিব
ফোন: ৯৫৭৫৫৭৬
ই-মেইল: lgadmin2@lgd.gov.bd

বিতরণ (জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):
১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন।
২। জেলা প্রশাসক, ...।
৩। মেয়র/প্রশাসক, ...পৌরসভা, ... জেলা।
৪। চেয়ারম্যান, ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
৫| উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... উপজেলা, ... জেলা।
৬ চেয়ারম্যান, ... ইউনিয়ন পরিষদ, ... উপজেলা, ... জেলা।

অনুলিপি সদয় অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):
১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, ... বিভাগ/মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... বিভাগ/মন্ত্রণালয়।
৫| বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৭। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার .... জেলা।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৯। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন
উপ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
(www.lgd.gov.bd)

নং: ৪৬.০৪১.০১৫.০০.০০.০০৯.২০১৮-১০৭৭ তারিখ: ০৫ আগস্ট ২০১৮

বিষয়: উপজেলা পরিষদের হালনাগাদ অনুমোদিত সাাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) প্রেরণ।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তক প্রণীত ও হালনাগাদকৃত অনুমোদিত উপজেলা পরিষদের হালনাগাদ সাাংগঠনিক কাঠামো (টিওএন্ডই) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০১ (এক) পাতা।

(আনজুমান আরা)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৬২২৪৭

বিতরণ (কার্যার্থে) (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):
১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃআঃ উপসচিব, বাজেট-১১ শাখা)।
২। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃআঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, সওব্য-৫ শাখা)।

অনুলিপি:
১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

উপজেলা পরিষদের সাংগঠনিক কাঠামো (প্রস্তাবিত)

<u>উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী</u>

১। পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।
২। পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা।
৩। আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৪। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
৫। জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।
৬। স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপের পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ।
৭। (ক) উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান;
(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার কার্যক্রমের মান উন্নয়ন লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগদের সহায়তা প্রদান।
৮। ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।
৯। সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজে সমন্বয় সাধন।
১০। বেসরকারিভাবে মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
১১। বেসরকারিভাবে কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

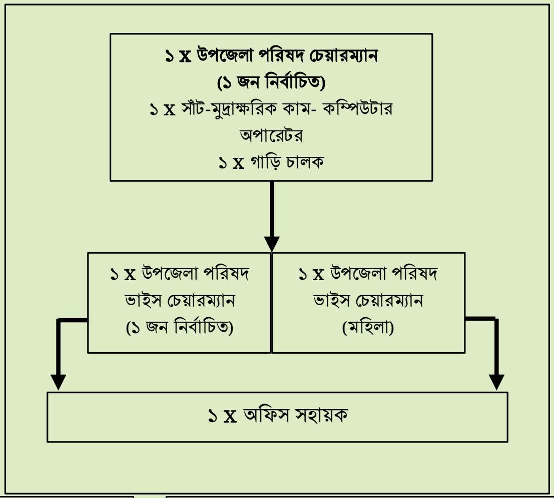

১২। উপজেলা সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলার বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন জেলার আইন-শৃঙ্খলা কমিটিসহ নিয়মিতভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।
১৩। আত্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদসম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
১৪। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
১৫। এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
১৬। জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার, ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
১৭। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।
১৮। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কাজের সমন্বয়।
১৯। উপজেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা।
২০। ই-গভার্ণেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।
২১। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

যন্ত্রপাতি ও যানবাহন (টিওএন্ডই)

বর্তমান অবস্থা		প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতি	
১। জীপ গাড়ি	- ৪৯০টি	১। জীপ গাড়ি	- ২ টি
২। নৌযান (কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, অষ্টগ্রাম ও মিঠামইন, সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুর ও শাল্ল, রাঙ্গামাটি জেলার বরকল, বিলাইছড়ি এবং নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরি উপজেলা পরিষদের জন্য জীপ গাড়ির পাশাপাশি)	- ১০ টি	২। কম্পিউটার	- ২ টি
৩। কম্পিউটার	- ৪৯০ টি	৩। ফটোকপিয়ার মেশিন	- ২ টি
৪। ফটোকপির মেশিন	- ৪৯০ টি	৪। ফ্যাক্স মেশিন	- ২ টি
৫। ফ্যাক্স মেশিন	- ৪৯০ টি	৫। ল্যাপটপ (এডজ মডেমসহ)	- ২ টি
৬। ল্যাপটপ (এডজ মডেমসহ)	- ৪৯০ টি		

পদভিত্তিক মোট জনবল

বর্তমান অবস্থা		প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতি	
১। সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪৯০ X ১ = ৪৯০ জন	১। সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	= ২ জন
২। গাড়ি চালক	৪৯০ X ১ = ৪৯০ জন	২। গাড়ি চালক	= ২ জন
৩। নৌযান চালক (কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, অষ্টগ্রাম ও মিঠামইন, সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুর ও শাল্ল, রাঙ্গামাটি জেলার বরকল, বিলাইছড়ি এবং নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরি উপজেলা পরিষদের জন্য জীপ গাড়ির পাশাপাশি)	১০ X ১ = ১০ জন	৩। অফিস সহায়ক	= ৪ জন
৪। অফিস সহায়ক	৪৯০ X ২ = ৯৮০ জন	নতুন সৃজিত মোট জনবল (২+২+৪)= ৮ জন	
মোট জনবল (৪৯০+৪৯০+১০+৯৮০)= ১৯৭০ জন			

*বিদ্যমান যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও জনবল কালো কালিতে দেখানো হয়েছে; **প্রস্তাবিত যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও জনবল সবুজ কালিতে দেখানো হয়েছে।

(এস. এম. গোলাম ফারুক)
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২২.১০.০১.০০১.২০১১-১০৫৮ তারিখ: ২৩/০৯/২০১৮ খ্রি.

বিষয়: উপজেলা পরিষদের প্রস্তাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন সহজীকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, দেশের বিভিন্ন উপজেলা পরিষদ হতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন চাওয়া হয়। কিন্তু প্রস্তাবের সাথে প্রয়োজনীয় তথ্য/ডকুমেন্ট প্রেরণ না করার কারণে সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্ব হয়। এমতাবস্থায়, পরবর্তীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন চাওয়ার ক্ষেত্রে পার্শ্বে বর্ণিত তথ্য/ডকুমেন্টসমূহ আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

বিষয়	প্রস্তাবের সাথে আবশ্যিকভাবে প্রেরিতব্য তথ্য/ডকুমেন্ট
উপজেলা পরিষদের প্রধান গেইট নির্মাণ।	(ক) এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত ও স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত এক ও অভিন্ন নির্ধারিত ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুযারী ১৮.৭৪ লক্ষ (আঠার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা ব্যয় সীমার মধ্যে প্রস্তাব প্রেরণ। (খ) প্রকল্প ও প্রাক্কলন উভয়টি অনুমোদন সম্বলিত উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী। (গ) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে চেয়ারম্যন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। (ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি এর কারিগরি প্রতিবেদন এবং প্রতিবেদনে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ডিজাইন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুতের বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হবে। (ঙ) রাজস্ব তহবিলের স্থিতির প্রমাণক (ব্যাংক স্টেটমেন্ট)।
উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	(ক) এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ডিজাইন ও প্রাক্কলন মোতাবেক সীমানা প্রাচীরের সামনের দিকে প্রতি মিটার ১২,৬৫০/- টাকা এবং পিছনে/পার্শ্ব প্রতি মিটার ৮,৯১২/- টাকা ব্যয় সীমার মধ্যে প্রস্তাব প্রেরণ। (খ) কোন্ দিকের সীমানা প্রাচীরের (সামনে/পিছনে/পার্শে) দৈর্ঘ কত মিটার এবং প্রতি মিটারের প্রাক্কলিত মূল্য সুস্পষ্টভাবে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পত্রে উল্লেখ করতে হবে। (গ) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে চেয়ারম্যন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। (ঘ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি এর কারিগরি প্রতিবেদন এবং প্রতিবেদনে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ডিজাইন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুতের বিষয়টি উল্লেখ থাকতে হবে। (ঙ) রাজস্ব তহবিলের স্থিতির প্রমাণক (ব্যাংক স্টেটমেন্ট)।
উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের মালিকানাধীন জীবিত গাছ	(ক) স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ১৫-০৮-২০০৭ তারিখের উপ-২/৪পি-১২৪/২০০৫/৩৮৪ নং স্মারকে গঠিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক্কলিত মূল্য এবং গাছের সংখ্যা/কাঠের বিবরণ উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী উল্লেখপূর্বক প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। (খ) গাছের সংখ্যা/কাঠের বিবরণ ও প্রাক্কলিত মূল্য উল্লেখকরতঃ জেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটির অনুমোদন সম্বলিত কার্যবিবরণী।
উপজেলা পরিষদের মালিকানাধীন ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা ও বিক্রি	(ক) ভবনের নাম/ধরন/অবস্থান এবং এর প্রাক্কলিত মূল্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে উপজেলা পরিষদের অনুমোদন সম্বলিত মাসিক সভার কার্যবিবরণী। (খ) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। (গ) ভবন/স্থাপনার মালিকানা উল্লেখ করতঃ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনাপত্তি। (ঘ) জেলা কনডেমনেশন কমিটির সুপারিশ ও কার্যবিবরণীতে ভবনের নাম/ধরন/অবস্থান এবং এর প্রাক্কলিত মূল্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখসহ প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

উপজেলা পরিষদের নতুন আসবাবপত্র ক্রয়	(ক) উপজেলা পরিষদে নতুন আসবাবপত্র ক্রয়ের প্রকল্প ও প্রাক্কলন উভয়টি অনুমোদন সম্বলিত পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী। (খ) উপজেলা পরিষদে নতুন আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপজেলা রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৪ এর ৫(ছ) নির্দেশনা অনুযায়ী বিবেচ্য অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত ১.৫০ লক্ষ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ইতোমধ্যে ব্যয় করা হয়েছে কি-না এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা। (গ) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। (ঘ) রাজস্ব তহবিলের স্থিতির প্রমাণক (ব্যাংক স্টেটমেন্ট)।
উপজেলা পরিষদের অফিস ভবন/বাসা মেরামত	(ক) উপজেলা পরিষদের মালিকানাধীন অফিস ভবন/বাসা মেরামতের প্রকল্প ও প্রাক্কলন উভয়ই অনুমোদন সম্বলিত পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী। (খ) উপজেলা পরিষদের মালিকানাধীন অফিস ভবন/বাসা মেরামতের ক্ষেত্রে উপজেলা রাজস্ব অফিস তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৪ এর ৫(ক) নির্দেশনা অনুযায়ী বিবেচ্য অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত ৭.০০ লক্ষ (সাত লক্ষ) টাকা ইতোমধ্যে ব্যয় করা হয়েছে কি-না এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা। (গ) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলীর স্বাক্ষর থাকতে হবে। (ঘ) রাজস্ব তহবিলের স্থিতির প্রমাণক (ব্যাংক স্টেটমেন্ট)।

(মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

১. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল) ....।
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ....।

অনুলিপি:

১. জেলা প্রশাসক (সকল) .... জেলা।
২. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল) .... জেলা।
৩. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৩, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

উপজেলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১১ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৩২৮-আইন/২০১৮- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং উক্ত অঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানকে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৪৪ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ৪র্থ (চতুর্থ) তফসিলের ক্রমিক নং ৮ এর অধীন উপজেলা এলাকাভুক্ত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ আয়ের ১% অর্থ, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের তহবিলে জমাকরণের লক্ষ্যে, আরোপ সংক্রান্ত বিধান হইতে এতদ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৯৬.২০১২-৫১১

তারিখঃ ১৭ আষাঢ় ১৪২৬
০১ জুলাই ২০১৯

বিষয়: উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষক প্রশিক্ষণ ভবন (৩য় পর্যায়) নির্মাণের অনুমোদন।

সূত্র: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী- এর স্মারক নং-২৪৫; তারিখ: ২৮/০৪/২০১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে গত ২৮/১১/২০১৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্পভুক্ত ১০৬ টি উপজেলায় স্থায়ীভাবে জমি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে কতিপয় শর্তে এ বিভাগের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। কিন্তু উক্ত প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে এ বিভাগের পূর্বানুমোদন ব্যতীত উপজেলা পরিষদের জমি হস্তান্তর ও ব্যবহারের সুযোগ নেই মর্মে নির্দেশক্রমে জানিয়ে দেয়া হলো।

নুমেরী জামান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৬২২৪৭
e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল)।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

অনুলিপি:

১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৩. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৪. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪-২০১৩-৬২৯ তারিখঃ ১৯/০৮/২০১৯ খ্রি.

বিষয়: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অর্থায়নে উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৪ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের প্রকল্প প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়ন।

সূত্র: এ বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৮, তারিখ : ১০ নভেম্বর, ২০১৪

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকে জারিকৃত নির্দেশিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে গত ১০/১১/২০১৪ খ্রি. তারিখে 'উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৪' জারি করা হয়। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী এডিপি'র অর্থায়নে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক চলতি অর্থ বছরের প্রকল্প গ্রহণের শেষ সময় পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৩১ মার্চ এবং গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের শেষ সময় চলতি অর্থ বছরের ৩১ মে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কতিপয় উপজেলা পরিষদ বিদ্যমান নির্দেশিকা অনুসরণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন না করায় এডিপি'র বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যয়িত থাকছে এবং এ অব্যয়িত অর্থ iBass++ সিষ্টেমে ৩০ জুন সয়ংক্রিয়ভাবে সমর্পণ হয়ে যাচ্ছে।

এ কারণে গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপি'র ‘উন্নয়ন সহায়তা’ খাতে বরাদ্দকৃত প্রায় ২১.২৫ কোটি টাকা অব্যয়িত অবস্থায় সমর্পিত হয়েছে। এছাড়া অর্থ বছরের শেষ সময়ে (জুন মাসে) একযোগে তড়িঘড়ি করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ফলে প্রকল্পের কাজ তদারকি করাসহ কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

এমতাবস্থায় উপজেলা পরিষদ কর্তৃক এডিপি'র অর্থায়নে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথ বাস্তবায়ন ও সরকারি অর্থের কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা জারি করা হলো :

ক্রম	নির্দেশনা		বাস্তবায়ন সময়সীমা
১.	উপজেলা পরিষদের প্রকল্প গ্রহণ ও চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন	:	পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৩১ মার্চ মাসের মধ্যে।
২.	গৃহীত ও চূড়ান্ত প্রকল্প তালিকা ডিডিএলজি'র নিকট প্রেরণ	:	চলতি অর্থ বছরের ৩০ অক্টোবর তারিখের মধ্যে।
৩.	প্রকল্পের টেন্ডার কার্যক্রম-	:	১ম কিস্তিতে প্রাপ্ত অর্থের ৪ গুন +১০% অধিক অর্থের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ ও ৩১ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে টেন্ডার কার্যক্রম সমাপ্তকরণ।
৪.	৪র্থ কিস্তির অর্থ প্রাপ্তি-	:	গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে ২য় কিস্তি পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের ব্যয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে ডিডিএলজি বরাবর প্রেরণ করতে হবে। যে সকল উপজেলা পরিষদ ২য় কিস্তি পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ে সক্ষম হবে না, সে সকল উপজেলার ৪র্থ কিস্তির বরাদ্দ কর্তন করে অন্যান্য উপজেলায় (ব্যয়ে সক্ষম) বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে প্রদান করা হবে।
৫.	গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্তকরণ	:	চলতি অর্থ বছরের ৩১ মে তারিখের মধ্যে।
৬.	স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত ঠিকাদারের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে না।		
৭.	যে সকল উপজেলা পরিষদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিধি মোতাবেক এডিপি'র অর্থ ব্যয় করতে পারবে না, সে সকল উপজেলা পরিষদে ভবিষ্যতে অর্থ বরাদের ক্ষেত্রে তাদের অপরাগতা/ব্যর্থতার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।		

(মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

বিতরণ: কার্যার্থে-
১। চেয়ারম্যান (সকল) ....উপজেলা পরিষদ............
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)........................
৩। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি (সকল)............... উপজেলা পরিষদ

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য-
১। জেলা প্রশাসক,..................জেলা।
২। উপপরিচালক (সকল), স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত ২য় কিস্তির অর্থ ব্যয় সম্পর্কিত প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার ১৫ মার্চ তারিখের মধ্যে উপজেলা-২ শাখায় প্রেরণ নিশ্চিতকরণের অনুরোধসহ)।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ/মহিলা) (সকল),.....................উপজেলা পরিষদ।
৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৬.১০.১৯-৮৫৬ তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪২৬
১৩ই অক্টোবর ২০১৯

বিষয়: উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটির আবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটির আবেদন সরাসরি অথবা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এ বিভাগে প্রেরণ করতে পারেন। তবে আবেদন বিবেচনার পূর্বে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে জেলা প্রশাসকের নিকট তথ্য যাচাই করবেন।

বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলো।

নুমেরী জামান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৬২২৪৭
e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

১। জেলা প্রশাসক (সকল)।
২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ(সকল),............জেলা...............।
৩। ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল), ...জেলা...............।

অনুলিপি:
১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.২৬.০৬৩.১৪-৯০৪

তারিখঃ ০৮ কার্তিক ১৪২৬
২৪ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়: জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ এর গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্র: এ বিভাগের মনিটরিং-২ শাখার স্মারক নং-১৬৫; তারিখ: ০২/১০/২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে তাদের বাসভবনে সান্ধ্যকালীন অফিস যুগপযোগীকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নুমেরী জামান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৬২২৪৭
e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার................. (সকল)।

অনুলিপি:
১. জেলা প্রশাসক (সকল)।
২. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩. সহকারী সচিব, মনিটরিং-২ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.২২.০০২.১২-৯৫৯

তারিখঃ ২৭ কার্তিক ১৪২৬
১২ নভেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়: উপজেলা পরিষদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিধিমালা অনুসরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে এস, আর, ও নং-৩২৩/আইন ২০১০ এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার উপজেলা পরিষদের (কার্যক্রম বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন ও সংশোধনপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়ঃ

“(১) আইনের তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত দপ্তর সমূহের কর্মকর্তাগণ, সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিষয়ে সকল কাগজপত্র ও নথি, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।”।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত সংশোধিত প্রজ্ঞাপণের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ০১ (এক) ফর্দ।

(নুমেরী জামান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭
E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল) ....।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ....।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):
১। সিনিয়র সচিব/ সচিব/ ভারপ্রাপ্ত সচিব .... বিভাগ/মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) ....।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল) ....।
৪। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৫। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। উপজেলা .... কর্মকর্তা, উপজেলা (সকল), জেলা (সকল)।
৭। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

নং: ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৫৪.২০১৩-২৬৪ তারিখঃ ৩রা ফাল্গুন ১৪২৬
১৬ ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রিঃ

প্রেরক: হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রাপক: চেয়ারম্যান
.... উপজেলা পরিষদ
জেলা........................।

বিষয়: উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০।

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৭; তারিখ: ১০ নভেম্বর ২০১৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে গঠিত উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সীমিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে সূত্রোল্লিখিত স্মারকে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। বাস্তবতার নিরিখে জারিকৃত উক্ত নীতিমালার কতিপয় ধারা সংশোধন ও সংযোজন করে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০ এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

২. এ নির্দেশিকা জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

নং: ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৫৪.২০১৩-২৬৪ তারিখঃ ৩রা ফাল্গুন ১৪২৬।
১৬ ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:
১. বিভাগীয় কমিশনায় (সকল) .... বিভাগ।
২. জেলা প্রশাসক (সকল) .... জেলা।
৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল) .... বিভাগ।
৪. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল) .... জেলা।
৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) .... উপজেলা.................... জেলা।
৬. ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান (সকল) .... উপজেলা পরিষদ................ জেলা।

(নুমেরী জামান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭

নং: ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৫৪.২০১৩-২৬৪ তারিখঃ ৩রা ফাল্গুন ১৪২৬।
১৬ ফেব্রুয়ারি/২০২০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):
১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সদস্য (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, এনআইএলজি, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি/ডিপিএইচই, আগারগাঁও/কাকরাইল, ঢাকা।
৯. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব/মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

(নুমেরী জামান)
উপসচিব

উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল গঠন ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০

উপজেলা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর বিলুপ্ত স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৯৮-এ প্রত্যেক উপজেলার জন্য একটি নিজস্ব তহবিল গঠনের বিধান ছিল। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এ উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল গঠনের বিধান আছে। প্রতি বছর উপজেলা পরিষদ আয় থেকে নির্ধারিত ব্যয় সম্পন্ন করার পর উদ্বৃত্ত অর্থ পরবর্তী বছরের উন্নয়ন জমায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিধান রয়েছে। উপজেলা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর সময়ে সময়ে পরিপত্র জারি করে এ তহবিলের ব্যবহারের শৃঙ্খলা আনয়ন করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ড গতিশীল করা, সীমিত স্থানীয় সম্পদ ব্যয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল গঠন ও ব্যয়ের জন্য জারিকৃত সকল নির্দেশনা/নীতিমালা/নির্দেশ বাতিল করে স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ১০ নভেম্বর ২০১৪ তারিখের ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৭ নং স্মারকের নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে উক্ত নির্দেশিকা কতিপয় অনুচ্ছেদ সংশোধন ও সংযোজনপূর্বক নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করা হলো। সরকার আশা করে যে, উল্লিখিত নির্দেশিকা রাজস্ব তহবিলের সদ্ব্যবহার ও যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

১. **উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের উৎস:** উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে গঠিত হবে। এর উৎস হবে উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ি থেকে প্রাপ্ত আয়; উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ৪র্থ তফসিলে বর্ণিত পরিষদ আরোপিত বিভিন্ন কর/রেট/ফি/টোল বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; হাট-বাজার ইজারালব্ধ অর্থ (অবশিষ্ট ৪১%); স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ রেজিস্ট্রেশন ফিসের ১% এবং আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন ‘কর’ এর ২%; পরিষদে ন্যস্ত বা তৎকর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা; প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি থেকে প্রদত্ত অনুদান; পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা; উপজেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত অন্য কোন অর্থ; সরকারের নিদের্শে পরিষদে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

২. **উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল পরিচালনা:** উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলে জমাকৃত সকল অর্থ সরকারি ট্রেজারির কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যৌথভাবে এ তহবিল পরিচালনা করবেন।

৩. **উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ:** প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান ও রীতিনীতি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থ উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে শর্তসাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যয় করা যাবে:

ক্র: নং	বিবরণ
ক	**উপজেলা পরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ/রংকরণ:** উপজেলা পরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ/রংকরণ উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে কোন অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার বেশি ব্যয় করা যাবে না এবং এ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সমতার নীতি অবলম্বন করতে হবে। রাজস্ব তহবিলের অর্থ দ্বারা স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নতুন ভবন নির্মাণ বা কোন ভবন সম্প্রসারণ করা যাবে না।
খ	**জাতীয় দিবস উৎযাপন:** উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে জাতীয় দিবস উৎযাপন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না।
গ	**উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর ও প্রধান ফটক নির্মাণ :** স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ২১ আগস্ট ২০১৬ তারিখের ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৩৯.২০১২-১৩১৪ নং স্মারক অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কমপ্লেক্সের অভিন্ন সীমানা প্রাচীর এবং ১৮ মে ২০15 তারিখের ৪৬.০৪৫.০২০.০৯.০৩.০০৩.২০১৪-৫৪২ নং স্মারক অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের অভিন্ন প্রধান ফটক নির্মাণের জন্য উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। রাজস্ব তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে একাধিক অর্থ বছরে তা বাস্তবায়ন করা যাবে। কোন অবস্থাতেই উন্নয়ন তহবিলের অর্থে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা যাবে না। সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি-বিধান অবশ্যই যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।
ঘ	**অপ্রত্যাশিত খাতে ব্যয়:** কোন অত্যাবশ্যকীয় স্থাপনার জরুরি মেরামত ও পুনর্বাসন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকান্ড, বেওয়ারিশ লাশ দাফন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে বছরে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা যাবে। বাস্তব পরিস্থিতির আলোকেই এরূপ ব্যয়ে সতর্ক ও যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
ঙ	**এডিপি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প:** যে সব প্রকল্প এডিপি বা সরকারের অর্থায়নে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয় সে সব প্রকল্প উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল দ্বারা বাস্তবায়ন করা যাবে না। এরূপ কোন প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে তা আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহার হিসেবে বিবেচিত হবে।
চ	**অফিস সরঞ্জাম ক্রয়:** উপজেলা পরিষদের TO & E-তে অন্তর্ভুক্ত কোন অফিস সরঞ্জাম উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে সংগ্রহ/ক্রয় করা যাবে। তবে এ ব্যয় কোনক্রমেই এক বছরে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার বেশি হবে না।

ছ	**আসবাবপত্র সংগ্রহ/মেরামত:** উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল দ্বারা পরিষদের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ/মেরামত করা যাবে। এ খাতে মেরামত ব্যয় বছরে ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার মধ্যে সীমিত থাকবে। নতুন আসবাবপত্র ক্রয় খাতে ব্যয় বছরে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার মধ্যে সীমিত থাকবে।
জ	**আপ্যায়ন ব্যয়:** (১) উপজেলা পরিষদ সভা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানগণ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাসহ অন্যান্য আপ্যায়ন বাবদ মাসিক সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) পর্যন্ত উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা যাবে। (২) ভাইস-চেয়ারম্যানগণের সভাপতিত্বে গঠিত ১৭ (সতের)টি উপজেলা কমিটির সভার জন্য মাসিক ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা আপ্যায়নের জন্য ব্যয় করা যাবে।
ঝ	**আনুষঙ্গিক:** সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান/নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক পরিষদের জন্য অফিস সামগ্রী ও স্টেশনারি দ্রব্যাদি উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে ক্রয় করা যাবে। তবে এ খাতে মাসিক সর্বোচ্চ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না।
ঞ	**অফিস সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত:** সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধান/নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক পরিষদের জন্য উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে অফিস সরঞ্জামাদি যেমন কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত করা যাবে। তবে রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত খাতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না।
ট	**পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত:** পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত ও ক্রয় ইত্যাদি উপজেলা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা যাবে।
ঠ	**অডিট ফি:** স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে নিযুক্ত অডিট ফার্মের ফি সরকার অনুমোদিত রেটে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা যাবে।
ড	**মামলা পরিচালনা ব্যয়:** উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত]-এর আওতায় উপজেলা পরিষদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনা ব্যয় রাজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা যাবে। তবে এ ব্যয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সার্কুলার/আদেশ অনুযায়ী হতে হবে। ব্যক্তিগত দায় সংক্রান্ত কোন মামলার এ অর্থ দ্বারা পরিচালনা করা যাবে না।
ঢ	**বিদ্যুৎ/টেলিফোন বিল, ভূমি উন্নয়ন কর, ইন্টারনেট বিল ইত্যাদি পরিশোধ:** বিদ্যুৎ বিল, সংবাদপত্রের বিজ্ঞপ্তির বিল, টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিল, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর/হোল্ডিং ট্যাক্স, গ্যাস বিল ইত্যাদি উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থ দ্বারা বিধি মোতাবেক পরিশোধ করা যাবে।
ণ	**যানবাহন মেরামত:** স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৪ এপ্রিল ২০০৫ তারিখের স্থাসবি/উ-১/গাড়ি/(২)- ২/৯৯/৯৩(৪৭২) নং স্মারক অনুসরণপূর্বক উপজেলা পরিষদ যানবাহন মেরামতের জন্য রাজস্ব তহবিল হতে বছরে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ব্যয় করা যাবে।
ত	**মালি/সুইপার নিয়োগ:** সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধি-বিধান সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে সরকার অনুমোদিত হারে দৈনিক চুক্তিতে একজন মালি ও একজন সুইপার নিয়োগ করা যাবে।
থ	**এছাড়া উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থে নিম্নরূপ ব্যয় নির্বাহ করা যাবে:** (১) হস্তান্তরিত সায়রাত মহলের আয় হতে সরকারি পাওনা পরিশোধ; (২) পরিষদ কর্তৃক কর আদায়ের জন্য ব্যয়।
দ	**সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন:** উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রেখে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা যাবে। সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত খাতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ব্যয় করা যাবে।
ধ	**উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের সম্মানী ও টিএ/ডিএ ভাতা:** উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যানগণের সম্মানী ও টিএ/ডিএ ভাতা প্রদান করা যাবে।
ন	**ফরমালিন, ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য সনাক্তকরণ কিট ইত্যাদি ক্রয়:** মোবাইল কোর্টের চাহিদা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে ফরমালিন বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য সনাক্তকরণের জন্য কিট ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা যাবে। তবে এ বিষয়ে এক অর্থ বছরে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয় করা যাবে না। এক অর্থ বছরে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার বেশী ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
প	**ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ক্রয়:** উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা ব্যয় করা যাবে।
ফ	**মশা নিধন:** উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ব্যয় করা যাবে।
ব	**প্রকাশনা:** উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে বার্ষিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রকাশনা ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ব্যয় করা যাবে।

ভ	**বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা:** উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ব্যয় করা যাবে।
ম	**নিরাপত্তা খাত (আনসার):** উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল অর্থায়নে উপজেলা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ব্যয় করা যাবে।

৪. উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০ তে নির্দেশিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হলে অথবা বর্ণিত (ক্রমিক নং-৩ এর ক-ম) পর্যন্ত খাতের বাহিরে অন্য খাতে ব্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৫. অনুচ্ছেদ-৩ (ক-ম) পর্যন্ত ব্যয়ের পর অবশিষ্ট অর্থ:

(ক) উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০ এর ৩ (ক-ম) ব্যয়ের পর অর্থ বছরের শেষ হওয়ার পূর্বে উন্নয়নমূলক কোন অতি জরুরি প্রকল্প বাস্তবায়নের আবশ্যকতা দেখা দিলে অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য উপজেলা পরিষদের নির্ধারিত পরিচালনা ব্যয়ের দেড়গুণ (১৫০%) অর্থ সংরক্ষিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ থেকে উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপনপূর্বক উপজেলা পরিষদের সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রস্তাব স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণের পর ব্যয় করা যাবে।

(খ) উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের ৫(ক) নং খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য উপজেলা পরিষদ সভায় অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি'র কারিগরি প্রতিবেদন গ্রহণপূর্বক প্রকল্পের তালিকা প্রণয়ন করে উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদনক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রেরিত অগ্রায়ণ পত্রে প্রকল্পের নাম আবশ্যিকভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রকল্পের সংখ্যা ১০ (দশ) টির বেশী হলে প্রকল্প তালিকার সফট কপি (সিডি/পেনড্রাইভ) প্রেরণ করতে হবে। খন্ড খন্ডভাবে প্রকল্প গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা যাবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশোধিত প্রাক্কলন প্রণয়নের প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

(গ) দৈব দুর্বিপাক বা অন্য যে কোন জরুরি প্রয়োজনে সংরক্ষিত অর্থ থেকে ব্যয়ের প্রয়োজন হলে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করে ব্যয় করা যাবে। **রাজস্ব তহবিলের অব্যয়িত অর্থ প্রতি অর্থ বছরে ৩০ জুন এর পর উন্নয়ন তহবিলে জমা করতে হবে।**

৬. উপজেলা পরিষদের যাবতীয় টেন্ডার শিডিউল বিক্রয়লব্ধ আয় (যদি থাকে) প্রচলিত বিধানমতে সরকারের কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। টেন্ডার শিডিউল বিক্রয়ের অর্থ রাজস্ব তহবিল গণ্যে ব্যয় করা যাবে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
(www.lgd.gov.bd)

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৫৭.২০-৩১৮

তারিখঃ ১৯ ফাল্গুন ১৪২৬
০৩ মার্চ ২০২০

বিষয়: উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল (জিপিএফ) হিসাব খোলা/গঠন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “উপজেলা পরিষদ” (স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) উপজেলা পরিষদের কর্মচারী (চাকুরী) বিধিমালা ২০১০ এর (অষ্টম অধ্যায়) বিধি ৪৬-৫৯ অনুসরণপূর্বক উপজেলা পরিষদে কর্মরত কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল গঠনের কার্যক্রম গ্রহণকরতঃ এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি.........ফর্দ।

নুমেরী জামান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৬২২৪৭
e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (উপজেলা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৩. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল)।
৪. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
(www.lgd.gov.bd)

স্মারক নংঃ ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৬.০১১.১৯-৩৯৩

তারিখঃ ০৮ চৈত্র ১৪২৬।
২২ মার্চ ২০২০।

বিষয়: করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধে অপ্রত্যাশিত খাত ব্যবহার।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধকল্পে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০ এর ৩(ঘ) এ বর্ণিত অপ্রত্যাশিত খাত থেকে উপযুক্ত জীবানুনাশক স্প্রে ব্যবহার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও মাস্ক ক্রয়সহ প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(নুমেরী জামান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭
E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

০১। চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
০২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... উপজেলা .... জেলা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
০১। জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
০২। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), ... জেলা।
০৩। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৪। ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
০৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
(www.lgd.gov.bd)

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নংঃ ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.০৫৪.১৩-৪১৬

তারিখঃ ০২ বৈশাখ ১৪২৭।
১৫ এপ্রিল ২০২০।

বিষয়: করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তার রোধে রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশনা, ২০২০ এর অপ্রত্যাশিত খাত ব্যবহার।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২২ মার্চ ২০২০ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৬.০১১.১৯-৩৯৩ স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী অপ্রত্যাশিত খাত থেকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়। রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা ২০২০ এর ৩ (ঘ) অনুযায়ী সর্বমোট ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা ব্যয়ের সুযোগ রয়েছে। উক্ত খাত হতে করোনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলা। ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় করা হলে পরবর্তী সময়ে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক এ বিভাগের ঘটনাত্তোর অনুমতি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

(নুমেরী জামান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭

০১। চেয়ারমান (সকল), ...উপজেলা পরিষদ, ...জেলা।
০২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ...উপজেলা, ...জেলা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)...............বিভাগ।
৬। জেলা প্রশাসক (সকল), ...জেলা।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ...জেলা (সকল)।
৯। চেয়ারমান, ...উপজেলা পরিষদ্, ...জেলা (সকল)।
১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...উপজেলা, ...জেলা (সকল)।
১১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। ভাইস চেয়ারম্যান/ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ...উপজেলা পরিষদ, ...জেলা (সকল)।
১৩। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং: ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.০১৪.২২.২০১৮-২৮৬; তারিখঃ ১৯/০৭/২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সমাপ্ত অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) এর ৩৯(২) ধারার বিধান অনুসারে প্রতি অর্থ বছর সমাপনান্তে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিটি উপজেলা পরিষদ সমাপ্ত অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের একটি আর্থিক প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করবে। কিন্তু উপজেলা পরিষদ থেকে নিয়মিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয় না। এছাড়া উপজেলা রাজস্ব তহবিল নির্দেশিকা-২০২০ অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রকাশনায় অর্থ ব্যয়ের সংস্থান রয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রতি অর্থ বছর সমাপনান্তে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রতিটি উপজেলা পরিষদ সমাপ্ত অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং সংযুক্ত নির্ধারিত ফরম্যাটে বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০২ পাতা।

১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল), ... উপজেলা।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... উপজেলা।

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭২৩০
Email: lgd.upazila2@gmail.com

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল), ... বিভাগ।
২। জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
৩। পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), ... বিভাগ।
৪। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), ... জেলা।
৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক হিসাব বিবরণী

উপজেলা পরিষদ:

জেলা:

অর্থবছর:

প্রস্তুতের তারিখ:

Form A: উপজেলা পরিষদের রাজস্ব হিসাব

রাজস্ব আয়	**সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছর**	**পূর্ববর্তী অর্থ বছর**
(১) প্রারম্ভিক জের:		
(২) ট্যাক্স এন্ড রেইট		
(৩) ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তির ইজারা লব্ধ আয়		
(৪) রেজিস্ট্রেশন ফিস		
(৫) লাইসেন্স ও পারমিট ফিস		
(৬) ঘরবাড়ি/ইমারত ভাড়া ও ইজারা হতে আয়		
(৭) ভূমি হস্তান্তর ফিস (১%)		
(৮) ভূমি উন্নয়ন কর (২%)		
(৯) হাট-বাজার ইজারালব্ধ আয় (৪১%)		
(১০) সরকারি অনুদান-সংস্থাপন		
(১১) অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্তি		
মোট রাজস্ব আয়:		
রাজস্ব আয়	**সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছর**	**পূর্ববর্তী অর্থ বছর**
(১) সাধারণ সংস্থাপন (সম্মানী, বেতন-ভাতা, অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়, আনুতোষিক তহবিল এবং যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী)		
(২) কর আদায়ের জন্য ব্যয়		
(৩) অন্যান্য ব্যয় (টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল, পৌর এবং ভূমি উন্নয়ন কর, অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যয়, মামলার খরচ, আপ্যায়ন ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসের জন্য ব্যয়, অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল এবং আনুষাঙ্গিক ব্যয়)		
(৪) কর আদায় খরচ (রেজিস্টার, ফর্ম, রশিদ ইত্যাদি মূদ্রণ)		
(৫) বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ		
(৬) পরিষদের ভবনাদি/স্থাপনাদি মেরামত		
(৭) যন্ত্রপাতি ক্রয়		
(৮) জাতীয় দিবস উদযাপন		
(৯) খেলাধুলা ও সংস্কৃতি		
(১০) জরুরি ত্রাণ		
(১১) অন্যান্য		
মোট রাজস্ব ব্যয়:		
রাজস্ব উদ্বৃত্তঃ (মোট রাজস্ব আয়- মোট রাজস্ব ব্যয়)		
Form B: উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন হিসাব		
উন্নয়ন ব্যয়ের উৎস	**সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছর**	**পূর্ববর্তী অর্থ বছর**
(১) রাজস্ব উদ্বৃত্ত		
(২) ADP এর আওতায় প্রাপ্ত থেকে বরাদ্দ		
(৩) UGDP-র/ অন্যান্য প্রকল্পের বরাদ্দ		
(৪) অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অনুদান		
মোট উন্নয়ন বরাদ্দ		
খাতভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয়		
(১) কৃষি ও সেচ		
(২) শিল্প ও কুটির শিল্প		

(৩) ভৌত অবকাঠামো		
(৪) আর্থসামাজিক অবকাঠামো		
(৫) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি		
(৬) সেবা		
(৭) শিক্ষা		
(৮) স্বাস্থ্য		
(৯) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ: সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা		
(১০) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়		
(১১) মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন		
(১২) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা		
(১৩) প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয়		
(১৪) নারী উন্নয়ন ফোরাম খাতে ব্যয়		
(১৫) উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতে ব্যয়		
মোট উন্নয়ন ব্যয়:		

Form C: উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের উন্নয়ন ব্যয় (উপজেলা পরিষদ ব্যতীত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত)

ক্রমিক নং	**হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ**	**সদ্য সমাপ্ত অর্থ বছর**	**পূর্ববর্তী অর্থ বছর**
১	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়		
২	উপজেলা কৃষি বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়		
৩	উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়		
৪	উপজেলা মৎস্য বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়		
৫	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়		
৬	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়		
৭	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়		
৮	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়		
৯	উপজেলা মহিলা বিষয়ক বিভাগ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা এবং শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
১০	প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়		
১১	উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়		
১২	উপজেলা সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়		
১৩	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়		
১৪	উপজেলা সমাজ সেবা বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়		
১৫	উপজেলা যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন বিভাগ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়		
১৬	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি বিভাগ		
১৭	অন্যান্য বিভাগ		
	সর্বমোট		

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
(www.lgd.gov.bd)

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নংঃ ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.০১৯.০০১.২০১২-৬৭৩

তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪২৭।
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।

পরিপত্র

বিষয়: উপজেলা পরিষদের রাজস্ব খাতে নিয়োজিত গাড়িচালকগণের বদলী

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ও কর্মরত গাড়িচালকগণের শুধুমাত্র পারস্পরিক বদলী সংক্রান্ত আবেদনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণ স্বীয় অধিক্ষেত্রভুক্ত উপজেলা পরিষদসমূহে এবং আন্তঃজেলা বদলীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২। আন্তঃবিভাগ বদলীর ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩। সরকার প্রয়োজন মনে করলে জনস্বার্থে উপজেলা পরিষদে কর্মরত যে কোন গাড়ি চালককে দেশের যে কোন উপজেলা পরিষদে বদলী করতে পারবে।

৪। এ সংক্রান্ত গত ০৮ মার্চ ২০১৬ তারিখের ৩৩৬ নং পরিপত্রটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৫। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(নুমেরী জামান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭
E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

অনুলিপি (কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে):
০১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল), ... বিভাগ।
০২। জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
০৩। চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
০৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... উপজেলা,............... জেলা।
০৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৬। ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান (সকল), ...উপজেলা পরিষদ, ...জেলা।
০৭। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৫৭.২০-৭৩৬ তারিখঃ ০৯ আশ্বিন ১৪২৭
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়ঃ উপজেলা পরিষদের কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল (জিপিএফ) হিসাব খোলা/গঠন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৫৭.২০-৩১৮; আরিখ: ০৩ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, “উপজেলা পরিষদ” (স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) উপজেলা পরিষদের কর্মচারী (চাকুরী) বিধিমালা ২০১০ এর (অষ্টম অধ্যায়) বিধি ৪৬-৫৯ অনুসরণপূর্বক উপজেলা পরিষদে কর্মরত কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল গঠনের কার্যক্রম গ্রহণকরতঃ এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সূত্রোক্ত স্মারকের মাধ্যমে অনুরোধ করা হলেও অদ্যবধি তা এ বিভাগকে অবহিত করা হয়নি।

এমতাবস্থায়, “উপজেলা পরিষদ” (স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) উপজেলা পরিষদের কর্মচারী (চাকুরী) বিধিমালা ২০১০ এর (অষ্টম অধ্যায়) বিধি ৪৬-৫৯ অনুসরণপূর্বক উপজেলা পরিষদে কর্মরত কর্মচারীদের প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিল গঠনের কার্যক্রম গ্রহণকরতঃ এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি.........ফর্দ।

নুমেরী জামান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৬২২৪৭
e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (উপজেলা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৩. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল)।
৪. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
(www.lgd.gov.bd)

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.২৬.০৫৯.১৩-৮২৩ তারিখ: ০৪ কার্তিক ১৪২৭।
২০ অক্টোবর ২০২০।

বিষয়: উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল নির্দেশিকা, ২০২০ এর আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে যে সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে সকল প্রকল্পের অনুমোদন আবশ্যিকভাবে গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(নুমেরী জামান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭
E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

০১। চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
০২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... উপজেলা .... জেলা।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):
০১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) .... বিভাগ।
০২। জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
০৩। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), ... জেলা।
০৪। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৫। ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ,.................. জেলা।
০৬। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-১ শাখা
www.lgd.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৬.০১০.১৯-৮৪৬ তারিখঃ ০৯ কার্তিক ১৪২৭
২৫ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত।

সূত্র: ১। জননিরাপত্তা বিভাগের স্মারক নং-৫৭৮, তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২০।
২। উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটির ৪র্থ সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (কপি সংযুক্ত)।

১২.১ (ঙ) "পর্যায়ক্রমে উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসকে সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত করতে হবে"।

এছাড়া উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা ২০২০ এর ৩(প) এ ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৪র্থ সভার ১২.১ (ঙ) নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা ২০২০ এর ৩(প) এর নির্দেশনার আলোকে উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসকে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার আওতাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নুমেরী জামান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৬২২৪৭
e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

০১। চেয়ারম্যান (সকল) .... উপজেলা পরিষদ .... জেলা।
০২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) .... উপজেলা .... জেলা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) .... বিভাগ।
৬। জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ... জেলা (সকল)।
৯। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। ভাইস চেয়ারম্যান/ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা (সকল)।
১১। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
(www.lgd.gov.bd)

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.০১৫.০০৪.১২ (অংশ)-৮৮৩ তারিখঃ ২৪ কার্তিক ১৪২৭
০৯ নভেম্বর ২০২০

অফিস আদেশ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের প্রবিধি-৩ অধিশাখা গত ১২ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ৯৩ নং স্মারক এবং উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০২০ এর ৩(ত) এর নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নোক্তভাবে মজুরির হার নির্ধারণ করা হলো:

ক্রমিক নং	দপ্তরের অবস্থান	দৈনিক প্রদেয় মজুরির হার	মন্তব্য
০১	উপজেলা পরিষদ	৫৫০/- (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা	দক্ষ মালি ও সুইপার
০২	উপজেলা পরিষদ	৫০০/- (পাঁচশত) টাকা	অদক্ষ মালি ও সুইপার

শর্তাবলী:

(১) শ্রমিকের সংখ্যা উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় অনুমোদিত হতে হবে।
(২) উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের অর্থ হতে এ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে; এ খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবি করা যাবে না;
(৩) উল্লিখিত দৈনিক মজুরির হারে মাসিক ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা যাবেনা;
(৪) এ বিষয়ে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে; এবং
(৫) এ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নুমেরী জামান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৬২২৪৭
e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.০১৫.০০৪.১২ (অংশ)-৮৮৩ তারিখঃ ২৪ কার্তিক ১৪২৭
০৯ নভেম্বর ২০২০

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উপজেলা অধিশাখা/নগর উন্নয়ন/উন্নয়ন/পাস/মহাপরিচালক, মইই উইং), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) .... বিভাগ।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), ... বিভাগ।
৮। জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
৯। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল), ... জেলা।
১০। চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
১১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ... উপজেলা, ... জেলা।
১৩। ভাইস চেয়ারম্যান/ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
১৪। জেলা/উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সকল), ... উপজেলা, ... জেলা।
১৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উপজেলা-১ শাখা)
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি,
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.২৬.৪৮৭.২০১২(অংশ-১)-৯১৯

তারিখঃ ০২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭।
১৭ নভেম্বর ২০২০।

বিষয়: উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের বাসভবন ও শারীরিক নিরাপত্তায় আনসার সদস্যদের আবাসন ভবন নির্মাণ।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ২২৫, তারিখ: ০৯ নভেম্বর ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত ১৩.৫ নং সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

(ক) জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত লে-আউট প্ল্যান মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের বাসভবন ও শারীরিক নিরাপত্তায় মোতায়েনকৃত ১০ (দশ) জন আনসার সদস্যদের জন্য অস্ত্রাগার/গোলাবারুদ রাখার স্থান ও আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ চত্বরে সুবিধাজনক স্থানে (উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন নিকটবর্তী) উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে আনসার সদস্যদের আবাসন ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) শুধুমাত্র উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের ঘাটতি থাকলে স্থানীয় সরকার বিভাগে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ আনসার সদস্যদের আবাসন ভবন নির্মাণের চাহিদা প্রেরণ করবেন।

সংযুক্ত: লে-আউট প্ল্যান।

(নুমেরী জামান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬২২৪৭
E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
.... উপজেলা
.... জেলা।

<u>অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৪। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৬। বিভাগীয় কমিশনার (সকল) .... বিভাগ।
০৭। জেলা প্রশাসক (সকল), ... জেলা।
০৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। উপসচিব (প্রশাসন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১০। চেয়ারম্যান (সকল), ... উপজেলা পরিষদ, ... জেলা।
১১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।